শিশুরঞ্জন গ্রন্থাবলী—২

শিশুরঞ্জন মহাভারত

বহু চিত্রে ভূষিত

শিশুর পরিচালক

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীহরিরাম ধর বি, এ,

পপুলার লাইব্রেরী

ঢাকা

১৩২১

কলিকাতা
৬৫।১, বেচু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট, "শিশু প্রেস" হইতে
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সূচনা

একদা অষ্টবসু তাঁহাদের স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া বশিষ্ঠাশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন বশিষ্ঠের 'নন্দিনী' নামে এক কামধেনু ছিল। সেই গাভীকে দেখিয়া তাঁহাদের বড় লোভ হইল,—তাঁহারা তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইলেন। বশিষ্ঠ জানিতে পারিয়া শাপ দিলেন 'তোমরা পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মাও।'

অষ্টবসু মনুষ্যের গর্ভে জন্মিতে ভয় পাইলেন। তাঁহারা গঙ্গাদেবীকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন মনুষ্যরূপে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করেন। গঙ্গা স্বীকার করিলেন।

হস্তিনার চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র শান্তনু একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে ছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যা যেন জল হইতে উঠিল। তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে কন্যা বলিল—আমি যাহা করিব তাহাতে যদি বাধা না দেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা না

করেন তবেই আপনার রাণী হইব, কিন্তু যেদিন বাধা দিবেন বা আমার কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, সেইদিনই আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।' রাজা স্বীকার করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন।

ক্রমে তাহার গর্ভে একে একে সাতটি পুত্র জন্মিল। জন্মমাত্রেই রাণীও তাহাদিগকে লইয়া গঙ্গায় ডুবাইয়া মারিতে লাগিলেন। শেষে শান্তনু আর থাকিতে পারিলেন না। অষ্টম পুত্রের সময়ে বাধা দিলেন। তখন গঙ্গা আপনার মূর্ত্তি ধরিয়া বসুগণের শাপের কথা রাজাকে কহিলেন, এবং সেই পুত্র রাজাকে দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই পুত্রই—দেবব্রত।

দেবব্রত বড় হইয়া সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয়, ধার্ম্মিক ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতা শান্তনু ধীবর-রাজকন্যা সত্যবতীকে দেখিয়া বিবাহ করিতে চাহিলেন। ধীবর কহিল—'যদি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন যে, সত্যবতীর গর্ভে পুত্র হইলে তাহাকেই হস্তিনার রাজা করিবেন; তাহা হইলে বিবাহ দিতে পারি, নচেৎ নহে।' রাজা ভীষ্মের মুখ চাহিয়া সেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন না। বিমর্ষভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু দেবব্রত পিতার বিমর্ষের কারণ জানিতে পারিয়া নিজে পিতার সহিত ধীবররাজের নিকট গিয়া পিতার জন্য সত্যবতীকে প্রার্থনা করিলেন। ধীবর তাহার পণের কথা জানাইল। দেবব্রত কহিলেন—'আমি রাজা হইবনা, তোমার দৌহিত্রেরাই রাজ্য পাইবে—প্রতিজ্ঞা করিলাম।' ধীবর কহিল 'আপনি রাজা হইবেননা, কিন্তু আপনার পুত্রেরা ছাড়িবে কেন? দেবব্রত পুনরায় সত্যবতী ও তাহার পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—'আমি জীবনে কখনও বিবাহ করিবনা—তোমার চিন্তা নাই।' ধীবর রাজী হইল।

পিতার তুষ্টিবিধানের জন্য—ভীষণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিজের সুখসম্পদ রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিলেন বলিয়া—তিনি ভীষ্ম নামে

অভিহিত হইলেন। ভীষ্মদেব আজীবন, কুমারব্রত পালন করতঃ, রাজ্যের রক্ষকস্বরূপ থাকিয়া স্বীয় প্রতীজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতার সহিত বিবাহ দেওয়াইলেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে বর দিলেন—'তোমার ইচ্ছামৃত্যু হইবে।'

সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য। তাহাদের শৈশবেই শান্তনুরাজা প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীষ্ম আপনার প্রতিজ্ঞামত চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিয়া—প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদও অল্প বয়সেই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। তখন বালক বিচিত্রবীর্য্যকেই ভীষ্ম সিংহাসনে বসাইলেন।

বিচিত্রবীর্য্য বড় হইলে, ভীষ্ম, কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে—ভ্রাতার জন্য স্বয়ম্বর হইতে হরণ করিয়া আনিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বা বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলনা। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভীষ্মদেব অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে ভ্রাতার বিবাহ দেওয়াইলেন। ব্যাসদেবের বরে অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, এবং কনিষ্ঠা অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু জন্মিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যও অল্পবয়সে মরিয়া গিয়াছিলেন। জন্মান্ধ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন পাইলেননা পাণ্ডুই হস্তিনার রাজা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে বিবাহ করিলেন।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও অদৃষ্ট দোষে—জন্মান্ধ বলিয়া—যখন ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন পাইলেন না তখন তাঁহার মনে মনে আশা হইল যে যদি ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র হয় তাহা হইলে—সেই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইবে এবং পৈত্রিক সিংহাসন পাইবে। কিন্তু ভগবান তাহাতেও বাদ সাধিলেন। তাঁহার সন্তানাদি জন্মিবার পূর্ব্বেই পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির জন্মিলেন। তাহার পরে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনের

জন্ম হইল। সুতরাং বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তিনার সিংহাসনে প্রকৃত অধিকার জন্মিল।

সেই হইতেই ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রাণে যে হিংসার উৎপত্তি হইল তাহার বিবরণ লইয়াই—অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত।

শিশুরঞ্জন মহাভারত

আদিপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বকালে হস্তিনা নগরে পাণ্ডু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া, শাস্ত্রানুসারে রাজা হইতে পারেন না। এইজন্য কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন। বিদুর নামে তাঁহার একটি কনিষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতাও ছিল।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যা ছিল, তাহারা কুরু নামে পরিচিত এবং রাজা পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নামক পঞ্চপুত্র পাণ্ডব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরই সকলের বড়। ভীম এবং দুর্য্যোধন এক-দিনেই জন্মিয়াছিলেন। তৎপরে অর্জ্জুন ও অন্যান্য কৌরব ও পাণ্ডবগণ জন্ম গ্রহণ করেন।

পাণ্ডবগণের শৈশব কালেই রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও সিংহাসনে বসিতে পারেন না, সুতরাং মৃত রাজার জ্যেষ্ঠতাত (জ্যেঠা মহাশয়,) কুরু পাণ্ডবগণের পিতামহ ভীষ্ম, তাঁহাদের হইয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন।

রাজা না হইলেও, বংশের জ্যেষ্ঠ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র কুরু-পাণ্ডব বংশের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই ভীষ্ম সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই অত্যন্ত ক্রূর, খল, হিংসুক ও লোভী ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ তেমনিই ধীর, নম্র, বিনয়ী, ধার্ম্মিক, ও শান্ত স্বভাব সম্পন্ন হইলেন। এই জন্য রাজ্যের সকল লোকেই কুরু-গণ অপেক্ষা পাণ্ডবগণকে অধিক ভালবাসিত।

শৈশবকাল হইতেই কুরু-পাণ্ডবগণ সকলে একত্রে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও উভয় পক্ষের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মিল না। ভবিষ্যতে পাণ্ডবেরা রাজ্য পাইবে জানিয়া, দুর্য্যোধন প্রভৃতি হিংসায় ফাটিয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি,—তাহাদের অপেক্ষা পাণ্ডবেরা অধিক বলবান, বিশেষতঃ ভীমের শক্তির ত কথাই নাই। ভীমসেন একাকী কুরুগণের শত ভ্রাতাকে সর্ব্বদা পরাজিত ও লাঞ্ছিত করিতেন। সুতরাং দুর্য্যোধনাদি, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া, ভীম-সেনকে গোপনে নষ্ট করিবার নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণকে, বিশেষতঃ ভীমসেনকে মারিয়া ফেলিবার নানা উপায় যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া এক ভয়ানক মতলব স্থির করিলেন। তাঁহারা শত ভ্রাতা মিলিয়া, বাহ্যিক সরল ভাবে পাণ্ডবগণকে কহিলেন যে একদিন সকলে মিলিয়া গঙ্গায় গিয়া জলকেলি করিবেন। সেইখানেই বনভোজন হইবে। সরল পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না, ভবিষ্যৎ খেলার জন্য উৎসাহিত হইয়া, আনন্দে স্বীকার করিলেন। তখন দিনস্থির এবং আয়োজন হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধনের আজ্ঞামত গঙ্গাতীরে তাঁবু পড়িল, এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য

লইয়া যাওয়া হইল। তখন কুরু-পাণ্ডবগণ সকলে আনন্দ করিতে করিতে জলকেলি করিবার জন্য গমন করিলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া, বালকের দল মহা আনন্দে খাওয়া দাওয়া ও বনভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ উহার মুখে খাদ্য তুলিয়া দিতে লাগিল। দুর্য্যোধন, ভীমের জন্য, গোপনে বিষ মিশ্রিত খাদ্য লইয়া গিয়াছিলেন। সেই অবসরে তিনি ভীমের মুখে স্বহস্তে হাসিতে হাসিতে সেই বিষাক্ত খাবার দিতে লাগিলেন। সরল ও উদার স্বভাব ভীমসেন কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া পেট ভরিয়া সেই খাবার খাইলেন।

ভ্রমণ ও আহারাদির পর, জলখেলার জন্য সকলে, গঙ্গায় নামিলেন। বহুক্ষণ জলখেলার পর সকলে উঠিয়া বাটীর দিকে ফিরিলেন, কিন্তু তখন আর ভীমসেনের সন্ধান মিলিল না। যুধিষ্ঠির ভাবিলেন,—ভীমসেন হয়ত অগ্রে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চারি ভ্রাতার মনে তখনও কোন সন্দেহ হইল না। সকলে আবার পূর্ব্বের মত আনন্দ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

ঘরে ফিরিয়াও ভীমসেনকে দেখিতে না পাইয়া, তখন সকলের মনে সন্দেহ জাগিল, বিশেষত তাঁহাদের মাতা কুন্তীদেবী মনে মনে নিশ্চিত বুঝিলেন, যে পাপমতি ক্রূর দুর্য্যোধন ভীমের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তখন পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পরম ধার্ম্মিক খুড়া বিদুরকে গোপনে সকল কথা জানাইলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিদুর কহিলেন "ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে পাণ্ডবদের অপমৃত্যু নাই, তাঁহারা রাজ্য পাইবেন। ব্যাস-বাক্য মিথ্যা নহে—ব্যাস 'নারায়ণ।' তবুও "তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না এবং এ কথা বাহিরে প্রকাশও করিও না, গোপনে তাহার অনুসন্ধান কর।" বিদুরের কথায় পাণ্ডবেরা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, গোপনে ভীমের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহা বলবান হইলেও, ভীমসেন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বন ভ্রমণে এবং বিষ ভক্ষণে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তাহার উপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে 'হুটোপাটি' করাতে, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য তীরে উঠিয়া এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তিনি ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

দুর্য্যোধন বরাবর ভীমের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। জলখেলার শেষে সকলে উঠিয়া গেলে, তিনি লাথি মারিয়া অজ্ঞান ভীমকে জলে ফেলিয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান রক্ষা করিলে কেহই মারিতে পারে না—ভীমসেনেরও শাপে বর হইল।

অজ্ঞান ভীম ডুবিতে ডুবিতে তলাইয়া গেলেন। নাগেরা তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া পাতালপুরে লইয়া গেল।

তাহাদের শুশ্রূষায় ভীমসেনের শরীরের বিষ নষ্ট হইল। এবং সেখান হইতে সুধাপান করিয়া মহাবলশালী ভীমসেন আরও সহস্র মত্তহস্তীর বলে বলবান হইয়া আটদিন পরে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

-:০:-

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। বালকগণ 'কৃপাচার্য্য' নামক এক ব্রাহ্মণের নিকটে শস্ত্র, শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

একদিন কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণ নগরের বাহিরে লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে সেই গোলা এক

জলশূন্য গভীর কূপে পতিত হইল, তাঁহারা কেহই শত চেষ্টাতেও আর তাহা তুলিতে পারিলেন না।

এক দীর্ঘ দেহ, বলশালী, বৃদ্ধব্রাহ্মণ নিকটে দাঁড়াইয়া বালকদের খেলা দেখিতেছিলেন। কূপ হইতে গোলা তুলিতে অক্ষম হইয়া, বালকগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া, গোলা তুলিয়া দিবার জন্য মিনতি করিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তোমরা অতবড় গোলাটাকে তুলিতে পারিতেছনা, আর দেখ, আমি এই আংটিও কূপে ফেলিয়া দিতেছি, ঐ দুই দ্রব্যই তুলিয়া দিব।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আপন অঙ্গুরীয় সেই কূপে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পরে কতকগুলি কুশের বাণ প্রস্তুত করিলেন, ও সেগুলি জুড়িয়া লম্বা করিয়া, সেই আংটি ও গোলা দুইই তুলিলেন। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া ভীষ্মের নিকটে গিয়া সকল কথা জানাইলেন।

ভীষ্মদেব বুঝিলেন যে মহা ধনুর্ব্বেদ 'দ্রোণাচার্য্য' আসিয়াছেন। তিনি যত্ন পূর্ব্বক মহা সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, তাঁহারই হস্তে বালকগণের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

বালকগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা যদি আমার একটি কঠিন বাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি সকলকে উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা দিব।" "কঠিন বাসনার" কথা শুনিয়া সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কেবল অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়া উৎসাহে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও পরম আনন্দিত মনে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের নিকটে বালকগণের শিক্ষা চলিতে লাগিল। তিনি বালকগণকে নানারূপ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই সময়ে

আচার্য্য দ্রোণের নাম এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কথা শুনিয়া দেশ বিদেশ হইতে অন্যান্য রাজপুত্রগণও আসিয়া জুটিলেন। 'অধিরথ' নামক সারথির পুত্র কর্ণও সেই সময়ে আসিয়া দ্রোণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও, যে যেমন, তাহাকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

গুরুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও শিক্ষার জন্য আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে, লোকে সহজেই সকল বিদ্যা শিখিতে পারে। দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে অর্জ্জুনেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুভক্তি এবং শিক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও একাগ্রতা ছিল। দ্রোণাচার্য্য আদেশ করিলে, তিনি হাসিমুখে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। এই গুণে অর্জ্জুনই দ্রোণের পুত্রাপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিলেন। দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অর্জ্জুনকেই তাঁহার সকল বিদ্যা দিয়া তাঁহার নিজের সমান করিয়া তুলিবেন এবং শিষ্যগণের মধ্যে অর্জ্জুনই তাঁহার প্রধান শিষ্য হইবে।

কার্য্যেও তাহাই হইল। আপনার চেষ্টা ও গুরুর প্রতি ভক্তির বলে অর্জ্জুন শীঘ্রই ধনুর্ব্বিদ্যায় দ্রোণাচার্য্যের সমান হইয়া উঠিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন গদাবিদ্যায়, নকুল সহদেব খড়্গে, এবং অপরাপর শিষ্যগণ অন্যান্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলেন। কিন্তু কেহই অর্জ্জুনের সমান হইতে পারিলেন না।

সূতপুত্র কর্ণও ধনুর্ব্বিদ্যায় উত্তমরূপ শিক্ষিত হইলেন, তথাপি অর্জ্জুনের সমান হইতে না পারিয়া তিনি হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া দুর্য্যোধনও কর্ণের সহিত বিশেষরূপ বন্ধুত্ব করিয়া লইলেন এবং দুইবন্ধু মিলিয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের অনিষ্ট করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

'একলব্য' নামে এক নিষাদ-পুত্রও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য

দ্রোণের নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু নীচজাতীয় বলিয়া, আচার্য্য তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। তখন নিরুপায় একলব্য দূরে দাঁড়াইয়া অস্ত্র শিক্ষার কয়েকটি সঙ্কেত দেখিয়া লইল, তাহার পরে দ্রোণের পদধূলি মস্তকে লইয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে, বনে চলিয়া গেল।

নিষাদপুত্র হইলেও, একলব্যের অন্তঃকরণ অত্যন্ত উদার, উচ্চ ও মহৎ ছিল। এমন কি গুরুভক্তিতে অর্জ্জুনও বুঝি বা তাহার সমান হইতে পারেন নাই।

বনে গিয়া একলব্য দ্রোণাচার্য্যের এক মৃত্তিকামূর্ত্তি গড়িল এবং তাহার সম্মুখে, অদ্ভুত গুরুভক্তির বলে—আপনিই ভাবিয়া ভাবিয়া—সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্যের আদেশে কৌরব ও পাণ্ডবগণ একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া, সেই বনে একলব্যের কাণ্ড কারখানা দেখিলেন। তাহার আশ্চর্য্য শর ক্ষেপ দেখিয়া সকলেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একলব্যও আপনাকে নিষাদরাজ 'হিরণ্যধনুর' পুত্র এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া জানাইল।

হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া সকলে দ্রোণকে এই সংবাদ জানাইলেন। অর্জ্জুন অভিমান করিয়া বলিলেন—"আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, আমাকেই আপনার প্রধান শিষ্য করিবেন, কিন্তু, একলব্যের শিক্ষা দেখিয়া আমিও মনে মনে তাহার নিকটে হারি মানিয়াছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া দ্রোণ সেই বনে গিয়া একলব্যকে দেখিলেন। একলব্য আপনার স্থানে গুরুকে আগত দেখিয়া, মহা আনন্দে গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিল। সুযোগ বুঝিয়া আচার্য্য তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চাহিলেন। গুরুভক্ত একলব্যও তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে, আপন হস্তে, আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের করে অর্পন করিল। তাহার আর

শরত্যাগের ক্ষমতা রহিল না—অর্জ্জুনই দ্রোণের প্রধান শিষ্য হইয়া রহিলেন।

শিষ্যগণের বিস্থার পরীক্ষা লইবার জন্য একদিন দ্রোণাচার্য্য কাহাকেও না জানাইয়া, একটি ক্ষুদ্র নীলবর্ণের পক্ষী প্রস্তত করিলেন, ও তাহাকে এক বৃক্ষের উপরে রাখিয়াদিলেন। তৎপরে শিষ্যগণকে সেইখানে লইয়া গিয়া, সেই পক্ষীর মস্তক কাটিতে আদেশ করিলেন।

অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য সকল বালকগণই চতুর্দ্দিকে চাহিতেছিলেন, কিন্ত কেবলমাত্র অর্জ্জুনই অন্য কোনদিকে না চাহিয়া একমনে সেই পক্ষীর মস্তক লক্ষ্য করিতেছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য, যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল বালককেই একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাঁহারা কি দেখিতেছেন? যিনি যাহা দেখিতে ছিলেন বলিলেন, কেবল অর্জ্জুন বলিলেন—"কৈ, পক্ষীর মাথা ছাড়া আমিত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" তখন অর্জ্জুনের একাগ্রতা ও মনোযোগ দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, দ্রোণ তাঁহাকে পাখীর মাথা কাটিতে কহিলেন। অর্জ্জুনও সেই মুহূর্ত্তে একবাণেই পাখীর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেইখানেই সকলের সম্মুখে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কোলে লইলেন। কর্ণ প্রভৃতি মনে মনে হিংসায় জ্বলিতে লাগিল।

অন্য একদিন শিষ্যগণকে লইয়া দ্রোণাচার্য্য গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। জলে নামিলে, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর আসিয়া দ্রোণের উরুদেশে ধরিল। তিনি পুনরায় শিষ্যগণের পরীক্ষা লইতে ইচ্ছুক হইয়া, নিজে কুম্ভীরকে কিছু বলিলেন না, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন।

হঠাৎ এই বিপদে কাহারই বুদ্ধি স্থির রহিল না, সকলেই ইতস্তত:

করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন চক্ষের নিমেষে জলমগ্ন কুম্ভীরকে পাঁচটি বাণে বধ করিয়া গুরুকে উদ্ধার করিলেন। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে "ব্রহ্মশির" অস্ত্র প্রদান করিলেন এবং সে অস্ত্র মনুষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ সে অস্ত্রে সৃষ্টি নাশ হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, রাজ্যের সর্ব্ব-লোকের সম্মুখে তাঁহাদিগের পরীক্ষা লইবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র দিন স্থির করিলেন এবং এক প্রকাণ্ড রঙ্গভূমি প্রস্তুত করাইবার জন্য, বিদুরকে আদেশ করিলেন।

নগরের বাহিরের মাঠে, দ্রোণাচার্য্যের ইচ্ছামত, বৃহৎ, গোলাকার রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইল। দর্শকগণের বসিবার জন্য সারিবদ্ধ আসন প্রস্তুত হইল, তাহা আবার উচ্চ, নীচ, ছোট, বড়, লোক হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সজ্জিত হইল।

রঙ্গভূমির চারিপার্শ্বে চারিটী বৃহৎ ফটক নির্ম্মিত ও পত্র পুষ্প পতাকায় শোভিত হইল। সেই সকল ফটকের উপরিভাগে বাদ্যকরগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

একভাগে অন্ধরাজ, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতির জন্য রাজাসন প্রস্তুত হইল, এবং পুরনারীগণের জন্য পৃথক আবৃত আসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজ্যের ব্রাহ্মণ, ভাট, বন্দী, গায়ক প্রভৃতির জন্যও উপযুক্ত বসিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইল। পত্র, পুষ্প, পতাকা, চিত্র ও রঙ্গিন বস্ত্রে শোভিত হইয়া রঙ্গালয় পরম সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

এই অস্ত্রক্রীড়া প্রদর্শনীর সংবাদ দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সেই অদ্ভুত খেলা দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে শত শত রাজা যোদ্ধা, বীর, দোকানী, পশারি প্রভৃতি আসিয়া হস্তিনা ছাইয়া ফেলিল। বৃহৎ মেলার স্থান যেমন লোকে লেকারণ্য হইয়া যায়, হস্তিনাও কিছুদিন ধরিয়া সেইরূপ হইয়া রহিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রভাত হইতেই, রঙ্গালয় দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। নূতন নূতন পোষাক পরিয়া সৈন্যগণ চারিদিকে সারিদিয়া দাঁড়াইল, বাদ্যকরগণ বাদ্য আরম্ভ করিল, বন্দীদের স্তুতিগানে এবং ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাচনে চতুর্দ্দিক কোলাহলে ভরিয়া গেল।

যথা সময়ে বিদুরের হস্ত ধরিয়া অন্ধরাজ আসিয়া সভায় বসিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণও সুন্দর সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া আপনাপন স্থানে বসিল। স্ত্রীলোকদিগের আসন পুরনারীগণে ভরিয়া গেল। দেশ বিদেশের যত রাজা, মহারাজা, লোক জন সকলেই সভাতল ছাইয়া ফেলিল। তখন বন্দীগণ অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ চন্দ্রবংশের গৌরব-গীত আরম্ভ করিল।

বন্দীদের গীত থামিলে চতুর্দ্দিক হইতে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি বাজিয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিল। সে সকল থামিলে, শিষ্যগণকে লইয়া দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য প্রবেশ

আজ তাঁহাদের বেশ ভূষা বড় চমৎকার। মস্তকের গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত চুলের উপরে শ্বেত বর্ণের পাগড়ী—তাহাতে পুষ্প মালা; বুকের উপর সাদা লম্বা দাড়ি লতাইয়া পড়িয়াছে—তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া শ্বেত পুষ্পের গড়ে মালা; ললাটে, বক্ষে, বাহুতে শ্বেত চন্দনের ছিটা—তাহার উপরে শ্বেত বর্ণের উত্তরীয় গলদেশ হইতে লম্বাভাবে নামিয়া বামদিকের উরুর উপরে গাঁইট বাঁধা। শ্বেতবর্ণের গুচ্ছ পৈতা সর্পের মত দুলিতেছে। তাঁহাদের মুখ, ললাট ও দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ বাহির হইতেছিল।

শিষ্যেরাও উত্তম উত্তম পোষাকে সজ্জিত। কবচ, কুণ্ডল, উষ্ণীষ, ও অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত হইয়া তাঁহারাও দেব-বালকের মত সভাস্থল আলোকিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল যে দুইজন দেবর্ষি বুঝি দেববালকদিগকে সঙ্গে লইয়া সভাতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের প্রবেশমাত্র চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি উঠিল, রমণীগণের হুলুধ্বনি সভাতল কাঁপাইতে লাগিল, বন্দীদের স্তুতিগান, ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাচন, এবং শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যধ্বনিতে কর্ণে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

সে সকল থামিলে, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতির আদেশে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণকে খেলা দেখাইতে অনুমতি করিলেন। শিষ্যগণও আচার্য্যগণের পদ পূজা করিয়া, ক্রমে ক্রমে, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, রঙ্গভূমিতে আপনাপন ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে নামিলেন।

এক এক জনের খেলা দেখান হইল, অমনি চারিদিক হইতে শত শত মুখে 'বাহবা' ধ্বনি উঠিল। তাঁহারাও তাহার উত্তরে চতুর্দ্দিকে ফিরিয়া, বিনয় জানাইলেন, আবার আচার্য্য দু-জনার পদ-বন্দনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন।

এইরূপে কয়েকজনের খেলা দেখান হইলে, দুই মত্ত হস্তীর মত, বিশালকায় ভীম ও দুর্য্যোধন গদা হস্তে আসরে নামিলেন। তাঁহাদের সাজ-সজ্জা ও পরাক্রম দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। যখন খেলা আরম্ভ হইল, সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া একদৃষ্টে তাঁহাদের অদ্ভুত শক্তি ও ক্রীড়া-কৌশল দেখিতে লাগিল।

সে ক্রীড়া অদ্ভুত। দুই জনেই পরাক্রমশালী বীর, দুই জনেই সুশিক্ষিত। কে কাহাকে পরাজিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। দুই জনেই সমান বলে, সমান উৎসাহে, পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের আস্ফালনে, চীৎকারে, গদাঘাতের শব্দে, যেন চারিদিকে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। এই দুর্য্যোধন হারেন, আবার পরক্ষণেই তিনি ভীমের আক্রমণ সামলাইয়া তাঁহার উপরে উঠিয়া দাঁড়ান। এইবার বুঝি ভীমসেন হারিলেন! বাহবা—বাহবা, পরমুহূর্ত্তেই আশ্চর্য্য শক্তি ও শিক্ষার বলে তিনি আবার বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। দর্শকগণ একবার ভীমের, আবার দুর্য্যোধনের জয়নাদ করিতে লাগিল, জয় পরাজয় স্থির হইল না।

মহাশক্তিশালী উদার স্বভাব ভীমসেন সরল ভাবেই আপন শক্তি ও ক্রীড়া কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন, তিনি দুর্য্যোধনকে জোরে আঘাত পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু ক্রূরমতি দুর্য্যোধন দারুণ হিংসায় ভীমকে সত্য সত্যই সবলে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আর ভীমের সহ্য হইল না, তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া, লম্ফদিয়া দুর্য্যোধনের উপরে পড়িলেন। যুদ্ধ পাকিয়া উঠিল, দর্শকগণ ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্রোণাচার্য্য প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে পাঠাইয়া দুই জনকে নিবৃত্ত করিলেন।

এইরূপে বহু শিষ্যের ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শনের পরে, অর্জ্জুনকে লইয়া

দ্রোণাচার্য্য আপনি রঙ্গস্থলে নামিলেন, এবং নিজ মুখে উচ্চৈঃস্বরে অর্জ্জুনের গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়া দেখাইতে অনুমতি করিলেন। অর্জ্জুনও পরমানন্দে মহা উৎসাহভরে, নানাপ্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। তখন সকলেই একবাক্যে অর্জ্জুনের জয়ঘোষণা করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মুখে একে একে সকল বিবরণ শুনিতেছিলেন। সকলের মুখে অর্জ্জুনের জয়নাদ ও প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি কৌরব-ভ্রাতাগণ হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল।

ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল, খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই পাণ্ডবগণের, বিশেষতঃ অর্জ্জুনের সুখ্যাতি করিতে করিতে উঠিবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে হঠাৎ কর্ণ আসিয়া বীরদম্ভে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, ও বীরদম্ভ দেখিয়া সকলেই চুপ করিল। তখন কর্ণ চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমি দুর্য্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্যার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তখনই দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া কৃপাচার্য্য কহিলেন—"রাজা ও রাজপুত্র ভিন্ন অর্জ্জুন কাহারও সহিত যুদ্ধ বিদ্যার পরীক্ষা দিতে পারেন না।" এই কথা শুনিয়া কর্ণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তখন অবস্থা বুঝিয়া দুর্য্যোধন সেইখানেই সর্ব্বসম্মুখে কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করিয়া রাজা করিলেন। তখন আর অর্জ্জুনের আপত্তি চলিতে পারে না।

কিন্তু দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের মনেরভাব বুঝিলেন। এই উপলক্ষে

পাণ্ডবগণের সঙ্গে বিবাদ করাই তাঁহার ইচ্ছা। ওদিকে কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনাদি সকলেই মহাদম্ভ প্রকাশ করিতেছেন এবং পাণ্ডবদিগকে বিশেষতঃ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও কটু কথা কহিতেছেন। কিন্তু ধীর, নম্র, বিনয়ী, মহৎহৃদয় অর্জ্জুন, সে সকলের কোন উত্তর না দিয়া, কেবল দ্রোণাচার্য্যের মুখের পানে ঘন ঘন চাহিতেছেন। শিষ্যের মনের কথা বুঝিতে আচার্য্যের বিলম্ব হইল না। অর্জ্জুন যে তৎক্ষণাৎ মহাযুদ্ধে ইহার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি তাহাও বুঝিলেন। কিন্তু তথাপি বিবাদ ঘটিতে দিলেন না। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। তিনি অন্য উপায়ে সেদিন ক্রীড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সকলেই আবার অর্জ্জুনের জয় গান করিতে করিতে উঠিয়া গেল। দুর্য্যোধনাদি হিংসার জ্বালায় আপনা আপনি গর্জ্জিতে লাগিলেন।

এই যে উভয়পক্ষে বিবাদের সূচনা হইল, এ বিবাদের ফল—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ।

-:০:-

চতুর্থ অধ্যায়।

বালকগণের শিক্ষা শেষ হইলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্য দান করিয়া রাজা করিলেন। যুধিষ্ঠির বয়সে সকলের বড়, বিশেষতঃ তিনি স্থিরবুদ্ধি, নম্র প্রকৃতি, উদার, বিনয়ী, যোদ্ধা এবং রাজনীতিতে পণ্ডিত,—সুতরাং তাঁহার অপেক্ষা রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে?

রাজ্যময় মহা আনন্দ ও উৎসব পড়িয়া গেল, তাঁহাদের অধীনস্থ রাজা প্রজা সকলেই সন্তুষ্ট হইল। কেবল কর্ণ ও দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ করিবার মতলব আঁটিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইলে পাণ্ডব-ভ্রাতাগণ দিবারাত্রি অকাতর পরিশ্রম এবং বীর্য্য ও বুদ্ধিবলে বাহিরের শত্রুগণকে জয় করিয়া বশীভূত করিলেন, চোর, দুষ্ট লম্পটগণকে শাসন করিলেন, চতুর্দ্দিকে শান্তিস্থাপন করিলেন। দেশ বিদেশে পাণ্ডবদিগের গুণগাথা ছড়াইয়া পড়িল; পাণ্ডবদের সুশাসনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদের মহিমা ও ক্ষমতা প্রচার ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এই সংবাদে কৌরবগণ মনে মনে অধিকতর জ্বলিতে লাগিল।

তখন দুর্য্যোধন নানা প্রকারে, পাণ্ডবগণের উপর হইতে অন্ধ পিতার মন চটাইতে আরম্ভ করিলেন। শেষে ক্রূরপুত্র, অন্ধরাজকে এমন হীনচিত্ত করিয়া তুলিলেন, যে ধৃতরাষ্ট্রও তখন পাণ্ডবদের বিনাশ ইচ্ছায় দুর্য্যোধন ও আপন মন্ত্রী কনিকের সহিত সর্ব্বদা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বিস্তর মন্ত্রণার পরে স্থির হইল যে পাণ্ডবেরা সন্দেহ না করে, এমন কোন কৌশলে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া নষ্ট করিতে হইবে। ধর্ম্মাত্মা বিদুর কৌরবদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পাণ্ডবগণকে সতর্ক করিয়া দিলেন, এবং ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের রক্ষার উপায় করিতে লাগিলেন।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে ডাকাইয়া কহিলেন—"তোমরা হস্তিনায় এবং আশে পাশে রাজ্য সুশাসিত করিয়াছ, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে কিছুদিনের জন্য বারাণাবত প্রদেশে গিয়া সে স্থানও সুশাসিত করিয়া এস।"

জ্যেঠা মহাশয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিলেও, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, গুরুভক্ত, ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্রগণ তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন

তাঁহারা মাতা কুন্তীদেবীকে সঙ্গে লইয়া বারাণাবতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে মারিয়া ফেলিবার মন্ত্রণা করিয়া, পুরোচন নামে এক একজন গ্রীস দেশীয় মন্ত্রীকে পূর্ব্বেই বারাণাবতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার প্রতি উপদেশ রহিল যে 'গালা, চর্ব্বি, বাঁশ প্রভৃতি দাহ্য বস্তুতে এক গৃহ প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে পাণ্ডবদের থাকিতে দিয়া পোড়াইয়া মারিবে,—পাণ্ডবেরা বা অন্য কেহ যেন সন্দেহ করিতে না পারে।' এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবার জন্য, বিদুর অতি গোপনে এক বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত করাইয়া বারাণাবতের দক্ষিণে গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন।

যাত্রার দিনে পাণ্ডবগণকে বিদায় দিতে দেশশুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেরই চক্ষে জল, 'মুখে হায় হায়' রব। পাণ্ডবেরা সকলকেই অতি বিনয়-নম্র বচনে শান্ত করিয়া বিদায় দিলেন, কেবল একাকী বিদুর বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। শেষে বিদায়ের সময়ে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—"তৃণের মধ্যেও, মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বাস করিলে, সে তৃণে আগুন লাগিলেও তাহাতে অনিষ্ট করেনা। ধাতু দ্বারা প্রস্তুত না হইলেও, অন্য অস্ত্রে যে মানুষ মরে, একথা জানিলে বিপদ ঘটেনা। অন্ধ পথ জানেনা, সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেই পথ জানা যায় এবং নক্ষত্র দেখিয়া দিক ঠিক করা চলে। জিতেন্দ্রিয় না হইলে সর্ব্বদাই বিপদে পড়িতে হয়।" এই চারিটি কথা বলিয়া বিদুর নীরব হইলে, যুধিষ্ঠিরও সেই ভাষায় কহিলেন—"বুঝিয়াছি।" তখন বিদুর হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং পাণ্ডবেরা গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পাণ্ডবেরা বারাণাবতে উপস্থিত হইলে, সেখানকার দেশশুদ্ধ

লোক আসিয়া বহু সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একাদশ দিন বাস করার পরে, পুরোচন আসিয়া বহুযত্নে তাঁহাদিগকে সেই জতুগৃহে লইয়া গেল।

গৃহে প্রবেশমাত্র যুধিষ্ঠির, গালা, চর্ব্বি প্রভৃতির গন্ধ পাইলেন এবং বিদুরের উপদেশ মনে করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। পুরোচন কিছুই বুঝিতে পারিলনা।

পাণ্ডবদিগের তথায় বাসকালে, বিদুর, গোপনে কয়েকজন খননকারীকে, যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডবেরাও তাহাদিগের দ্বারা, গোপনে সেই গৃহের মেঝে হইতে দূর বন পর্য্যন্ত, এক সুড়ঙ্গ খনন করাইয়া লইলেন এবং তাহার মধ্যে রাত্রি বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সদা সর্ব্বদা মৃগয়ার ছলে বন ভ্রমণ করিয়া পথ ঘাট সব জানিয়া লইলেন এবং রাত্রে নক্ষত্র দেখিয়া দেখিয়া দিক্ নিরূপণ করিতে শিখিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিল।

পুরোচন ভাবিল "বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পাণ্ডবদের মনে আর কোন সন্দেহ নাই, এইবারে তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে।" কিন্তু মুখ দেখিয়া পাণ্ডবেরা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির সেই বাটীতে এক মহা ভোজের আয়োজন করিলেন। দেশ শুদ্ধ লোক চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খাইয়া আনন্দিত হইল। পুরোচন এবং তাহার দলবলও আকণ্ঠ খাইয়া, ক্লান্ত হইয়া সে রাত্রি সেইখানেই শয়ন করিয়া রহিল।

সেইদিন এক দরিদ্র ব্যাধ-রমণী তাহার পাঁচটী পুত্র লইয়া খাইতে আসিয়াছিল। অতিরিক্ত আহার করিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া সে রাত্রি সেই খানেই শয়ন করিয়া রহিল।

অর্দ্ধরাত্রে ভীমসেন মাতা ও ভ্রাতাগণকে সুড়ঙ্গ পথে কিছুদূর রাখিয়া

আসিয়া, সেই গৃহে অগ্নি দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন পুরোচন এবং তাহার দলের লোকেরা নিশ্চিন্তে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। সেই অবস্থাতেই সকলে পুড়িয়া মরিল। জগদীশ্বর এই রূপেই অসৎ অভিপ্রায়ের ফল দান করেন।

প্রভাতে দেশ শুদ্ধ লোক হায় হায় করিতে লাগিল। নিষাদরমণী ও তাহার পঞ্চ পুত্রের শব দেখিয়া সকলেই ভাবিল যে মাতার সহিত পাণ্ডবগণ পুড়িয়া মরিয়াছেন। তাহারা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে সহস্র গালি দিতে দিতে চক্ষের জল মুছিল।

এদিকে হস্তিনায় এই সংবাদ পৌঁছিলে, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতি মনের আনন্দ মনে চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে কপট ক্রন্দনে চারিদিক মাতাইয়া তুলিলেন। কিন্তু প্রজাবর্গ তাহাতে বিশ্বাস করিল না, তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ এবং কৌরবগণের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের জন্য যথার্থই দুঃখিত হইয়া সকলেই চক্ষের জলে ভাসিল।

যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে মহাধূমধামে পাণ্ডবগণের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। সেই সময়ে প্রজাবর্গের সন্তোষ ও মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য দুর্য্যোধন অকাতরে ধন দান ও নানা প্রকার লোক হিতকর কার্য্য করিলেন।

বিদুর মনের হাসি মনে চাপিয়া কৌরবদের সকল কার্য্যেই যোগ দিলেন। নচেৎ আসল ঘটনার বিষয় বুঝিতে পারিলে, কৌরবগণের কূট মন্ত্রণায় পাণ্ডবগণ কখনই রক্ষা পাইতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

সুড়ঙ্গ পথ দিয়া বনে বাহির হইয়া ভীমসেন মাতাকে স্কন্ধে লইলেন, নকুল সহদেবকে দুই ক্রোড়ে লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের হস্ত ধরিয়া অত্যন্ত বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিস্তর পথ চলিয়া শেষে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে বিদুর প্রেরিত নৌকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, তাহাতে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা কৌরবদের ভয়ে ভীত হইয়া রাত্রে নক্ষত্র দেখিয়া দিক স্থির করিয়া পথ চলিতে এবং দিনেও অতি সাবধানে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বনের পর বন অতিক্রম করিলেন। এইরূপ বনের মধ্য দিয়া পলায়ন সময়ে ভীমসেন হিড়িম্ব রাক্ষস বধ করিয়া তাহার ভগ্নী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের ঘটোৎকচ নামক পুত্র জন্মে। 'স্মরণমাত্রেই পিতার সাহায্যে আসিবে' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘটোৎকচ মাতাকে লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমে পাণ্ডবেরা সন্ন্যাসীবেশে ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, মৎস্য, কীচক প্রভৃতি দেশের বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'একচক্রা' নামক নগরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন। তথায় তাঁহাদের সহিত হঠাৎ মহর্ষি বেদব্যাসের সাক্ষাৎ হইল। ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া সেই নগরেই বাস করিতে কহিলেন, এবং যতদিন তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন সেইখানেই থাকিতে বলিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন। পাণ্ডবেরা মাতার সহিত তথায় এক ব্রাহ্মণের বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইয়া, ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

দিবসে পাঁচটি ভ্রাতা চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া পথঘাট সব উত্তমরূপে

দেখিয়া লন এবং সারাদিন ভিক্ষায় যাহা পান, তাহাই লইয়া সন্ধ্যার সময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসেন। সেই সকল দ্রব্য সমানে দুইভাগ করা হয়,—একভাগ ভীমসেন একাকী ভক্ষণ করেন এবং অন্য ভাগ মাতা ও অপর চারিপুত্র খান। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন ভীমসেন গৃহে আছেন এবং অপর চারিভ্রাতা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন—সহসা ব্রাহ্মণের অন্দর হইতে করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল। পরদুঃখকাতরা কুন্তীদেবী আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি কারণ জানিবার জন্য শীঘ্র বাহ্মণের অন্দরে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণের পরিবার অল্প। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, একটী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ও একটী শিশু পুত্র। তাঁহারা সকলেই একত্রে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণী বলিতেছেন—"না না, তা হইতে পারেনা, তুমি গেলে এই কচি ছেলে মেয়েকে কে বাঁচাইবে? আমি যাই, আমি গেলে কিছু ক্ষতি হইবেনা—ছেলে মেয়েকে তুমি রক্ষা করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"না না তাও কি হয়? মা হারা হইলে উহারা কয়দিন বাঁচিবে? আমিও বা কেমন করিয়া প্রাণ ধরিব। আমি যাই—তাহা হইলে অনাথা দেখিয়া লোকে দয়া করিয়া তোমাদিগকে আশ্রয় দিবে, তুমি ছেলে মেয়েকে বাঁচাইতে পারিবে।"

পিতার কথায় বাধা দিয়া কন্যা বলিল "না বাবা, না মা, তোমরা কেউ গেলে আমরা কিছুতেই বাঁচিবনা। বরং আমি যাই—কারও কোন ক্ষতি হইবেনা। শীঘ্রই তো আমার বিবাহ হইবে—আমি পরের ঘরে যাইব, তখন আর আমাকে দেখিবে কেমন করিয়া? তবে এখনি গিয়া তোমাদের রক্ষা করিনা কেন?"

কন্যার কথায় পিতামাতার বুকে যেন শেল বিঁধিল, তাঁহারা তাহার

মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"ষাট্,ষাট্ ওকথা বলিওনা—দুধের বাছা তুমি।" তাঁহাদের চক্ষুদিয়া আরও প্রবল বেগে জল বহিল।

পুত্রটি এতক্ষণ অবাক্ হইয়া সকলের মুখপানে চাহিতেছিল, সে কিছু না বুঝিয়াই আধ-আধ কথায় বলিয়া উঠিল—'আমি দাব, আমি দাব তোম্‌লা থাক। এই নাতি দিয়ে নাক্কোচ মালবো।' এই বলিয়া সে একগাছি খড় কুড়াইয়া লইয়া দেখাইল।

শিশুর মুখের আধ-কথা শুনিয়া মাতা আবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে বুকে ধরিয়া ঘনঘন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ নীরবে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতে ছিলেন, তিনি সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"না না তা হইবেনা, চল সকলে একসঙ্গে যাই—সব জ্বালা জুড়াইবে।"

দেখিয়া শুনিয়া কুন্তী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি অতি বিনয়ের সহিত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"মা আমাদের দুঃখের কথা বলিবার নহে। আজ কাল বক নামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আমাদের এই নগরের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে, সে নগরবাসীদিগকে হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। তাহার বদলে এই নগরের প্রত্যেক ঘর হইতে প্রতিদিন পালা করিয়া তাহার খাবার যোগাইতে হয়। রোজ কুড়ি খাড়ি (২৫৬ মণ) চাউলের ভাত, দুইটা মহিষ ও একজন করিয়া মনুষ্যকে তাহার আহারের জন্য পাঠাইতে হয়। ইহা না করিলে সে, সে ঘরের সকলকেই খাইয়া ফেলিবে। আজ আমাদের পালা—আমরা যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দিব, ভাবিয়া পাইতেছিনা। তাই মনে করিতেছি যে সকলে মিলিয়া একসঙ্গে রাক্ষসের পেটে যাই, সকল জ্বালা জুড়াইবে।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কুন্তীদেবীর বুক ফাটিয়া গেল, তিনিও চক্ষের

জল ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"না আমরা থাকিতে তাহা হইতে পারেনা, আপনি আমাদিগকে অসময়ে আশ্রয় দিয়াছেন। আমার পাঁচটি ছেলে আছে—তাহার একজন যাইবে।"

কুন্তীদেবীর মহৎ প্রাণের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ঈষৎ হাসিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন—"তাও কি হয় মা? তোমরা আমার আশ্রিত, অতিথি, তাহাতে ব্রাহ্মণ। নিজের প্রাণ দিয়াও আশ্রিত ও অতিথিকে রক্ষা ও পালন করিতে হয়। কেন মা আমাকে মহাপাতকের ভাগী করিবে? আমি তাহা পারিব না, তাহার অপেক্ষা আমরা সকলেই একসঙ্গে রাক্ষসের পেটে যাই।"

কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া কহিলেন,—"সে কি যাহারা আশ্রয়-দাতার সর্ব্বনাশ ক'রে বা চক্ষে দেখিয়া এবং কর্ণে শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকে—তাহারাই জগতে মহাপাতকের ভাগী হয়, চিরকাল নরকে বাস করে। পরের, বিশেষতঃ আশ্রয়দাতার উপকারের জন্য যাহারা জীবন দিতে না পারে—তাহারা কি মানুষ? তাহাদের বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল, —অতএব আমার এক পুত্র যাইবে।"

কুন্তীর উদারতায়, মহত্ত্বে, ও ধর্ম্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অবাক্ হইয়া ভাবিলেন ইনি মানবী নহেন—দেবী। কিন্তু তথাপি কুন্তীর বাক্যে সম্মত হইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন বাধ্য হইয়া কুন্তীদেবী বলিলেন—"আপনারা চিন্তা করিবেন না, আপনাদের আশী-র্ব্বাদে আমার পুত্রগণ মহা বলশালী যোদ্ধা, তাহারা ইহার পূর্ব্বেও অনেক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বধ করিয়াছে; এ রাক্ষসকেও অনায়াসে বধ করিবে।

আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার পুত্রের অনিষ্ট হইবে না। "কিন্তু এ কথা গোপন রাখিবেন এই আমার ভিক্ষা।"

কুন্তী যখন কিছুতেই মানিলেন না, বরং অশেষপ্রকারে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বুঝাইয়া সাহস দিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহারা অকূলে কূল পাইলেন ; সকলে প্রাণ ভরিয়া দেবতার নিকটে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, কুন্তীর কথায় সম্মত হইলেন। তাঁহারা তপস্বীর বেশ দেখিয়া পাণ্ডবগণকে ব্রাহ্মণ ভাবিয়াছিলেন।

আনন্দিত হইয়া কুন্তী ফিরিয়া আসিয়া ভীমসেনকে সকল কথা কহিলেন। ভীমসেনও আনন্দে মাতার পদধূলি মস্তকে লইয়া বাহু চাপড়াইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা দ্রব্য লইয়া চারি ভ্রাতা ফিরিয়া আসিলে, কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা জানাইলেন। শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে ভয় হইল তিনি বলিলেন—"মা, এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে ভীমকে পাঠাইতে চাহিতেছ ?"

কুন্তী বলিলেন—"তুমি ভীমের বল বিক্রমের কার্য্য দেখ নাই—তাহার দেহে যে দশ হাজার মত্ত হস্তীর বল ? তুমি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ, আশ্রয় দাতার এমন সর্ব্বনাশ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিলে ধর্ম্মে সহিবে কি ? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিব।"

ভয়ার্ত্তকে ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তার সম পুণ্য ধর্ম্ম না করি গণন।
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥

যুধিষ্ঠির বুঝিলেন এবং বলিলেন—"মা তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। তোমার পুত্রেরা এ কার্য্য না করিলে জগতে আর কে

করিবে? তুমি ধন্য মা—আমাদের সাক্ষাৎ দেবী। ভীমই বক রাক্ষসকে বধ করিতে যাউক।" যুধিষ্ঠির মাতার পদধূলা লইয়া বলিলেন,—

পর দুঃখে দুঃখী মাতা দয়ার হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়?
পর-পুত্র-ত্রাণ-হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে পরম সঙ্কটে ত্রাণ কৈলা॥
তোমার পুণ্যেতে দ্বিজ তরিবে আপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তব আশীর্ব্বাদে॥

আনন্দে সে রাত্রে ভীমের ভালরূপ নিদ্রা হইল না। অতি ভোরে উঠিয়া রাক্ষসের সমুদয় খাদ্য সামগ্রী লইয়া ভীমসেন তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহা দম্ভভরে রাক্ষসকে ডাকিয়া উপহাস করিতে করিতে আপনিই সেই সমুদায় খাইতে বসিয়া গেলেন।

দেখিয়া শুনিয়া রাক্ষসের আর সহ্য হইল না। সে মহাক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ভীমের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাঁহার পৃষ্ঠে চড়, ঘুষা প্রভৃতি মারিতে লাগিল। ভীমসেন সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া আপন মনেই খাইতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস আরও রাগিয়া গেল এবং ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উপাড়িয়া আনিল।

ততক্ষণে ভীমের আহার শেষ হইয়াছিল, তিনি হাত মুখ ধুইয়া উঠিয়া রাক্ষসের হস্ত হইতে মহাবিক্রমের সেই গাছ কাড়িয়া লইলেন। তখন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পরে রাত্রে ভীমসেন রাক্ষসকে বধ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার পর্ব্বতের মত প্রকাণ্ড মৃতদেহ সেইখানে পড়িয়া রহিল।

প্রভাতে নগরবাসীগণ এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ব্রাহ্মণকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। কুন্তীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন—

"ভগবান দয়া করিয়া এক মহাপুরুষকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই রাক্ষস বধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পাণ্ডবদিগের গৃহে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন,—তিনি নানাদেশের নানা গল্পের মধ্যে—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা কহিলেন। ইহা শুনিয়া, পাণ্ডবেরা, সকল কথা বিশেষরূপে আগাগোড়া শুনিতে চাহিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সঙ্গে বাল্যকালে দ্রোণাচার্য্যের বড় বন্ধুত্ব ছিল। দ্রুপদ যখন রাজত্ব পাইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পরশুরামের নিকটে অস্ত্র শিখিবার জন্য গিয়াছিলেন। শিক্ষা শেষ হইলে দ্রোণ শুনিলেন যে তাঁহার বাল্য-সখা দ্রুপদ, রাজা হইয়াছেন। দরিদ্র দ্রোণ তখন ভাবিলেন যে দ্রুপদের নিকট গমন করিলে তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ দূর হইবে। এই ভাবিয়া, মনে মনে বড় আশা করিয়া তিনি বন্ধুর নিকটে গেলেন।

কিন্তু দ্রুপদ রাজা হইয়া, বাল্যকালের অত বন্ধুত্ব সকল ভুলিয়াছিলেন। দরিদ্র দ্রোণকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না। অপমানিত হইয়া দ্রোণ দ্রুপদকে ইহার প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তৎপরে দ্রোণ কুরুবালকগণের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গুরুভক্ত অর্জ্জুনকে আপনার সকল বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে আপনার মত অদ্বিতীয় বীর করিয়া তুলিলেন।

শিক্ষা শেষ হইলে, কুরু-পাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা দিবার কালে দ্রোণাচার্য্য দক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদকে বাঁধিয়া আনিয়া দিতে কহিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। পাঞ্চাল রাজ্যের উত্তরার্দ্ধ আপনার জন্য রাখিয়া দ্রোণ দ্রুপদকে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণার্দ্ধ ফিরাইয়া দিয়া বিদায় দিলেন।

অপমানিত দ্রুপদরাজা বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে দ্রোণের উপর অত্যন্ত রাগিয়া তাঁহার মৃত্যুর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্রোণের মত মহাবীরকে যুদ্ধে মারিতে পারে, জগতে এমন লোক কে আছে? তখন দ্রুপদরাজা—দ্রোণকে মারিতে পারে, এরূপ পুত্র লাভ করিবার জন্য—যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

তিনি গঙ্গাতীরে বহু মুনির আশ্রমে আশ্রমে ফিরিয়া তাঁহার ইচ্ছা জানাইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার জন্য এরূপ অন্যায় যজ্ঞ করিতে রাজী হইলেন না। শেষে যাজ ও উপযাজ নামক দুই মুনি দ্রুপদের বহু মিনতিতে যজ্ঞ করিতে সম্মত হইলেন।

মহানন্দে পাঞ্চালরাজ সেই মুনিদের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলেন। সেই যজ্ঞ হইতে বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, উজ্জ্বল বর্ণ এক দিব্য কুমার উঠিল এবং কৃষ্ণবর্ণা ও পরমা সুন্দরী এক অনুপমা কন্যা উঠিল। সেই কন্যার গায়ের পদ্মগন্ধ শত ক্রোশ পর্য্যন্ত ছুটিল। তৎক্ষণাৎ আকাশবানী হইল 'এই পুত্র' দ্রোণ বধ করিবে, এবং 'এই কন্যা' কুরুবংশের বিনাশকারিনী হইবে।

পুত্রের নাম হইল ধৃষ্টদ্যুম্ন; কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সেই কন্যার—'কৃষ্ণা'

এবং যজ্ঞ হইতে উঠিয়াছে বলিয়া 'যাজ্ঞসেনী' নাম হইল। দ্রুপদ রাজার কন্যা বলিয়া তিনি দ্রৌপদী নামেই পরিচিত।

ব্রাহ্মণের মুখে এরূপ যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া, পাণ্ডব-ভ্রাতাগণের দেখিতে যাইবার সাধ হইল। পুত্রগণের মনোভাব বুঝিয়া কুন্তীদেবীও সম্মত হইলেন। পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মত সেই সময়ে মহর্ষি ব্যাসদেবও আবার আসিয়া একচক্রা নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

ব্যাসের মুখে সকলে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ ও পঞ্চস্বামী লাভের কথা শুনিলেন।

দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে এক মুনিকন্যা ছিলেন, তিনি মনোমত স্বামী লাভের জন্য মহাদেবের সাধনা করিতেন। তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব বর দিতে আসিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া পাঁচবার বলিয়াছিলেন—"আমার এমন পতি হউক, যাঁহার সকল গুণ আছে" পাঁচবার এই বর চাহিয়াছিলেন বলিয়া, শিব আদেশ করিয়াছেন 'তোমার মনোমত পঞ্চস্বামী হইবে।' সেই কন্যাই এজন্মে দ্রৌপদী হইয়া জন্মিয়াছেন।

ব্যাসের কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন, এবং সে নগর ছাড়িয়া পাঞ্চালের দিকে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকদিন গমনের পর একদিন পথিমধ্যে রাত্রি হইল, তাঁহারা তখন গঙ্গাতীরে সোমাশ্রায়ন নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন একটী মশাল জ্বালাইয়া লইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ

তাঁহারা দেখিলেন 'অঙ্গারপর্ণ' বা চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব সপরিবারে তথায় স্নান করিতেছেন।

স্নানের সময়ে মনুষ্য আসিতে দেখিয়া গন্ধর্ব্ব রাগিয়া গেল, এবং পাণ্ডবদের প্রতি বাণ মারিল। অর্জ্জুন হাতের মশাল দ্বারা সেইবাণ নষ্ট করিয়া গন্ধর্ব্বের প্রতি অগ্নিবাণ ছাড়িলেন। তখন গন্ধর্ব্ব ভয়ে পলাইতে লাগিল। কিন্তু অর্জ্জুনের নিকট হইতে পলায়ন সহজ নহে। তিনি শীঘ্র গিয়া চিত্ররথের চুল ধরিয়া আনিয়া যুধিষ্টিরের নিকটে উপস্থিত করিলেন।

স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া গন্ধর্ব্বের স্ত্রীগণ আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তখন যুধিষ্ঠির দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। গন্ধর্ব্ব আহ্লাদিত হইয়া অর্জ্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিল এবং তাঁহাদিগকে পাঁচশত ঘোড়া ও অর্জ্জুনকে 'চাক্ষুসী' বিদ্যা দিলেন অর্জ্জুনও তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন।

সেই 'চাক্ষুসী' বিদ্যারবলে ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীর সকল বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইত।

চিত্ররথ পণ্ডিত। তাহার নিকট হইতে পাণ্ডবেরা অনেক বিষয় শিখিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাকে কহিলেন, উপযুক্ত পুরোহিত ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না, আমাদের পুরোহিত নাই, কাহাকে পুরোহিত করা যায় বলিয়া দাও। চিত্ররথ বলিল—"ধৌম্য ঋষিই আপনাদের উপযুক্ত পুরোহিত হইতে পারেন, উৎকোচক তীর্থে তাঁহার দেখা পাইবেন।" এই বলিয়া কোলাকুলি করিয়া সপরিবারে গন্ধর্ব্ব বিদায় লইল। ঘোড়াগুলি তখন তাহারই নিকট রহিল, আবশ্যক সময়ে পাণ্ডবেরা আনাইয়া লইবেন।

চিত্ররথ চলিয়া গেলে, তাহার পরামর্শে পাণ্ডবেরা সেখান হইতে 'উৎকোচক' তীর্থে গিয়া 'ধৌম্য'ঋষিকে তাঁহাদের পুরোহিত করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। এই 'ধৌম্য'ঋষি দ্বারা তাঁহাদিগের বিস্তর উপকার হইয়াছিল।

পাঞ্চালদেশে পৌছিয়া পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের বেশে এক কুম্ভকারের বাটীতে বাসা লইলেন।

পূর্ব্বের মত, এখানেও পাণ্ডব-ভ্রাতাগণ প্রভাতে ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাইতেন, কুন্তীদেবী গৃহে থাকিতেন। সন্ধ্যার সময় সকলে গৃহে ফিরিয়া ভিক্ষায় প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী সমান দুইভাগ করিয়া একভাগ ভীমসেনকে দিতেন এবং অন্যভাগ সকলে মিলিয়া খাইতেন। সেই সময়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের উপলক্ষে পাঞ্চাল-রাজধানী যেন জীয়ন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পাণ্ডবগণ সেখানে পনের দিন আমোদ আহ্লাদ ও কোলাহলের মধ্যে বাস করার পর ষোড়শ দিনে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইল।

সেইদিন সকাল হইতেই রাজ্যময় আরও ধুম, আরও কোলাহল, আরও হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক সভা জুড়িয়া আপন আপন স্থানে বসিয়াছে দুর্য্যোধনাদি কুরুগণ এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিও আসিয়া বসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরামও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কোন দেশের কোন রাজা মহারাজা বীর ও যোদ্ধা বাকী নাই। একদিকে ব্রাহ্মণগণের পৃথক স্থানে দেশ দেশান্তরের ব্রাহ্মণ আসিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে, অসংখ্য অসংখ্য মুনি ঋষিগণে অন্যস্থান ভরিয়া গিয়াছে। সভার বাহিরে পর্য্যন্ত চারিদিকে দোকানী পশারি, সৈন্যসামন্ত ও সাধারণ লোকে ভরিয়া গিয়াছে,—কোথাও আর তিল ধরিবার স্থান নাই। পাণ্ডব ভ্রাতাগণও ব্রাহ্মণ বেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন।

পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসিয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে চিনিলেন এবং বলরামকে সেই কথা জানাইলেন। ইহাতে দুই ভাই বড়ই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সভার অন্য কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না।

যথা সময়ে সুন্দর পোষাকে সাজিয়া এবং হস্তে স্বর্ণের মালা লইয়া দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত স্বয়ম্বর সভায় আসিলেন। অত গোলমাল যেন মন্ত্রবলে এক মুহূর্ত্তে নীরব হইয়া গেল। সকলেই অবাক্ হইয়া দ্রৌপদীর রূপ দেখিতে লাগিলেন।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এই আমার লক্ষ্মীরূপিণী ভগ্নী কৃষ্ণা। যে বীর ঐ ধনুকে গুণ দিয়া, ঐ পাঁচটি শরে, উপরের ঐ ঘুর্ণিত চক্রের ছিদ্র মধ্য দিয়া তাহার উপরের মৎস্য-চক্ষু বিঁধিতে পারিবেন, তাঁহাকেই ভগ্নী দান করিব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন নীরব হইলে সভামধ্যে মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, সকলেই ঠেলাঠেলি ও গণ্ডগোল করিয়া ধনুকের নিকট যাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! সে ধনুকে গুণ দেওয়া দূরে থাকুক, কেহই তাহা নোয়াইতে পারিলেন না।

ক্রমে দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, অশ্বত্থামা, কলিঙ্গরাজ, বিদেহরাজ, যবনরাজ প্রভৃতি সকলেই বীর অহঙ্কারে গিয়া ধনুক ধরিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে গুণ দিতে পারিলেন না। বরং গুণ দিতে গিয়া কাহারও কাপড় ছিঁড়িল, কাহারও পাগড়ি উড়িয়া গেল, কাহারও বুকে লাগিল, কাহারও দাড়িতে লাগিল, কেহ চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন, কেহ ঠিকরাইয়া ডিগ্‌বাজী খাইলেন। এইরূপে রাজা মহারাজারা নাকালের একশেষ হইয়া, লজ্জায় ম্লানমুখে গিয়া আপনাপন স্থানে বসিলেন।

তখন কর্ণ আসিয়া ধনু ধরিলেন। কর্ণ ধনু টানিয়া তাহাতে গুণ দিলেন। সভার সকলেই ভাবিল এই বীরই লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন। কিন্তু দ্রৌপদী তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আমি সারথির পুত্রের গলায় মালা দিতে পারিব না।" অপমানিত হইয়া, কর্ণ ধনুক রাখিয়া, হেঁটমুখে আপনার স্থানে গিয়া বসিলেন।

তাহার পরে শিশুপাল আসিয়া ধনুক ধরিলেন, কিন্তু গুণ দিতে গিয়া তাঁহার পা খোঁড়া হইয়া গেল—হাঁটুতে ভয়ানক লাগিল, তিনি ধনুক ফেলিয়া লজ্জায় চলিয়া গেলেন। জরাসন্ধ আসিলেন, তিনি ধনুকের আঘাতে উলটাইয়া চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার পর উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে একেবারে দেশের দিকে পলাইলেন। লজ্জায় আর সেখানে মুখ দেখাইলেন না।

এই ঘটনার পরে বড় বড় রাজা মহারাজা ও বীরদিগের দুর্দ্দশা, অপমান দেখিয়া—ভয়ে আর কেহই উঠিলেন না। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বারম্বার লক্ষ্যভেদ করিতে ডাকিতে লাগিলেন।

এবার আর অর্জ্জুন স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনঃপুনঃ যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিতে লাগিলেন, তিনি অর্জ্জুনের মনোভাব বুঝিয়া ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে অর্জ্জুন উঠিয়া ধনুক লইতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া ইসারা করিলেন।

যে কার্য্যে বড় বড় রাজা মহারাজা ও বীরগণ হারিয়া গেলেন, তাহাতে একজন সামান্য ব্রাহ্মণকে উঠিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতকগুলি আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, কতকজন মহা রাগিয়া অর্জ্জুনের মূর্খতা ও স্পর্দ্ধার জন্য নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন যে ঐ মূর্খের জন্যই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে অপমানিত হইয়া শূন্য হস্তে ফিরিতে হইবে এবং লোক হাসিবে। তখন ব্রাহ্মণ বেশী যুধিষ্ঠির বলিলেন—

কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥

অন্য একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, উনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিবেন, উঁহাকে বাধা দিওনা।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম-তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহ গ্রীব বন্ধু জীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজ যুগে নিন্দি নাগে আজানু লম্বিত।
করিকর যুগ্মবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত॥

অর্জ্জুন কিন্তু কাহারও কথায় কাণ দিলেন না। তিনি আপন মনে বরাবর গিয়া গুরু ও দেবতা প্রণাম করিয়া ধনুক তুলিয়া লইলেন, এবং সকলের সাক্ষাতে অনায়াসে তাহাতে গুণ দিয়া সেই আশ্চর্য্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন।

অমনি চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি উঠিল, বাদ্য বাজিল, ব্রাহ্মণ মহলে আনন্দের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি কয়েকজন দুষ্টমতি রাজা কহিলেন—"সামান্য ব্রাহ্মণে যে এত বড় বড় বীরের অসাধ্য কার্য্য করিল, ইহা আমরা বিশ্বাস করিনা।" তাহা শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ব্রাহ্মণগণ ব্যস্ত হইয়া জলে মৎস্যের ছায়া দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ দেখুন লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

দুর্য্যোধন বলিলেন—"জলে ছায়া দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা, ও ব্রাহ্মণ যদি এত বড় বীর, তবে ঐ ছিদ্রপথ দিয়া বাণ ছুড়িয়া অই লক্ষ্যের মৎস্য কাটিয়া নীচে ফেলুক।"

দুর্য্যোধনাদি রাজা এবং বীর হইয়াও, দেখিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলিতেছেন জানিয়া, ব্রাহ্মণেরা গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনাদির ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য। মিথ্যা কতক্ষণ স্থায়ী হয়?"

"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল অন্ধকার সমান না রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥"

একবার কেন, উঁহারা যতবার বলিবেন, আমি ততবার লক্ষ্য কাটিয়া পাড়িব, আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, বসিয়া দেখুন। এই বলিয়া অর্জ্জুন তখনই ধনুকে বাণ জুড়িয়া, সেই লক্ষ্যের মৎস্য কাটিয়া নীচে ফেলিলেন। তখন ব্রাহ্মণদের জয়নাদ ও আনন্দ কোলাহলে সভাস্থল ভরিয়া গেল।

হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণা, অর্জ্জুনের গলে মালা দিতে আসিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে মানা করিয়া, অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইহা দেখিয়া রাজাগণ মনে করিলেন যে—'ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধন রত্ন পাইবার আশায় আসিয়াছে, ও রাজকন্যা লইয়া গিয়া খাওয়াইবে কি? তাই মালা দিতে মানা করিল।

এই ভাবিয়া দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের নিকটে এক ব্রাহ্মণকে দূত পাঠাইয়া বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ অই কন্যা আমাকে দিক, ও যত ধন রত্ন চাহে আমি দিব, এবং উহাকে কুরু-সভার প্রধান অমাত্য করিয়া রাখিব এবং ও যদি ইচ্ছা করে, তবে একশত ব্রাহ্মণকন্যা আনাইয়া উহার সহিত বিবাহ দেওয়াইব।

দুর্য্যোধনের দূতের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দূতকে বলিলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ এবং দূত বলিয়া আমার হস্তে রক্ষা পাইলে, নহিলে অন্য কেহ আমাকে এমন কথা বলিয়া বাঁচিতনা। তোমার খল প্রভুকে গিয়া বল যে, আমি তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া দিব, এমন কি কুবেরের ভাণ্ডার আনিয়া দিব, তিনি তাঁহার পত্নীকে ত্যাগ করুন।"

অর্জ্জুনের উত্তর শুনিয়া দুর্য্যোধনাদি রাজাগণ সকলে মহা রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা অত বড় বড় রাজা, মহারাজা ও বীর থাকিতে, একজন ব্রাহ্মণ যে অমন রাজকন্যা লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদের সহ্য হইলনা। ব্রাহ্মণকে মারিয়া দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবার জন্য হৈ—হৈ করিয়া উঠিলেন। তখন সেই লক্ষ লক্ষ রাজা ও সৈন্যগণ, অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীকে বেড়িয়া দাঁড়াইল। সৈন্য সমুদ্রের মধ্যে অর্জ্জুনকে একা দেখিয়া দ্রৌপদীর ভয় হইল তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন,—

"একার প্রতাপ তুমি নাহি জান সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল অহী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
একা হনুমান যথা দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে বধিব কি শঙ্কা॥

ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। একদিকে লক্ষ লক্ষ রাজা, মহারাজা ও তাঁহাদের সৈন্যগণ এবং অন্যদিকে, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদের অন্য পুত্র শিখণ্ডি ও অর্জ্জুন।

কিন্তু তাহাতেও অর্জ্জুন ভয় পাইলেন না। দ্রুপদরাজও পুত্রগণ সহ যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন। যুধিষ্ঠির মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। ভীম, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি

লইয়া মহাবিক্রমে এক পুরাতন, প্রকাণ্ড, বৃক্ষ উপাড়িয়া আনিয়া, অর্জ্জুনের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে কহিলেন—'ওই দেখ দাদা, ভীম ভিন্ন এ কার্য্য অন্য কেহ পারেনা, ইঁহারা নিশ্চয়ই ভীমার্জ্জুন।"

ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে ও ভীমের বৃক্ষের আঘাতে কেহই দাঁড়াইতে পারিলনা। ক্রমে ক্রমে বড় বড় বীর সকলেই হারিয়া হটিয়া গেলেন। সকলেই ভাবিলেন, যে ইঁহারা মনুষ্য নহেন, ছদ্মবেশী দেবতা, ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ বৃথা। তখন সকলেই যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আপন আপন রাজ্যের দিকে ফিরিলেন।

এই সকল ব্যাপারে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন দ্রৌপদীকে লইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ গৃহের দিকে চলিলেন। সভার সমস্ত ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদিগকে বেড়িয়া চলিল। অর্জ্জুন ও ধৌম্য তাঁহাদিগকে বিস্তর বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু ভগ্নী কাহার হস্তে পড়িল, তাহা দেখিবার জন্য, কেবল ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

এদিকে সমস্ত দিন গেল—সন্ধ্যা হইল, তবুও পুত্রেরা ফিরিল না। ভাবনায় কুন্তী ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ভীম আসিয়া আহ্লাদের সহিত বলিলেন—'মা আজি বড় সুন্দর ভিক্ষা পাইয়াছি।" কুন্তী ঘরের ভিতরে ছিলেন, দ্রৌপদীকে দেখেন নাই। তিনি ভীমের কথা শুনিয়াই আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"বাঁচিলাম বাবা, তোমরা এতক্ষণে ফিরিলে। যাহা পাইয়াছ পাঁচজনে লও।"

তৎপরে বাহিরে আসিয়া কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও লক্ষ্মীর মত মেয়েটি কে বাবা?" ভীম বলিলেন—"ও ই আজিকার ভিক্ষা।"

তখন ভীম আগাগোড়া সকল কথা মতাকে জানাইলেন। কুন্তী

শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"ছি—ছি, আমি না জানিয়া কি কথা বলিলাম, এখন উপায় কি ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"কেন মা ভাবিতেছ ? মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন যে, শিববাক্যে ঐ কন্যার পঞ্চস্বামী হইবে। তোমার কথা মিথ্যা হইবে না, উনি আমাদের পাঁচভ্রাতার স্ত্রী হইবেন।"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

বহুকালের পরে ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেখিয়া, কুন্তী, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কৃষ্ণ বলরামও পিসীমার পদে এবং যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের পদে নমস্কার করিয়া অর্জ্জুন নকুল ও সহদেবের সহিত কোলাকুলি করিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম চলিয়া গেলে, পাণ্ডবেরা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। দ্রোপদী তাহা রন্ধন করিয়া কুন্তীর উপদেশ মত দুই ভাগ করিলেন। এক ভাগ ভীমকে দিয়া, অন্য ভাগকে আবার পাঁচ ভাগ করিলেন। তাহার চারি ভাগ অন্য চারিজনকে দিয়া যে ভাগটি অবশিষ্ট রহিল, তাহা আবার দুই ভাগ করিয়া, কুন্তী ও সর্ব্বশেষে দ্রোপদী আহার করিলেন।

তৎপরে নকুল সহদেব কুশ বিছাইয়া বিছানা করিলেন। পাঁচ ভাই পাশাপাশি শুইলেন, কুন্তী তাঁহাদের মাথার উপরে, এবং দ্রোপদী তাঁহাদের পদের নীচে শয়ন করিলেন। তাহাতেই দ্রোপদীর যেন কত আনন্দ।

গোপনে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ফিরিয়া গেলেন।

অষ্টম অধ্যায়

এদিকে কন্যা কাহার হস্তে পড়িল, সেই ভাবনায় পাঞ্চালরাজ অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের আজ্ঞাতেই 'লক্ষ্যভেদ' পণ করিয়াছিলেন। বেদব্যাস বলিয়াছিলেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন সে লক্ষ্য অন্য কেহ বিঁধিতে পারিবে না। তাঁহার কপাল ক্রমে ব্যাসবাক্য বুঝি মিথ্যা হইল!

তিনি ব্যাসের কথামতই প্রকাণ্ড ধনুক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তারপর স্বয়ম্বর সভার খুব উচ্চে—প্রায় চক্ষে দেখা যায়না—একটি মৎস্য প্রস্তুত করাইয়া ঝুলাইয়াছিলেন, তাহার নীচে প্রায় অর্দ্ধপথে—সেও বহু উচ্চ—একটি গোলাকার চক্র অনবরত ঘুরিতেছিল। সেই চক্রের ঠিক মধ্যস্থলে একটি মাত্র বাণ যাইতে পারে, এমনি একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। তাহার নীচে—সভার মেঝেতে—একটি পাত্রে জল ছিল। সেই জলে, সেই বহু উচ্চের ঝুলান মৎস্য ও ঘুর্ণিত চক্রের ছায়া পড়িত। সেইখানে সেই ভয়ঙ্কর ধনুক ও পাঁচটি বাণও রাখিয়া দিলেন। সেই মহা ধনুকে গুণ দিয়া, নীচের জলে চাহিয়া লক্ষ স্থির করিতে হইবে, এবং সেই চাকার ছিদ্রের মধ্যদিয়া, সেই পাঁচটি বাণে সেই—প্রায় অদৃশ্য—মৎস্যের চক্ষু কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যে বীর এই অসম্ভব কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই 'কন্যা' দান করিবেন। দ্রুপদরাজ মনে মনে স্থির বুঝিয়াছিলেন যে এ জগতে একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুন ভিন্ন এ কার্য্য অন্য কেহ পারিবেনা। যদি দৈবাৎ পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় এ কি হইল? কোথায় অর্জ্জুন—আর

কোথায় কিনা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই অদ্ভুত লক্ষ্য ভেদ করিয়া কৃষ্ণাকে লইয়া গেল?

ভাবনায় তিনি পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণাকে মনে পড়িয়া রাজার চক্ষুজলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল। এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া বলিলেন—"বাবা, চিন্তা করিবেন না, কৃষ্ণা সামান্য লোকের হস্তে পড়ে নাই, আমার সন্দেহ হয়—ইঁহারাই পাণ্ডুপুত্র।" এই কথা বলিয়া, তিনি যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সমস্তই এক এক করিয়া বলিলেন।

পরদিন প্রাতে দ্রুপদরাজ রথ পাঠাইয়া পাণ্ডবগণকে আপন বাটীতে আনাইলেন, এবং পরিচয় পাইয়া পরম আহ্লাদে পাণ্ডবদের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন।

এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতি দূতমুখে শুনিলেন যে, পাণ্ডবেরা মরেন নাই, অর্জ্জুনই স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা বিবাহ করিয়া সকলে মিলিয়া পাঞ্চালরাজ্যেই বাস করিতেছেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি এবং দেশের অন্যান্য রাজা ও লোকজন এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কেবল দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইলেন।

বিদুর যখন আহ্লাদের সহিত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা জানাইলেন, তখন অন্ধরাজ বাহ্যিক খুব আনন্দ দেখাইয়া বিদুরকে ভুলাইলেন, কিন্তু তৎপরেই দুর্য্যোধন প্রভৃতি আসিয়া জুটিল। তখন তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার পরামর্শ হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে মারিয়া ফেলিবার অনেক উপায় একে একে বলিলেন, কিন্তু কর্ণের তাহা পছন্দ হইল না। তিনি বীর, তিনি পাণ্ডব-দিগকে প্রকাশ্য যুদ্ধে মারিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। এবং তাঁহার

পরামর্শই যে ঠিক, তাহা অনেক প্রমাণ দিয়া বুঝাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রেরও কর্ণের পরামর্শই পছন্দ হইল। তখন তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর প্রভৃতিকে ডাকাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন—"আমার ধৃতরাষ্ট্র যেমন, পাণ্ডুও তেমন, দুর্যোধনাদি যেমন, যুধিষ্ঠিরাদিও তেমনই স্নেহের পাত্র। দুর্যোধনাদি যেমন হস্তিনাকে আপনাদের পৈতৃকরাজ্য বলিয়া মনে করে, তাহাদেরও তো তাই। অতএব আমার মতে যুদ্ধ বিবাদ উচিত নয়। তাহাদিগকে যত্নে আনাইয়া, তাহাদের প্রাপ্য রাজ্যের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দাও—আর কোন গোলযোগ থাকিবে না।"

দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও সেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ণ তাঁহাদের সম্মুখেই, তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী, স্বার্থপর প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

দ্রোণ কহিলেন—"মহারাজ, ভীষ্মদেব মহাপুরুষ, ইহা সকলেই জানেন, এবং আমরাও কহিতেছি যে তাঁহার যুক্তিই লউন। নহিলে গোঁয়ার ছেলেদের যুক্তিমত, পাণ্ডবদের সঙ্গে অন্যায় করিয়া বিবাদ করিলে তাহাতে নিশ্চয়ই কুরুকুলের অমঙ্গল ঘটিবে।"

ইহাঁদের পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরব-ভ্রাতাদের মনোমত না হইলেও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে রাগাইতে সাহস করিলেন না। মনে যাহাই থাকুক—তখন ভীষ্ম দ্রোণাদির পরামর্শই গ্রহণ করিলেন এবং পাণ্ডব-দিগকে আনিবার জন্য বিদুরকে পাঞ্চালদেশে পাঠাইলেন।

বিদুর পাঞ্চালে গিয়া বহুদিনের পরে পাণ্ডবদের দেখিয়া যেমন সুখী হইলেন, পাণ্ডবেরাও পরম উপকারী ধার্ম্মিক খুড়াকে দেখিয়া, তদপেক্ষা ক আহ্লাদিত হইলেন। দ্রুপদ, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও পাণ্ডবগণ অর্জ্জ কে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিলেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানাইলে, সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া বিদুরের সহিত হস্তিনায় আসিলেন।

পাণ্ডবগণকে আবার জীবিত অবস্থায় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোকের মধ্যে মহা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই তাঁহাদের দর্শনে পরম আনন্দিত ও সুখী হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বাহ্যিক আনন্দ দেখাইয়া, সকলের সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরকে অৰ্দ্ধেক রাজ্য দান করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে 'খাণ্ডবপ্রস্থে' গিয়া বাস করিতে কহিলেন। পাণ্ডবেরাও অৰ্দ্ধেক রাজ্য পাইয়া, খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া রাজধানী নিৰ্ম্মাণ করিয়া মনের সুখে বাস করিতে লাগিলেন। উপস্থিত দুর্যোধনাদির সহিত আর বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা রহিল না।

যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামও আনন্দিত মনে আপনাদের রাজ্য দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

নবম অধ্যায়

পাণ্ডবগণের যত্নে শীঘ্রই খাণ্ডবপ্রস্থ অতি সুন্দর নগর হইয়া উঠিল। পথ, ঘাট, সরোবর, পুষ্করণী, উদ্যান, অট্টালিকা, দেবালয়, দোকান, হাট, বাজারে শোভিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ হস্তিনার রাজধানীকে ম্লান করিয়া দিল। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মের শাসন-পালনে সে নগরী শীঘ্র

সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। উৎপাত, উৎপীড়ন, ভয়, বিপদ প্রভৃতি অশান্তি দূরে পলাইল। প্রজাগণ—রামরাজ্যের মত—পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

যাহাতে এমন সুখের রাজ্য চিরস্থায়ী হয়, ভ্রাতাগণের পরস্পরের সদ্ভাব সমান থাকে, তজ্জন্য, একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়া গেলেন যে, পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে যখন এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবেন তখন অন্য কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না, গেলে তাঁহাকে বার বৎসরের জন্য সকল ছাড়িয়া বনবাসে যাইতে হইবে। পাণ্ডবেরাও যত্নের সহিত এই নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির অস্ত্রগৃহ মধ্যে বসিয়া দ্রৌপদীর সহিত রাজ্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ করিতেছেন, অর্জ্জুন বাহিরে—রাজসভার দ্বারে আছেন, এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, চোরে তাহার গাভী চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে।

খাণ্ডবপ্রস্থে চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিলনা। এক্ষণে সেকথা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে বড় রাগ হইল। বিশেষতঃ—ব্রাহ্মণের গাভী। শাস্ত্রে বলে যে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়াও ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা সকল আপদ বিপদে রক্ষা করা পরম ধর্ম্ম। অর্জ্জুনের নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে, তখনিই চোরকে রীতিমত শাসন করিয়া ব্রাহ্মণের গাভী উদ্ধার করিয়া দেন এবং রাজ্যের এই কলঙ্ক ঘুচাইয়া ফেলেন। কিন্তু সর্ব্বনাশ—অস্ত্রশস্ত্র যে অস্ত্রাগারে! তথায় যে রাজা ও দ্রৌপদী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন! এখন সেখানে গেলে—তাঁহাদের নিয়ম মত—তাঁহাকে যে বার বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে?

এদিকে ব্রাহ্মণও কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন,—উপায় কি? ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন মনে মনে স্থির করিলেন, যে ব্রাহ্মণের ও রাজ্যের উপকার করিয়া

বনে যাইবেন—তাহাও ভাল। তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রগৃহে গিয়া, অস্ত্র লইয়া আসিয়া চোর ধরিতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে, চোর ধরিয়া শাসন করিয়া, গাভী উদ্ধার করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

তাহার পরে অর্জ্জুন রাজার নিকটে গিয়া, বনবাসে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির অবাক্,—অর্জ্জুনকে বনে পাঠাইতে হইবে? তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু অর্জ্জুন নিয়মের কথা কহিয়া বলিলেন—"দাদা, আপনি ক ক জ, আপনি মায়াতে পড়িয়া অধর্ম্ম করিলে, রাজ্যের অমঙ্গল হইবে, অ রালেরও এই ভ্রাতৃ-প্রেমে বিধাতার শাপ লাগিবে। রামচন্দ্র ধর্ম্মের উ চিপ্রজার জন্য সীতাদেবীকেও বনে দিয়াছিলেন, এবং প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আর উপায় নাই। নিয়ম—আইন, বড় কঠিন ধর্ম্ম। ব ধ্য হইয়া সকলে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে অর্জ্জুনকে বিদায় দিলেন।

ব্রহ্মচারী বেশে, নানা দেশ, গ্রাম, নগর, নদী, পর্ব্বত, ব ন, পার হইয়া, অর্জ্জুন গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাগেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া নাগরাজকন্যা উলুপীর সহিত বিবাহ দিল, এবং তাহাদের নিকট হইতে জলচর জীবগণকে জয় করিবার ক্ষমতা পা ইলেন। তথা হইতে নানাস্থান ঘুরিয়া মণিপুরে গেলেন। সেখানে রা জকন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত বিবাহ হইল এবং কিছুকাল পরে বভ্রুবাহন নামে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মিল।

তথা হইতে বাহির হইয়া অর্জ্জুন দক্ষিণ সাগরের তীর্থ সকল ঘুরিয়া, 'পঞ্চতীর্থে' গেলেন। সেখানে পাঁচটি অপ্সরা মুনিশাপে কুম্ভীর হইয়া জলে বাস করিতেছিল। কোন মনুষ্য তাহাদিগকে জল হইতে ... হার

তীরে তুলিতে পারিলেই তাহারা শাপমুক্ত হইবে। অর্জ্জুন ইহার কিছুই জানিতেন না।

যে কেহ সেই তীর্থে গিয়া স্নান করিতে নামিত, তাহাকেই কুমীরে লইয়া যাইত, কেহই কুমীরদের মারিতে পারিতনা। সেইভয়ে সে তীর্থ লোকশূন্য হইয়াছিল।

অর্জ্জুন সেখানে গিয়া স্নান করিতে নামিলে, তাঁহাকেও কুমীরে ধরিল কিন্তু তিনি নিজবলে, কুমীরকে জল হইতে টানিয়া তীরে তুলিলেন, অমনি সে সুন্দরী অপ্সরা হইয়া গেল। এইরূপে অর্জ্জুন পাঁচটি অপ্সরাকেই শাপমুক্ত করিলেন। তাহার পরে তিনি প্রভাস তীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে দ্বারকায় লইয়া গেলেন এবং তাঁহার বনগমনের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের দেখা হইল। দুইজনে দুইজনকে দেখিয়াই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও ইচ্ছা হইল। ভগ্নীর জন্য অর্জ্জুনের মত উপযুক্ত পাত্র আর কোথায় পাইবেন?

কিন্তু বলরামের ইচ্ছা ছিল যে দুর্য্যোধনকে সুভদ্রা দান করেন। বড় দাদার অমতে শ্রীকৃষ্ণ একার্য্য করিতে পারেন না। তজ্জন্য তিনি ইসারা করিয়া অর্জ্জুনকে সুভদ্রা-হরণ করিতে আদেশ দিলেন। এরূপ কন্যা-হরণ করিয়া বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে খুব সুখ্যাতির কথা।

এদিকে অর্জ্জুনের আগমনে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায়, রৈবতক পর্ব্বতে খুব আমোদ প্রমোদ চলিতেছিল। সুভদ্রা রৈবতকে দেবপূজা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইসারা মনে করিয়া, অর্জ্জুন সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথেই তুলিয়া লইলেন এবং হস্তিনার দিকে রথ

চালাইলেন। তখন যাদবগণ মার মার করিয়া উঠিল এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে ইচ্ছা নাই দেখিয়া, বলরাম, ভ্রাতার চাতুরী সকল বুঝিলেন। তখন অর্জ্জুনকে আদর করিয়া আনিয়া সুভদ্রা দান করিলেন।

তখনও বনবাস শেষ হইবার আরও এক বৎসর বিলম্ব ছিল। সেই এক বৎসর দ্বারকায় বাস করিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরামও বিস্তর যৌতুক লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আসিলেন। তথায় কয়েক দিন থাকিয়া, বলরাম দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থেই রহিলেন।

কিছুকাল পরে অভিমন্যু নামে সুভদ্রার এক পুত্র, এবং প্রতিবিন্ধ, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা শতানীক ও শ্রুতসেন নামে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র জন্মিল।

অভিমন্যু সকলেরই, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই পিতার নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদাদি ও মাতুলের নিকট হইতে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিলেন।

কিছুকাল পরে গ্রীষ্মকালে একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সপরিবারে যমুনায় স্নান ও ভ্রমণ করিতে গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া সকলে জলখেলায় মাতিলেন, কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

হঠাৎ সেখানে এক ভয়ঙ্কর তেজস্বী, অদ্ভুত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের মাথায় লাল জটা, মুখে লম্বা লাল দাড়ি গোঁফ, সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রভাতের সূর্য্যের মত লাল আভা বাহির হইতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমি অগ্নি। শ্বেতীরাজা বার বৎসর ধরিয়া অনবরত যজ্ঞ করিয়া আমাকে ঘি খাওয়াইয়াছে, তাহাতে আমার বিষম মন্দাগ্নি হইয়াছে। খাণ্ডব বনটি খাইতে পারিলে তাহা সারে। কিন্তু ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সেই বনে বাস করে বলিয়া, ইন্দ্র সেই বন রক্ষা করেন। আমি যতবারই খাইতে গিয়াছি ততবারই ইন্দ্র, মেঘ জল ঢালিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাই আপনাদের সহায়তা চাই।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নির বাক্যে সম্মত হইলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র ছিলনা। অগ্নি তখনি বরুণের নিকট হইতে অক্ষয় তূণ, গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ রথ আনিয়া অর্জ্জুনকে দিলেন এবং সুদর্শন চক্র আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চক্রহস্তে এবং অর্জ্জুন গাণ্ডীব হস্তে দাঁড়াইলেন। তখন অগ্নি গিয়া খাণ্ডব বনে প্রবেশ করিলেন—বন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। চক্র ও গাণ্ডীবের ভয়ে কেহই পলাইতে পারিলনা, বন্যজন্তুগণ সকলেই পুড়িল, এমন কি জলের মধ্যের মৎস্য কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুও সিদ্ধ হইয়া প্রাণ দিল। কেবলমাত্র তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, ময় নামক দানব, ও চারিটি বকের ছানা অর্জ্জুনের শরণ লইয়া প্রাণে বাঁচিল।

অগ্নি কতবার সে বন খাইতে গিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়াই ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে হাঁকাইয়া দিতেন। পুনরায় অগ্নির সেই অন্যায় কার্য্যের কথা শুনিয়া ইন্দ্রের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বন্ধুর বাসস্থান রক্ষাকরিতে তাঁহার মেঘ, ঝড়, জল, বিদ্যুৎ, বজ্র প্রভৃতি লইয়া অগ্নির বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু এবার আসিয়া দেখিলেন যে, অগ্নির সহায়তা করিবার জন্য কৃষ্ণার্জ্জুন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত বাড়িল। তিনি আপনার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া অগ্নি ও কৃষ্ণার্জ্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনও ছাড়িবার পাত্র নহেন—

তাহার উপরে তাঁহারা অগ্নির সাহায্য করিতে বাক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও তাঁহাদের সকল শিক্ষা ও শক্তি একত্র করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রবল বিক্রমের নিকটে ইন্দ্রও হারিয়া গেলেন।

দেবতাদের এমনই মহৎ প্রাণ যে হারিয়াও কৃষ্ণার্জ্জুনের শিক্ষা ও পরাক্রম দেখিয়া দেবরাজ পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং দুইজনকে বর দিতে চাহিলেন।

অর্জ্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাহিলেন। ইন্দ্র বলিলেন "তুমি তপস্যায় যদি শিবকে তুষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দিব। আমার বিশ্বাস ও আশির্ব্বাদ যে অবিলম্বেই তুমি তাহা পারিবে।" তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে বর দিতে চাহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আমাকে এইবর দিন যে, অর্জ্জুনের সহিত আমার বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ হয়।

ইন্দ্রও "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

সভা পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়

খাণ্ডবদাহের পরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে বর দিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি চলিয়া গেলে, দানব 'ময়' যোড় হাত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিল—"আপনি দয়া করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন আমি আপনার কি করিব।" কিন্তু অর্জ্জুন তাহার প্রত্যুপকার লইতে স্বীকার করিলেন না। তাহাতে ময়ের মন সন্তুষ্ট হইল না, সে অর্জ্জুনের জন্য কোন একটা বিশেষ কার্য্য করিয়া, তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চায়। সে বারম্বার অর্জ্জুনকে মিনতি করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন বলিলেন—"তুমি শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্য্য করিয়া দাও, তাহা হইলেই আমার কার্য্য করা হইবে।"

ময় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ চাহিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দেবতাদের মধ্যে যেমন বিশ্বকর্ম্মা, দানবদের মধ্যে তুমিও তেমনি। তুমি যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটী সভা প্রস্তুত করিয়া দাও, যে পৃথিবীতে কাহারও সেরূপ না থাকে।" ময় আনন্দের সহিত স্বীকার করিল। তখন সকলে মিলিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির ময়ের পরম সমাদর করিলেন।

পূর্ব্বকালে ময়দানবকে দিয়া দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা, কৈলাসের উত্তরে এক আশ্চর্য্য সভা তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছিলেন। সে সভার মণি মাণিক্য, ধনরত্নের তুলনা ও সীমা সংখ্যা ছিল না। সেখানে 'বিন্দু সরোবর' নামে এক সরোবর ছিল। সেই সরোবরে বৃষপর্ব্বা তাঁহার স্বর্ণ গদা এবং বরুণ তাঁহার 'দেবদত্ত' শঙ্খ রাখিয়াছিলেন।

ময় দানব, যুধিষ্ঠিরের জন্য, চারিদিকে হাজার ক্রোশ লম্বা চওড়া, এক চমৎকার সভা নির্ম্মাণ করিল, এবং বৃষপর্ব্বার সভা হইতে সমস্ত ধন রত্ন, মণি মাণিক্য প্রভৃতি আনিয়া তাহা সাজাইল। সেই সঙ্গে সে বিন্দুসরোবর হইতে সেই সোণার গদা এবং 'দেবদত্ত' শঙ্খও আনিয়াছিল। গদাটী ভীমকে এবং শাঁখটী অর্জ্জুনকে প্রদান করিল। সেরূপ সভা পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। পাণ্ডবেরা তথায় বাস করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

একদিন নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিলেন, এবং সভা দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়া, তিনি, যুধিষ্ঠিরকে একে একে, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও ব্রহ্মা প্রভৃতির সভার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প করিলেন এবং আরও বলিলেন যে, রাজা পাণ্ডু যমের সভায় আছেন। সেখান হইতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে 'রাজসূয়' যজ্ঞ করিতে কহিয়াছেন।

'রাজসূয়-যজ্ঞ' সহজ ব্যাপার নহে। খুব বড় সম্রাট না হইলে এ যজ্ঞ অন্য কেহ পারে না। এ যজ্ঞে সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিয়া লইতে হয়। সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট না হইলে ইহা অন্য কেহ পারে না।

দেবর্ষি নারদ চলিয়া গেলে, যুধিষ্ঠির সকলের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই একবাক্যে রাজসূয় করিবার পরামর্শ দিল, কিন্তু তবুও তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ লইবার জন্য তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্বল, আশা, ভরসা—সব। তাঁহার পরামর্শ ও অনুমতি ভিন্ন তিনি এ কার্য্য করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কহিলেন যে, যুধিষ্ঠির—ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাঁহার সময়ে জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট। সম্রাট

ভিন্ন রাজসূয় যজ্ঞ কেহ করিতে পারেনা। জরাসন্ধ ছিয়াশী জন রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আর চৌদ্দ জন হইলেই, তিনি সেই একশত রাজাকে শিবের নিকট বলি দিবেন। যুদ্ধে তাঁহার নিকট আঠার বার হারিয়া ভয়ে শ্রীকৃষ্ণও মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় গিয়া রাজধানী করিয়াছেন। জরাসন্ধকে ভয় করেনা—এমন রাজা পৃথিবীতে নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে জিনিতে না পারিলে, রাজসূয় যজ্ঞ করা যাইতে পারে না। সে কার্য্য সহজও নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীম ও অর্জ্জুনকে দিলে, তাঁহাদের তিন জনের বল, বুদ্ধি ও ভরসায় এ কার্য্য উদ্ধার হইবে। নহিলে এ কার্য্য হইবে না।

সকল শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন :—

> 'কি কারণে এমত বলিলে যদুরায়।
> তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়॥
> লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যার, সে তোমা না জানে।
> সহজে পাণ্ডব বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে॥
> তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
> তার কি আপদ তুমি থাকিলে সঙ্গেতে॥'
> এত বলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
> গোবিন্দের চরণে দিলেন সমর্পিয়ে॥

তখন তিন জনে শুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করিয়া, জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজের দিকে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মগধের রাজধানী 'গিরিব্রজ' পাঁচটি উচ্চ পর্ব্বতে ঘেরা। নগরের সিংহদ্বারে একটি জয়স্তম্ভ ও তিনটা প্রকাণ্ড দুন্দুভি সদা সর্ব্বদা সজ্জিত অবস্থায় ছিল।

তাঁহারা সেখানে পৌঁছিয়া প্রথমেই জয়স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া ডঙ্কা তিনটি গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন, তাহার পরে নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই ব্রাহ্মণের বেশ ছিল।

নগরটি বড় সুন্দর। রাজপথের দুইধারে সারি সারি সব ফুল, ফল, সন্দেশ, মিঠাই, বস্ত্র, মনিহারী ও সওদাগরের দোকান। তাঁহারা কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল কয়েকটি ফুলের দোকান হইতে মালা লইয়া গলায় পরিলেন। তাঁহাদের চেহারা ভাবভঙ্গি ও চাল্‌চলন দেখিয়া দোকানীরা কেহ কিছু বলিতে সাহস করিলনা।

সে সময়ে জরাসন্ধ এক যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সংযম করিয়া শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্তঃপুরে সেই যজ্ঞের আয়োজন করিতে ছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন, বিনা আহ্বানে, অন্য কাহারও সেখানে যাইবার অনুমতি ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন বরাবর সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া কেহ বাধা দিল না।

ব্রাহ্মণ বলিয়া জরাসন্ধ উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল।

"তিনজন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ॥
আজানুলম্বিত বাহু অঙ্গ সবাকার।
অস্ত্র চিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে যে যাহার॥"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে, ব্রাহ্মণবেশে আসিলেও, আপনাদিগকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয় না। আপনাদের কি ইচ্ছা প্রকাশ করুন।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পরিচয় দিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধের অভিপ্রায় জানাইলেন।

জরাসন্ধ কহিলেন—"আমি কবে আপনাদিগের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছি যে, আপনারা এরূপ ছদ্মবেশে, চাতুরী করিয়া, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আপনি ছিয়াশীজন রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁহারা ক্ষত্রিয়, সুতরাং জ্ঞাতি। আমরা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। হয় তাঁহাদের সকলকে মুক্ত করিয়া দিন নচেৎ যুদ্ধ করুন।"

শুনিয়া জরাসন্ধ জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে নানা কটূ কথা কহিয়া যুদ্ধে রাজী হইলেন। ভীমের সহিত তাঁহার মল্লযুদ্ধ হইবে—এইরূপ স্থির হইল।

যথাকালে তাঁহারা মল্লভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ও জরাসন্ধ যুদ্ধে নামিলেন, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ও অন্য সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

চৌদ্দ দিন এইরূপ যুদ্ধের পর, জরাসন্ধ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ একটি বেনাপাতা কুড়াইয়া লইয়া তাহা দুইভাগে চিরিয়া, ভীমকে ইসারা করিলেন।

জরাসন্ধ লম্বালম্বিভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া জন্মিয়াছিলেন। সেইরূপ দুই অর্দ্ধদেহ পুত্র দেখিয়া রাজধাত্রী তাঁহাকে পথে ফেলিয়া দিয়াছিল। 'জরা' নামক রাক্ষসী সেই দুইভাগ একত্র করাতে জুড়িয়া

যায় এবং সেই পুত্র তথন কাঁদিয়া উঠে, তাহা দেখিয়া রাক্ষসী তাঁহাকে রাজবাটীতে দিয়া যায়। সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল—জরাসন্ধ।

ভীমের তথন তাহার জন্মের সকল কথা মনে পড়িল এবং আর বিলম্ব না করিয়া, তথনই সবলে জরাসন্ধকে মাটিতে ফেলিলেন এবং তাঁহার এক পা আপন পদে চাপিয়া ধরিয়া, দুই হাতে অপর পা ফাঁক করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন,—জরাসন্ধ প্রাণ দিলেন।

জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সহদেব আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তাহাকে শান্ত করিয়া পিতৃ সিংহাসনে বসাইয়া, ভীমার্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কারাগারে গমন করিলেন। সেখান হইতে বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা জানাইলেন। সকল রাজাগণই প্রাণদাতার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, আপনাপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। তথন শ্রীকৃষ্ণ, ভীম,ও অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল সংবাদ জানাইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

খাণ্ডবপ্রস্থে মহা ধুমধামে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেব প্রত্যেকে বিস্তর সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া, এক এক জন, এক এক দিক জয় করিতে গেলেন।

অর্জ্জুন উত্তরে, ভীম পশ্চিমে, নকুল পূর্ব্বে এবং সহদেব দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। অমানুষিক বীরত্বের বলে সকলেই আপনাপন দিকের সমস্ত রাজাগণকে পরাজয় করিলেন এবং অগণন ধন, রত্ন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাতী, ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি রাজকর লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তথন যজ্ঞ আরম্ভ করিবার ঘটা পড়িয়া গেল।

ভারতবর্ষ এবং তাহার বাহিরের দশ দিক হইতেও সকল নিমন্ত্রিত রাজা মহারাজাগণ একে একে, দু'য়ে দু'য়ে, দশে দশে, শতে শতে আসিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কুরুগণও সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে কার্য্য যিনি ভাল রকম করিতে পারেন, তিনি যজ্ঞে সেই কার্য্যের ভার লইয়া দেখাশুনা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া সকল কার্য্যের হুকুম দিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য ধন রক্ষার ভার লইলেন, দুঃশাসনের উপর খাবার জিনিষ দেখাশুনার ভার, দুর্য্যোধনের উপর রাজকর ও উপহার সকল দেখিয়া শুনিয়া লইবার এবং দীন-দরিদ্র ও প্রার্থীগণকে সেই ধন বিতরণের ভার, সঞ্জয়ের উপর রাজাদিগের সেবাসুশ্রূষা করিবার ভার, এবং অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণগণের আদর যত্নের ভার পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণগণের পা ধোয়াইবার ভার লইলেন।

যজ্ঞের প্রথমে মানী লোকদের মান্য রাখিবার জন্য, অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিতে হয়। সকলের অপেক্ষা সকল বিষয়েই যিনি উচ্চ, তাঁহাকে একটি পৃথক অর্ঘ্য দিতে হয়।

ভীষ্মের আজ্ঞাক্রমে যুধিষ্ঠির উপযুক্ত রাজা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্ঘ্য দিলেন। তাহার পর ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তির অর্ঘ্য কাহাকে দিবেন? ভীষ্ম বলিলেন—"ও অর্ঘ্যটি শ্রীকৃষ্ণকে দাও, শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা বড় এখানে আর কেহই নাই।" যুধিষ্ঠির সেই অর্ঘ্য আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন।

ইহা কিন্তু চেদীরাজ শিশুপালের সহ্য হইলনা। তিনি ইহাতে মহা রাগিয়া গেলেন, এবং সেইখানেই সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে নানা কটু

কহিয়া তাঁহার নানা নিন্দা আরম্ভ করিলেন। শিশুপালের অধীনস্থ এবং তাঁহার দলের রাজারাও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

তখন সেখানে মহা বিবাদের সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। শিশুপাল তাঁহার দলের সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন,—যে যুধিষ্ঠির যখন সকলের বড় অর্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া তাঁহাদের অপমান করিয়াছেন, তখন তাঁহারাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইতে দিবেননা,—ইহাতে যাহাই ঘটুক!

সহদেবের আর সহ্য হইলনা, তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও মান্য যিনি সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করি।" এই কথায় শিশুপালের দল একেবারে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল, এবং যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য নানারূপ হৈ চৈ ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিল।

শিশুপাল নিজে শ্রীকৃষ্ণের উপরে ইতর ভাষায় নানারূপ গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। দেশ বিদেশের বড় বড় বিস্তর রাজা মহারাজা অশেষ প্রকারে বুঝাইয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না, গোলমাল এরূপ বাড়িল যে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়।

তখন শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া বলিলেন, আপনারা সকলে শুনুন, আমি শিশুপালের মাতার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে উহার একশত অপরাধ ক্ষমা করিব। সেই জন্য এতক্ষণ কিছু বলি নাই। কিন্তু এক্ষণে সেই একশতেরও অধিক হইয়া গিয়াছে, তবুও আমি চুপ করিয়া সহিতে ছিলাম। কিন্তু আর নীরবে থাকিলে, রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সামান্য বিঘ্নও ঘটিতে পারে। আপনারা সাক্ষী—আমার দোষ নাই, আমি এইবারে অই হীনজনকে বধ করিব।

শ্রীকৃষ্ণ থামিলে, শিশুপাল ও তাঁহার দলের সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং শিশুপাল নিজে অধিকতর অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে

গালি দিতে দিতে, যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সভার সকলেই মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শনচক্র লইয়া অগ্রসর হইলেন, সেই চক্র দেখিয়া সকলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। মহাদম্ভে তাল ঠুকিয়া, শিশুপাল যেমন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবেন, অমনি সুদর্শন চক্রে তাঁহার গলদেশ হইতে মুণ্ড কাটিয়া মাটিতে পড়িল।

ইহা দেখিয়া শিশুপালের দলের লোকজন আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করিলনা, সকলেই শান্ত হইয়া আপন আপন স্থানে গিয়া বসিল। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজসূয় শেষ হইয়া গেলে, রাজা মহারাজা ও অন্যান্য লোকজন সকলেই আবার একে, দুয়ে, দশে, শতে, আপনাপন দেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সভা, ঐশ্বর্য্য, এবং প্রতাপ দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া, একবাক্যে 'ধন্য ধন্য' করিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে পর, দুর্য্যোধনাদি আরো কিছুদিন থাকিয়া ভাল-রকম দেখিয়া শুনিয়া, সকলে হস্তিনায় ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অদ্ভুত সভা এবং বিষয় বৈভব ও পরাক্রম দেখিয়া, দুর্যোধন প্রভৃতি শতভ্রাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণের দারুণ হিংসায় বুক ফাটিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের মামা—মহাপাপী, ক্রূরবুদ্ধি শকুনি তাহার উপর নানারূপ কথায় তাঁহাদের সেই হিংসার আগুনে ঘৃত ঢালিতে লাগিল।

এঁ্যা, যুধিষ্ঠির করিল কি—রাজসূয় ? এ যে অবাক্‌কাণ্ড ! সসাগরা পৃথিবীপতি না হইলে কেহই এ যজ্ঞ করিতে পারেনা। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় করিয়াছিলেন,—আর করিল কিনা যুধিষ্ঠির ? সে এই সসাগরা ধরায় রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইল—এঁ্যা—একি স্বপ্ন না সত্য? পৃথিবীর ক্ষত্রিয়েরা কি সব মরিয়াছে? দুর্য্যোধন, বাপ—এ অপমান অসহ্য !”

শকুনির এরূপ কথায় দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রাণের একগুণ হিংসা সহস্র গুণে বাড়িয়া গেল। তাঁহারা—কিরূপে পাণ্ডব গণের সর্ব্বনাশ করিবেন —দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ছাড়িয়া, কেবল সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নানারূপ জল্পনার পরে শকুনি পরামর্শ দিল যে, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে ডাক। ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম, যে, কেহ পাশা খেলিতে ডাকিলে, সে খেলা জানুক বা না জানুক—তাহাকে গিয়া খেলিতে হয়। যুধিষ্ঠিরও ভালরকম পাশা খেলা জানেন না, কিন্তু ডাকিলে তাঁহাকে আসিয়া খেলিতেই হইবে। পণ রাখিয়া দুর্য্যোধনের হইয়া শকুনি খেলিবে এবং জুয়াচুরি করিয়া যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব জিতিয়া লইবে। ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। এই পরামর্শ সকলেরই মনোমত হইল এবং সকলেই শকুনিকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি গিয়া এবিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মত করাইলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কেহই ইহাতে মত দিলেন না। এবং ইহা হইতে যে দুর্য্যোধনাদির মহা অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। হিংসুক ধৃতরাষ্ট্র সে পরামর্শ লইলেন না, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া, যুধিষ্ঠিরকে আনিবার জন্য—বিদুরকে পাঠাইয়া দিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মনে মনে বুঝিলেন যে, এই কুবুদ্ধিতে এবার কুরুকুলের সর্ব্বনাশ হইবে।

বিদুর গিয়া পাণ্ডবদের নিকটে আগাগোড়া সকল কথা বলিলেন। তাঁহারাও বুঝিলেন যে, ক্রূর কৌরবেরা দারুণ হিংসায় তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু পাশা খেলায় নিমন্ত্রিত হইলে 'না' বলিবার উপায় নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়াই, পাণ্ডব ভ্রাতাগণকে বিদুরের সঙ্গে হস্তিনায় গমন করিতে হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়—পাণ্ডবদের দেখাদেখি—হস্তিনাতেও একশত দ্বার বিশিষ্ট সভা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সভায় পাশাখেলার আয়োজন হইল।

স্বয়ং অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সে সভায় আসিয়া বসিলেন, এবং তাঁহার আদেশে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিও বাধ্য হইয়া আপনাপন আসনে আসিয়া বসিলেন। অন্যান্য কৌরবগণ মনের আনন্দে সেই সভায় চারিদিক হইতে পাণ্ডবদের ঘিরিয়া বসিল। তখন খেলা আরম্ভ হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া, দুর্য্যোধনের হইয়া শকুনি খেলিতে বসিল। ভীষ্ম দ্রোণাদির অনুমতি লইতে গিয়া—তাঁহাদের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া— যুধিষ্ঠির সকলই বুঝিলেন। কিন্তু কি করিবেন —তিনি ভালরূপ খেলা না জানিলেও, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জুয়াচোর, কপট খেলোয়াড়, শকুনির সঙ্গেই খেলিতে বসিতে হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

খেলা আরম্ভ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির পণ রাখিতেছেন আর হারিতেছেন। একেইতো তিনি পাশাখেলায় পাকা নহেন, তাহার উপরে দুষ্ট শকুনি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এরূপভাবে জুয়াচুরি ও মিথ্যা করিয়া জিতিয়া লইতেছে যে, যুধিষ্ঠির তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিলেও, কিছুতেই ধরিতে

পারিতেছেন না। তাহার উপরে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার লোক চারিদিকে ঘিরিয়া অনবরত শকুনিকে 'বাহবা' দিয়া উত্তেজনা করিতেছে এবং আনন্দে করতালি দিতেছে, যুধিষ্ঠিরের হইয়া একটি কথা বলিবার কেহই নাই। তাঁহার ভ্রাতাগণ ও হিতৈষীগণ বিষণ্ণ মনে নীরবে বসিয়া আছেন।

জুয়া খেলার এমনিই নেশা যে, যিনি যত হারেন, তিনি ততই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, সকলই নষ্ট হইয়া যায় —শনি আসিয়া স্কন্ধে চাপিয়া বসে। সকল জানিয়া শুনিয়াও, তিনি আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরেরও তাহাই হইল।

তিনি একে একে, ধন, ঐশ্বর্য্য, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী, বস্ত্র, অলঙ্কার, সভা, সিংহাসন, রাজপ্রাসাদ, রাজ্য, তাঁহার সর্ব্বস্ব হারিলেন, তবুও তাঁহার চৈতন্য নাই। বিপক্ষদল যতই আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, শকুনিকে যতই 'বাহবা' দিতে লাগিল, তিনি ততই উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। শেষে তিনি তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব হারাইলেন—আর কিছুই রহিলনা। কিন্তু তথাপি খেলায় বিরত হইলেন না।

শেষে পণ রাখিলেন—'এবারে হারিলে আমরা পাঁচ ভাই তোমাদের দাস হইব।'

আবার খেলা চলিল। এবারেও কিছুক্ষণ খেলার পর, পাশা ফেলিয়া শকুনি মহানন্দে উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল—'এই দেখ জিতিলাম।" কুরুপক্ষ হইতে মহা আনন্দের উচ্চ জয়োল্লাস উঠিল। লজ্জা, ঘৃণা, দুঃখ ও অপমানে যুধিষ্ঠির প্রায় উন্মত্তের মত হইয়া, পাশা ফেলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন।

হঠাৎ শকুনি ক্রূর হাসি হাসিয়া বিদ্রুপের স্বরে কহিল—"কেমন মন্দানি ফুরাল? এখনও তো দ্রৌপদী রহিয়াছে।"

পাণ্ডব ভ্রাতাগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতির মুখ, ঘৃণা ও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তাঁহারা অধোমুখে বসিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। ভীমের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল—কিন্তু হায়, তাঁহারা নিরুপায়, নীরবে নতমুখে রহিলেন।

কথাটা যুধিষ্ঠিরের তপ্তমস্তিষ্কে গিয়া শেলের মত বিঁধিল—তিনি প্রকৃতই জ্ঞান হারাইয়া উন্মাদ হইলেন। শত্রুর পরিহাসে আত্মহারা হইয়া, অজ্ঞানের মত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তাহাই হউক, এবারের পণ—কৃষ্ণা।"

ভীষ্ম দ্রোণাদি ঘৃণা লজ্জায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলেন। পাণ্ডব-ভ্রাতাগণের বুকের ভিতরে দুরু দুরু করিয়া উঠিল. তাঁহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আবার সেই পাপ খেলা চলিল। এবারে কৌরবপক্ষ অতিরিক্ত আনন্দের ভরে, চতুর্দ্দিক হইতে ঝুঁকিয়া, শকুনিকে মহা উৎসাহ দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ খেলার পরে শকুনি সজোরে পাশা ফেলিয়া, মহানন্দে চীৎকার পূর্ব্বক লাফাইয়া উঠিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া দেখিল—হরি, হরি,—এবারেও যুধিষ্ঠির হারিয়া গিয়াছেন। তখন ক্রূর অন্ধরাজের অধরের কোণে আনন্দের হাসি খেলিতেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাপ পাশাক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, আর কিছুই রহিলনা। আপনারা পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের দাস হইলেন, পরিশেষে ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া হারিলেন। কৌরবগণ আনন্দিত এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া 'ছিঃ ছিঃ' করিতে লাগিলেন।

তখন সে সভায় কৌরবদের মধ্যে মহা আনন্দের হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছিল। সকলেই মহাবীর, ধার্ম্মিক, পাণ্ডু-পুত্রগণকে নানারূপ শ্লেষ ও কৌতুক করিতেছিলেন, কিন্তু নিরুপায় পাণ্ডবগণ নতমুখে সকলই নীরবে সহ্য করিলেন।

তাহার পরে দ্রৌপদীর কথা লইয়া কৌরবসভায় আনন্দের হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলেই পাণ্ডবগণের মুখের উপরে কৃষ্ণার নামে নানারূপ শ্লেষ, বিদ্রূপ ও কৌতুক করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়াও উপরে উঠিল,—তথাপি পাণ্ডবগণ অচল—অটল। তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উপায় নাই—তাঁহারা তখন কৌরবগণের দাস। তাঁহারা মনের বেদনা—মনে মনে নারায়ণকে জানাইয়া—ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া—সকলই সহ্য করিলেন। দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইয়া, অকাতরে আপনার কুল-কামিনীর প্রতি বিদ্রূপ শুনিতে-ছিলেন। ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া সজলনয়নে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

কর্ণ উঠিয়া বলিলেন—"আর বিলম্ব কেন, দ্রৌপদীকে আনিতে পাঠাও।"

মহা উৎসাহে ও আনন্দে দুর্য্যোধন বলিলেন—"হাঁ হাঁ, সে আমার গৃহে দাসীপনা করিবে, আসিয়া কাজকর্ম্ম সব দেখিয়া শুনিয়া লউক।" এই বলিয়া, দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য সঞ্জয়ের পুত্র প্রতিকামীকে হুকুম করিলেন। প্রতিকামী দুর্য্যোধনের চাকর হইলেও, তাহারও হৃদয় ছিল—প্রভুর ব্যবহারে ও পাণ্ডবদের দুঃখে তাহারও প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। সে—প্রভুর আজ্ঞা সত্ত্বেও—যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইবার জন্য, আসিয়া যোড় করে দাঁড়াইল। দুর্য্যোধন জ্বলিয়া উঠিলেন। পাণ্ডব-ভ্রাতাগণ জ্যেষ্ঠের মুখপানে চাহিলেন।

কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তথাপি টলিলেন না। ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। তিনি ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাহাকে বলিলেন—"কৃষ্ণাকে সকল অবস্থা জানাইয়া, আসিতে বল।" দূত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

দূতের মুখে সকল কথা শুনিয়া দ্রৌপদীর বিশ্বাস হইল না—এমন কথা কাহার বা বিশ্বাস হয়? তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইবার জন্য এবং 'ধর্ম্মরাজ আগে আপনাকে হারিয়াছেন, কি কৃষ্ণাকে হারিয়াছেন—এইকথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রতিকামীকে ফেরত পাঠাইলেন।

প্রতিকামীকে একাকী আসিতে দেখিয়া কৌরবেরা রাগিয়া গেল এবং তাহার কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিদুরের আর সহ্য হইলনা, তিনি উঠিয়া কহিলেন,—

"আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্যজন উপরে কিসের অধিকার॥
অন্যের উপরে তার প্রভু পণ কিসে।
আরো তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে॥"

বিদুরের কথায় দুর্য্যোধন প্রভৃতি অত্যন্ত ক্রোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য পুনরায় প্রতিকামীকে আদেশ করিলেন। বলিয়া দিলেন—'তাহাকে সভায় আসিয়া অই কথা জিজ্ঞাসা করিতে বল।'

প্রতিকামী পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অনুমতি চাহিল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন—

"————কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয়।
ধর্ম্মরক্ষা করুন আসিয়া এ সভায়॥"

দুর্য্যোধন প্রতিকামীকে অত্যন্ত ধমকাইয়া কঠোর আদেশ দিলেন যে "শীঘ্র গিয়া তাহাকে লইয়া আইস।"

প্রতিকামীকে তখনও ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি॥
সভামধ্যে কেশে ধরে আনহ তাহার।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচার॥"

আজ্ঞামাত্রেই দুঃশাসন আনন্দিত মনে, বুক ফুলাইয়া, দ্রৌপদীকে 'মানিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি, নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, দেখিলেন য—পামর দুঃশাসন রাজরাণী, কুলবধুকে চুলে ধরিয়া, মহাবেগে টানিয়া আনিতেছেন। গরুড় সর্পকে ধরিলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, দ্রৌপদীরও সেইরূপ অবস্থা। তিনি হুমড়িয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে "ছাড়, ছাড়" বলিতেছেন। তাঁহার সে রোদনে বুঝি বা পাষাণও ফাটিয়া যায়।

"কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে॥
ঝাঁকারিয়া বলেতে লইল সভাতল!
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে কৃষ্ণা হইয়া বিকল॥"

লজ্জায়, ঘৃণায়, আঘাতে, বেদনায় কাতর হইয়া অসহায় দ্রৌপদী যতই ছাড়িয়া দিবার জন্য, দুঃশাসনকে কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতি করিতে লাগিলেন, পামর ততই মহা আনন্দিত হইয়া, আরও জোরে টানিতে

লাগিল। তখন, দশদিক অন্ধকার দেখিয়া, দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"বড় বড় জন দেখি আছে এ সভায়।
হেন একজন নাহি এক কথা কয়॥
এই ভীষ্ম, দ্রোণ যে আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এঁরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেহ না দেখে নয়নে॥
কুরু সব সাথে ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
একজন কেহ এক ভাষা নাহি কয়?"

কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি দুঃশাসনের সুখ্যাতি করিয়া খুব 'বাহবা' দিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম উঠিয়া কহিলেন—"মা আমি জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়াছি, কি বলিব? যুধিষ্ঠির নিজকে অগ্রে হারিয়াছেন, পরের দ্রব্যে পরের অধিকার নাই, বিশেষতঃ আপনার আরও চারি স্বামী রহিয়াছেন, ভার্য্যাও দ্রব্যের মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু তবুও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে অন্যায় বা মিথ্যা কখনও বাহির হয়না—কি বলিব মা? ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।"

ধৃতরাষ্ট্রের বিকর্ণ নামে এক পুত্র ছিল—তাঁহার মন উচ্চ। পাণ্ডবদের অবস্থা এবং দ্রৌপদীর দুঃখ আর সহিতে না পারিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

'এত বড় সভায় কেহ কি বাঁচিয়া নাই—সকলেই মরিয়াছে? নহিলে কেহই দ্রৌপদীর কথার উত্তর দিতেছেনা কেন? তবে আমিই বলি—যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কখনই পণ করেন নাই, শকুনি ঘৃণ্য কপটতা করিয়া তাঁহাকে অই পণ করাইয়া লইয়াছে। বিশেষতঃ রাজা অগ্রে আপনাকে

পণে হারিয়াছেন, তাহা ছাড়া রাণীর আরও চারি স্বামী রহিয়াছেন—এরূপ পণে ধর্ম্মরাজের বিন্দুমাত্র অধিকার থাকিতে পারেনা।'

বিকর্ণের কথায় মহা চটিয়া, কর্ণ ধমকাইয়া কহিলেন—'ও বালক উহার কথা কিছুই নয়। বড় বড় ধার্ম্মিক পণ্ডিত চুপ করিয়া আছেন, ও হতভাগা বক্তৃতা দিতে উঠিল! যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ন্যায় মতেই হারিয়াছে। আর এক বস্ত্রে সভামধ্যে টানিয়া আনা হইয়াছে, ইহাতে আর দ্রৌপদীর লজ্জা কি। এক স্বামী ছাড়িয়া অপরের চিন্তা মনে হইলেই দ্বিচারিণী হয়—আর উহার তো পাঁচজন স্বামী। এক কাপড়ে সভায় আসিতে আবার লজ্জা কি?"

কর্ণের কথায় কৌরবেরা আনন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাধুগণ কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন। তখন দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন—"উহাদের বস্ত্র অলঙ্কার সব খুলিয়া লও।"

অধিকতর অপমানের ভয়ে পাণ্ডবভ্রাতাগণ অতি শীঘ্র আপনাদের বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু হায় হায়—দ্রৌপদী যে এক বস্ত্রে ছিলেন, তিনি তাহা খুলিয়া দিবেন কেমন করিয়া?

তখন লাফাইয়া উঠিয়া, দুঃশাসন গিয়া দ্রৌপদীর কাপড় ধরিয়া কাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্রৌপদীও প্রাণপণ যত্নে, আপন কাপড় টানিতে লাগিলেন। কিন্তু হায় স্ত্রীলোক হইয়া, অসুরের সঙ্গে বলে পারিবেন কেন? তিনি আকুল, অস্থির হইয়া একান্তমনে, সেই অসহায়ের সহায়—বিপদের বন্ধু—মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝে ইথে নিবারহে লাজে
তোমা বিনা নাহি অন্যজন॥

যে প্রভু পালিলে সৃষ্টি সংহার করিতে রিষ্টি
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তোমার চরণ ছায়া সঁপিনু আমার কায়া
অনাথার কর প্রতিকার॥

তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল—

দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি
যাঁর নাম আপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী
সত্য-ধর্ম্ম করিতে পালন॥
আকাশ মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততই বসন বাড়ে
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায়॥

দেখিতে দেখিতে, নানা বর্ণের বস্ত্রে পর্ব্বতের মত স্তূপ হইয়া গেল, তবুও বস্ত্র আর ফুরায় না। হারিয়া গিয়া, ক্লান্ত হইয়া দুঃশাসন বসিয়া পড়িল।

দ্রৌপদী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"দুঃশাসন, যতদিন তোমার বুকের রক্ত না পাইব, ততদিন'ত, আর'ত কেশে বেণী বাঁধিবনা।' সেই সঙ্গে ভীমও সভাস্থল কাঁপাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমিও দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্তপান করিব। এবং সেই রক্তে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করিয়া দিব।

ভীমের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সভাস্থ কুরুগণ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহাদের মুখ শুকাইল। দুঃশাসনের তো কথাই নাই। সকলের মুখে ধিকার খাইয়া, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি লজ্জায় মুখ নামাইলেন। বিদুর উঠিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ততক্ষণে আশ্চর্য্য ঘটনার প্রথম আবেগ কাটিয়া গিয়াছিল, কুরুদের আবার দুর্ম্মতি ফিরিয়া আসিল। দুর্য্যোধন আপন উরু দেখাইয়া কর্ণকে কহিলেন—'দাসীকে আন, আমার পদসেবা করুক।' কর্ণও তখন মহা উৎসাহে দ্রৌপদীকে নানা কটুকথা কহিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা সভামধ্যে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভীম বলিলেন—"দুর্য্যোধন পশু, নহিলে আপন কুলবধূকে উরু দেখাইতে লজ্জা বোধ করেনা? আমি পাপীষ্ঠের অই উরু গদাঘাতে ভঙ্গ করিয়া উহার প্রতিশোধ লইব। অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি কর্ণকে বধ করিব।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভীমসেনের ভীষণ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আবার দুর্য্যোধন প্রভৃতির মুখ শুকাইল। তাহার উপর সভাস্থ অধিকাংশ লোকই কৌরবদের—বিশেষতঃ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল যে দুষ্ট কুরুগণ আপনাদের অমঙ্গল আপনারাই ডাকিয়া আনিল—আর তাহাদের নিস্তার নাই।

সতীর অপমান ও লাঞ্ছনায় ভগবান বিরূপ হন—অপমানকারীর সর্ব্বনাশ ঘটে। পাণ্ডুপুত্রগণ পরম ধার্ম্মিক, ন্যায়বান—ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কি না সহিলেন? বিশেষতঃ আপনার কুলবধূ সাধ্বীসতী পতিব্রতাকে, একবস্ত্রে সভাতলে চুল ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, কি লাঞ্ছনাই না করা হইল—ইহারা কি মানুষ? পশুরও অধম। ভগবান নিশ্চয়ই

পশুদের সেইরূপই দণ্ড দিবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি, কৌরবগণের ধ্বংস—যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। তখন বাহিরেও হঠাৎ আপনা আপনি নানারূপ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল।

তখনও দ্রৌপদীর রোদন ও দুষ্টগণের উপহাসে ধার্ম্মিক সাধুগণের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, অন্ধরাজও লজ্জায় নতমুখ হইয়াছিলেন।

আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—"আপনার সম্মুখে আপনার বংশধরেরা যে কাণ্ড করিল, তাহা ইতর পশুতেও পারে না। শীঘ্র ইহার বিহিত করুন, নহিলে আপনি শীঘ্রই সবংশে নষ্ট হইবেন—ইহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি।"

ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া—ধৃতরাষ্ট্রের মনে মনে—বড় ভয় হইয়াছিল, তিনি পাণ্ডবগণকে, বিশেষ ভীমকে ভালরূপ চিনিতেন। এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণাদির কথায় তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি দ্রৌপদীকে কাছে ডাকাইয়া নানারূপ মিষ্ট কথায় বুঝাইলেন, এবং তাঁহাকে শান্ত করিয়া বর লইতে কহিলেন।

দ্রৌপদী কহিলেন—"ধর্ম্মরাজের দাসত্ব মোচন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ তাহাই আদেশ দিয়া, দ্রৌপদীকে পুনরায় বর চাহিতে কহিলেন। এবার দ্রৌপদী কহিলেন—"আমার অপর চারিজন স্বামীর দাসত্ব মোচন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র তাহাই করিলেন এবং দ্রৌপদীকে পুনরায় বর লইতে কহিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রও, যেন দিব্যচক্ষে আপনার সর্ব্বনাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য দ্রৌপদীকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু এবার দ্রৌপদী আর বর লইলেন না। তিনি করযোড়ে, বিনয়ের সহিত অন্ধরাজকে কহিলেন—"শাস্ত্রে বলে বৈশ্যের একবর, ক্ষত্রিয়ের

দুইবর এবং ব্রাহ্মণের তিনবর লইবার অধিকার আছে—তাহার অধিক আর লইতে পারেনা। আপনার কৃপায় দুইবর পাইয়াছি—তাহাই যথেষ্ট। আমার স্বামীগণ দেশপূজ্য বীর ও ধার্ম্মিক, তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতাতেই আবার শীঘ্র ধন, ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারিবেন।"

দ্রৌপদীর কথায় সকলেই তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু তবুও ধৃতরাষ্ট্রের মনের সম্পূর্ণ ভয় দূর হইল না—তিনি, পাণ্ডবগণকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। এদিকে ততক্ষণে আর এক কাণ্ড ঘটিতেছিল।

শিকার হাত ছাড়া হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। সহ্য করিতে না পারিয়া, কর্ণ পাণ্ডবগণকে কটু কথায় উপহাস করিয়া আপশোষ মিটাইতে লাগিলেন।

'শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন॥
হীন জন বাক্য কভু শুনি না শুনিবে।
হীন জন বচনে উত্তর নাহি দিবে॥'

ভীমের কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়াইয়াছিল। তখন তাঁহাদের আর দাসত্ব ছিলনা—তিনি যমের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল। তিনি, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেবকে যুদ্ধের আদেশ দিয়া উঠিলেন। নিকটেই একটা লোহার মুগুর ছিল—সেইটা হাতে তুলিয়া লইতে গেলেন। তখন যুধিষ্ঠির—কৌরবগণের সর্ব্বনাশ বুঝিয়া—ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা তাঁহাদের ফেলিবার নহে—চারি ভ্রাতায় শান্ত হইয়া বসিলেন।

যুধিষ্ঠির তখন অন্ধরাজের সম্মুখে গিয়া তাঁহার আদেশের জন্য কর-যোড়ে দাঁড়াইলেন। যুধিষ্ঠিরের, সৌজন্য ও মহত্বে পরম সন্তুষ্ট হইয়া

অন্ধরাজ তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব আবার যুধিষ্ঠিরকে ফিরাইয়া দিয়া রাজ্য পালন করিতে আদেশ দিলেন। চারিভ্রাতাও দ্রৌপদীর সহিত ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তম অধ্যায়

জালের মাছ পলাইলে ধীবরের যেমন কষ্ট হয়, পাণ্ডবেরা চলিয়া গেলে দুর্যোধনাদিরও সেইরূপ কষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা রাগে আপনার হস্ত আপনারা কামড়াইতে লাগিলেন।

শকুনি বলিল—"চিন্তা কি? পাশা খেলায় ডাকিলে যখন না আসিয়া উপায় নাই, এবং আমার পাশা মন্ত্র-সিদ্ধ—যা বলিয়া ফেলিব, তাহাই পড়িবে, তখন আবার পাশা খেলিতে ডাকিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লই কতক্ষণ? ভয় কেবল অই অন্ধ বুড়াকে বইত নয়? হায় হায় সর্ব্বনাশটাই করিয়া দিল।"

তখন দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া, আবার ধৃতরা নিকটে গেলেন, এবং নানা প্রকারে বুঝাইয়া অন্ধরাজের কর্ণে আবার ঢালিতে লাগিলেন।

"আপনিত স্নেহে মজিয়া উহাদিগকে আবার সর্ব্বস্ব দিয়া ছাড়ি দিলেন, কিন্তু এখন আমাদের উপায়? আমরা যেরূপ কার্য্য করিয়াছি তাহারা কি সে সকল ক্ষমা করিবে? আপনার উপরে ভক্তির জন্য, আপনার মুখ চাহিয়া, যদি বা আমাদের অন্য সকল অপরাধ ক্ষমা করে, কিন্তু দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ তাহারা না লইয়া ছাড়িবেনা।

পাণ্ডবেরা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া দাঁড়াইলে,—ত্রিভুবন আমাদের পক্ষে হইলেও আমরা পারিবনা। তাহারা বুঝিবা রণসজ্জা করিতেই গেল।" হায়—হায়—শেষে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিলেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মন আবার অস্থির হইল, তিনি তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও তাহাই চাহেন, সুতরাং আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় ডাকিবার কথা কহিল। এবারের পণ—যাহারা হারিবে তাহারা বারো বৎসরের জন্য বনে গমন করিবে এবং আর এক বৎসর তাহাদিগকে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইবে। সেই সময়ে কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলে, অথবা সন্ধান পাইলে, আবার তাহাদিগকে বারো বৎসরের জন্য বনে বনে কাটাইতে হইবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুর্য্যোধন পৃথিবীর সমস্ত রাজাদিগকে বশ করিয়া নিজের সৈন্য বল দৃঢ় করিতে পারিবেন, আর পাণ্ডব দিগকে ভয় থাকিবেনা।

আনন্দে ধৃতরাষ্ট্র সম্মতি দিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে—পুনরায় পাশা লিবার জন্য—নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া রায় এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কাহারও দাসন কথায় কাণ দিলেন না। তখন তাঁহারা কৌরবদের ধ্বংস নিশ্চয় চক্ষু য়া দুঃখিত মনে নীরব হইয়া রহিলেন।

যুগে পাণ্ডবেরা সকলেই কৌরবদের মনের অভিপ্রায় বুঝিলেন, কিন্তু উপায় নেই—পাশাখেলার আহ্বান ঠেলিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা মনে মনে ঈশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, আবার হস্তিনায় গেলেন।

আবার খেলা আরম্ভ হইল, আবার শকুনির জুয়াচুরি চলিল, আবার যুধিষ্ঠির হারিলেন। তখন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ ভ্রাতা

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে দারুণ বনবাসের কষ্ট কুন্তীর সহ্য হইবেনা ভাবিয়া, বিদুর তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করতঃ আপন বাটীতে রাখিয়া দিলেন। মাতার নিকট হইতে পাণ্ডবদের বিদায় লইবার দৃশ্যে পশু পক্ষীও নীরবে চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসাইয়াছিল।

দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের বন-গমনকালে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন—দুর্য্যোধনের শতভাইকে ও বন্ধু বান্ধবগণকে তিনি বিনাশ করিবেন। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন 'আমি কর্ণকে বধ করিব।' সহদেব প্রতিজ্ঞা করিলেন 'আমি শকুনিকে মারিব' এবং নকুল প্রতিজ্ঞা করিলেন 'আমি কুরুসৈন্য ধ্বংস করিব।'

তখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি সকলের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। লজ্জায় ঘৃণায় ও দুঃখে কাহারও মুখে কথা সরিলনা, সকলেই হেঁট মস্তকে বসিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছিলেন।

তখনও ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষু ফুটিয়াছিল কি না কে জানে, কিন্তু তিনি ঘন ঘন আতঙ্কে শিহরিতেছিলেন।

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ

বনপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, তপস্বীর বেশে দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চপাণ্ডব যখন বনগমন করিলেন, তখন রাজ্যের যত ব্রাহ্মণ, তপস্বী মুনিঋষি প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিস্তর অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক বুঝাইয়াও তাঁহাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না। তাঁহারা বনে বনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নানা বিপদের মধ্যে থাকিয়া প্রাণ দিবেন তাও ভাল—তবুও অধার্ম্মিক, খল, কপট, মহাপাপী দুর্য্যোধনের নিকটে থাকিবেন না।

এত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিলেও, তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইল। তাঁহাদের আপনাদিগেরই খাইবার সংস্থান নাই—তিনি এই সকল সহস্র সহস্র মুনি ঋষি, ব্রাহ্মণ, স্বজনকে কিরূপে খাওয়াইবেন? যুধিষ্ঠির যাইতে বলিলেও তাঁহারা তাঁহাদিগকে ছাড়িতে চাহেন না, বরং স্পষ্টই বলেন—'মহারাজ আপনাকে আমাদিগের ভরণ পোষণ করিতে হইবেনা, সেজন্য ভয় পাইবেন না। আমরা সকলেই আপনারা ভিক্ষা করিয়া খাইব এবং আপনার নিকটে থাকিব।

এ কথার উপরে আর কথা চলেনা, সুতরাং যুধিষ্ঠির আর বাধা দিলেন

না। কিন্তু তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে থাকিতে আসিয়া তাঁহারা যে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিবেন তাহাও সঙ্গত নহে। নিতান্ত চিন্তিত হইয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধৌম্য বলিলেন 'মহারাজ, সূর্য্যদেব—লোক পালক, তাঁহার আরাধনা করুন, তিনিই উপায় করিয়া দিবেন।'

ধৌম্যের কথায় যুধিষ্ঠির সূর্য্যের আরাধনা করিলেন। সূর্য্য উদয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে একটি হাঁড়ি দিয়া বর দিলেন—'যতক্ষণ দ্রৌপদী আহার না করিবেন, ততক্ষণ এই হাঁড়ি পূর্ণ থাকিবে। যত ঢালিবে অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ফুরাইবেনা, নিত্য জগৎব্রহ্মাণ্ড ভোজন করাইতে পারিবে। কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজন শেষ হইলেই হাঁড়িও শূন্য হইবে। 'সেই হাঁড়ি' এবং সূর্য্যের বরে পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে থাকিয়া সকল লোককে স্বচ্ছন্দে পালন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের বনগমন শুনিয়া বৃষ্ণি, ভোজ, যদু, পাঞ্চাল প্রভৃতি ভারতের বিস্তর রাজা মহারাজা সেখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করিলেন, এবং রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দর্শনে সকলেই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কুরুদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে—তাঁহারা সকলেই আপনাপন প্রাণ দিয়াও পাণ্ডবদের সাহায্য করিবেন।

এত লোকের সহানুভূতি পাইয়া এবং সর্ব্বদা মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদের দিন একপ্রকার শান্তিসুখে কাটিলেও, দ্রৌপদী এবং ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির প্রাণে সর্ব্বদাই আগুন জ্বলিতেছিল। ছল পাশাখেলা এবং দ্রৌপদীর অপমানের কথা কেহই ভুলেন নাই। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের নিকটে কিছু না বলিলেও, দ্রৌপদী প্রায়ই তাঁহার নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নানারূপে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতেন।

"সদা ক্ষমা করে তার দুঃখ নাহি অন্ত।
সদা ক্ষমী না হইবে, সদা তেজবন্ত॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥"

যুধিষ্ঠিরও তাহার উত্তরে তাঁহাকে নানামতে বুঝাইয়া বলিতেন,—

"ক্রোধ সম মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তাহার নিস্তার নাই ক্রোধ ধরে যারে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হলে বলে॥
থাকুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অঙ্গে অস্ত্র মারি॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥"

এইরূপে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। রাজাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও আসিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া প্রবোধ দিলেন, এবং বনবাস শেষ হইলে সকলে মিলিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মব্রত, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বজায় রাখিতে এবং ঈশ্বরের উপরে কার্য্যের ফল অর্পণ করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে বলিলেন। ধর্ম্মপথে নির্ভর করিয়া থাকিলে শেষে তাহার জয় নিশ্চিত, একথা তিনি নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিলেন।

"কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥

ফল লোভে ধর্ম্ম করি ধর্ম্ম লোপ করে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক ভিতরে ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও রাজাগণ চলিয়া গেলে, একদিন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাদের নিকটে আসিলেন, এবং নানারূপ উপদেশ দেওয়ার পরে যুধিষ্ঠিরকে 'প্রতিস্মৃতি' নামক এক মন্ত্র দিয়া কহিলেন—'এই মন্ত্র অর্জ্জুনকে শিখাইয়া তাহাকে মহাদেবের আরাধনার জন্য পাঠাও। এই মন্ত্র বলে শিব সদয় হইয়া দর্শন দিবেন। তাঁহার নিকট হইতে বর এবং অস্ত্রাদি লাভ করিতে পারিলে, বনবাসের পরে তোমরা অনায়াসেই যুদ্ধে রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবে।'

ব্যাসদেবের কথামত যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সেই মন্ত্র দিয়া শিবের তপস্যা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনও সেই মন্ত্র পাইয়া পরম আনন্দিত মনে হিমালয়ে গমন করিলেন এবং তথায় এক ভীষণ পর্ব্বত মধ্যে মহাদেবের জন্য মহা তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার তপের প্রভাব এতই বাড়িল, যে মহাদেব আর দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তাঁহার তপস্যাকালে একদিন একটা ভয়ানক বরাহ আসিয়া অর্জ্জুনকে তাড়া করিল। অর্জ্জুন তাহার উপর একটি বাণ মারিলেন,—আর ঠিক সেই একই মুহূর্ত্তে বনের মধ্য হইতে আর একটি তীর আসিয়া বরাহের অঙ্গে বিঁধিল, ও পরক্ষণেই এক ভয়ানক আকৃতি ব্যাধ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ব্যাধকে দেখিয়া অর্জ্জুন কহিলেন—"তুমি আমার শিকারের উপর বাণ মারিলে কেন? ইহা তোমার অন্যায় হইয়াছে।" ব্যাধও তাহার উত্তরে

ধমকাইয়া বলিল—"আমার অন্যায় না তোমার অন্যায়!' ও আমার লক্ষ্য, আমিই আগে মারিয়াছি, তার উপর তুমি তীর ছুড়িয়া অন্যায় করিয়াছ।"

দুইজনে খুব যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য, যাঁহার গাণ্ডীবের শব্দে পৃথিবীর বীরগণ কম্পিত হয়, তিনি, সেই ব্যাধের কিছুই করিতে পারিলেন না। বরঞ্চ ব্যাধের নিকটে তিনি হারিতেই লাগিলেন। তিনি তাঁহার যত অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, চক্ষের পলকে ব্যাধ সে সকল নষ্ট করিয়া দেয়। তিনি কিছুতেই কিছু করিতে পারেন না। অবশেষে তাঁহার তূণ শূন্য হইল আর একটিও বাণ রহিল না।

তখন গাণ্ডীব লইয়া ব্যাধকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সেই ভয়ঙ্কর ব্যাধ চক্ষের নিমেষে তাঁহার গাণ্ডীব কাড়িয়া লইল। অর্জ্জুন তাহার মাথায় খড়্গ মারিলেন—খড়্গ দ্বিখণ্ড হইল। তখন অর্জ্জুন গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিলেন। ব্যাধও তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিল। উভয়ে কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধ চলিল। কিন্তু কেহই কাহাকে পরাস্থ করিতে পারিলনা। অর্জ্জুন ব্যাধের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—এবং দাঁড়াও, আগে আমি পূজা সারিয়া লই তারপরে বুঝিব তুমি কতবড় বীর।" অর্জ্জুন শিবপূজা করিতে বসিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অর্জ্জুন যতই মাটীর শিবের মাথায় ফুল দিতে লাগিলেন, সেই সকল ফুল সমস্তই সেই ব্যাধের মাথায় গিয়া পড়িতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন সকলই বুঝিতে পারিলেন এবং ব্যাধের পদে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

চক্ষের নিমেষেই ব্যাধ মহাদেবের মূর্ত্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং হাসিয়া কহিলেন—"আমি তোমার বল পরীক্ষা করিয়া খুসী হইয়াছি,

তুমি বর প্রার্থনা কর।" অর্জ্জুন মহাদেবেবনবাসের পরে তাঁহারা এক-
সে অস্ত্র ত্রিভুবনে অব্যর্থ। মহাদেব অর্জ্জুনল, সেই সময়ে উর্ব্বশীর শাপে
ফিরাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে 'পাশুপত' অস্ত্র ওপারিবেনা। দেবরাজের কথায়
এই সংবাদ শ্রবণে ইন্দ্র অর্জ্জুনকে বহু সঅনুরোধে পাঁচবৎসর স্বর্গেবাস
যম, অগ্নি, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ াত্ত এবং অন্যান্য দেবতাদিগের
মহা অস্ত্রগুলি অর্জ্জুনকে দান করিলেন।খিতে লাগিলেন। সেইখানে
করিতে লাগিলেন। ামীয় দৈত্যগণকে বধ করিয়া
ন ইন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার
ন।

দ্বিতীয় অধ্য

ইন্দ্র অর্জ্জুনকে স্বর্গে আনাইয়া আপনা
এবং তাঁহার মনে আনন্দ প্রদানের জন্য গন্ব য়
নৃত্যগীত আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন করিতে চলিয়া গিয়াছেন, পাঁচ
হয় নাই। দেবতাগণ সকলেই অর্জ্জুনকে ধ খবর নাই। পাণ্ডবেরা ও
নৃত্যগীতে সকলেই পুলকিত, সকলেই লন।
কিছুমাত্র সুখ ছিলনা। তাঁহারা রাজা হইয়াতে চারিভ্রাতা নানা প্রকার
অসহ্য কষ্ট সহিতেছেন। সেইজন্যই তিনি আআনিতেন এবং দ্রৌপদী সেই
আরাধনা করিতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যর মত খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে
পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে যত শীঘ্র ফিরিয়া গিয়, দ্রৌপদীর আহার না করা
মিলিত হইতে পারেন তাঁহার ততই মঙ্গপরিমাণে পেট ভরিয়া খাইয়া
হইয়া তাঁহাকে স্বর্গে আনিয়াছেন—তিনি সে
পারেন না। দেবতাগণের কৃপাই ধার্ম্মিক পাযাসিলনা। তাঁহারা অর্জ্জুনের

ধমকাইয়া বলিল—"আমার অ
লক্ষ্য, আমিই আগে মারিয়াছি
করিয়াছ।"

দুইজনে খুব যুদ্ধ বাধিল। f
প্রধান শিষ্য, যাঁহার গাণ্ডীবের
সেই ব্যাধের কিছুই করিতে প
হারিতেই লাগিলেন। তিনি
পলকে ব্যাধ সে সকল নষ্ট করিয়
পারেন না। অবশেষে তাঁহা
রহিল না।

তখন গাণ্ডীব লইয়া ব্যাধে
ব্যাধ চক্ষের নিমেষে তাঁহার
মাথায় খড়্গ মারিলেন—খড়্গ
জাপটাইয়া ধরিলেন। ব্যাধও
কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধ চলিল। কিন্তু
অর্জ্জুন ব্যাধের বল দেখিয়া বি
পূজা সারিয়া লই তারপরে বু
করিতে বসিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অর্জ্জ
লাগিলেন, সেই সকল ফুল
লাগিল। তখন অর্জ্জুন সকলই
ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

চক্ষের নিমেষেই ব্যাধ ম
হাসিয়া কহিলেন—"আমি ে

র অনুগ্রহ লাভের আশায় স্বর্গের আনন্দে
যখন একাকী বিশ্রাম করিতেছিলেন—
ত হইয়া উর্ব্বশী গিয়া তাঁহার নিকটে
র্গের অপ্সরা—তাহার উপর সেদিন তাহার
র্ব্বাঙ্গ হইতে বিদ্যুতের মত রূপের প্রভা
অবস্থায় হঠাৎ উর্ব্বশীকে উপস্থিত হইতে
হইয়া রহিলেন।
র অর্জ্জুনকে বলিল—'আমি তোমাকে
আমাকে গ্রহণ কর। আমি নিত্য নিত্য
করিব।'
খিলে লোকে যেমন মহাভয়ে চমকিয়া
ন উর্ব্বশীর কথায় চমকিয়া দশহাত
ন, 'মা আমি তোমার সন্তান, আমাকে
র সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, জিতেন্দ্রিয় পার্থ
রলেন।
করিয়া যাইতে বলিলেন, তখন উর্ব্বশী
রলনা। হঠাৎ উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া
যেমন অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলে
হইবে।'
পের কথা মনে করিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত
ন্তু ইন্দ্র যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন
পরিচয় পাইয়া, তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট
র শাপ তোমার পক্ষে বর হইবে।' তাহার

পরে বুঝাইয়া বলিলেন যে বারো বৎসর বনবাসের পরে তাঁহারা এক-বৎসরের জন্য যখন অজ্ঞাতবাসে থাকিবেন, সেই সময়ে উর্ব্বশীর শাপে কেহ তোমাকে অর্জ্জুন বলিয়া চিনিতে পারিবেনা। দেবরাজের কথায় অর্জ্জুন আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পাঁচবৎসর স্বর্গেবাস করিয়া গন্ধর্ব্ব চিত্রসেনের নিকটে গীতবাদ্য এবং অন্যান্য দেবতাদিগের নিকট হইতে নানারূপ আশ্চর্য্য বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। সেইখানে দেবতাদের পরম শত্রু নিবাত কবচ নামীয় দৈত্যগণকে বধ করিয়া দেবগণকে নিরাপদ করিলেন এবং অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার সমুদয় অস্ত্র এবং নানারূপ বর লাভ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এদিকে সেই যে অর্জ্জুন শিবের তপস্যা করিতে চলিয়া গিয়াছেন, পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল তবুও তাঁহার খোঁজ খবর নাই। পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী তাঁহার জন্য অত্যন্ত ভাবিতে লাগিলেন।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে চারিভ্রাতা নানা প্রকার ফল মূল ও শিকারের মাংস সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং দ্রৌপদী সেই সকল রন্ধন পূর্ব্বক সকল লোক জনকে মায়ের মত খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে আপনি আহার করিতেন। সূর্য্যের বরে, দ্রৌপদীর আহার না করা পর্য্যন্ত সকলেই চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় প্রচুর পরিমাণে পেট ভরিয়া খাইয়া বনবাসী পাণ্ডবদের জয়গান করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতেও পাণ্ডবদের মনে শান্তি আসিলনা। তাঁহারা অর্জ্জুনের

অদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইলেন। ভীম তো জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মুখের উপরেই দারুণ অভিমানে বলিতে লাগিলেন 'আপনার সহগুণকে ধন্যবাদ, আপনার সহগুণের জন্যই আমরা রাজ্যেশ্বর হইয়াও আজ বনবাসী; রাজরাণী হইয়াও দ্রৌপদী ভিখারিণী। যে সময়ে কপট পাশায় দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, এবং সভাতলে—আমাদেরই চক্ষের উপরে দ্রৌপদীকে জঘন্য অপমান করিল—তখনই তাহার প্রতিশোধ লইতাম, আপনি ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেই তাহাদের চিহ্নমাত্র থাকিত না—কিন্তু ধন্য আপনি, যে, সে সকল সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। সেই পাপ পাশা খেলার ফলেই আজ অর্জ্জুনকে হারাইলাম। অর্জ্জুনকে না পাইলে আমরা কেহই বাঁচিব না শ্রীকৃষ্ণও বাঁচিবেন না পাঞ্চালেরাও বাঁচিবে না।'

'সত্য পালনের জন্যই যদি এত সহ্য করিতে হয়—উত্তম, আগে শত্রু মারিয়া নিষ্কণ্টক হই তারপরে বনবাসে আসিয়া সত্যপালন করিব। ইহাতে যদি জ্ঞাতিবধের পাপ হয়—দান যজ্ঞ করিয়া তাহা খণ্ডন করিব।' অতএব অনুমতি দিন আজই শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করি। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ আর রক্ষা নাই। অগ্রে শত্রু মারি, তার পরে যা বলিবেন সেইরূপ করিব।

ভীম অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, নকুল সহদেবও অর্জ্জুনের বিচ্ছেদে অধীর হইয়া ভীমের মতে মত দিলেন। আর দ্রৌপদীর তো কথাই ছিলনা। তাঁহার মত অপমান কে সহিয়াছে? সেই অপমানের আগুনে তাঁহার মন অনবরত ধু ধু জ্বলিতেছিল। তাহার উপর অর্জ্জুনকে হারাইয়া তিনিও উন্মাদিনীর মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভীমের ক্রোধের আগুনে তিনি অনবরত আপনার অপমানের ঘৃত ঢালিতে লাগিলেন।

সকলে যখন নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তখন শান্ত, স্থিরবুদ্ধি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সকলকে বুঝাইয়া, ভীমকে বুকে টানিয়া নিয়া মস্তক

চুম্বন করিলেন, এবং অতি ধীরভাবে বুঝাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

"যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সর্ব্ব অরি॥
ধর্ম্ম করি আচরিলে অধর্ম্ম আবার।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমাদের আর॥
ভাই বন্ধু দারাসুত কেহ কিছু নয়।
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়॥
জান ভাই বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয়॥"

'তবে আর ভয় করিতেছ কেন, দুঃখ কেন, অনুতাপ কেন? ধর্ম্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বন্ধু—অন্য কারণের জন্য নহে। আর শ্রীকৃষ্ণ যাহার বন্ধু পরিণামে তাহার নিশ্চয় জয় হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্ম ভজিলে সেই শ্রীকৃষ্ণও আমাদিগকে ছাড়িবেন। তখন আমাদের গতি কি হইবে? অতএব ভাই ধর্ম্মপথ কখনও ছাড়িও না।' যুধিষ্ঠিরের কথায় সকলে আবার শান্ত হইলেন।

তাহার অল্প কয়েকদিন পরে স্বর্গহইতে মহামুনি 'লোমশ' অর্জ্জুনের সংবাদ লইয়া পাণ্ডবদের নিকটে আসিলেন। তাঁহার মুখে অর্জ্জুনের সকল সংবাদ শুনিয়া, এবং তাঁহার অস্ত্র লাভ ও দেবতাদের কৃপা লাভের কথা জানিতে পারিয়া সকলে যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহারা আরও শুনিলেন যে লোমশ মুনি তীর্থ যাত্রা করিবেন। তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলনা। লোমশ মুনির সঙ্গেই, দ্রৌপদীকে লইয়া পাঁচভাই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

লোমশ মুনি পাণ্ডবদের নিকটে অর্জ্জুনের সংবাদ দেওয়ার পরে সে সংবাদ মুখে মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার তপস্যা, তাঁহার পাশুপত এবং অন্যান্য অস্ত্র লাভ, দেবতাদের সাহায্য লাভ, এবং তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তার কথা শুনিয়া পাণ্ডব-বন্ধুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং অর্জ্জুনকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রও সে সংবাদ পাইলেন। তিনি অর্জ্জুনের চরিত্রে ও ক্ষমতায় অবাক হইয়া, মনে মনে বড় ভীত হইলেন, এবং সঞ্জয়ের নিকটে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দুঃশাসন, প্রভৃতির কার্য্যের জন্য বিস্তর নিন্দা করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে হিমালয়ের অতি কঠোর স্থানে আসিলেন, এবং তথায় কিছুকাল থাকিয়া পরে বদরিকা-শ্রমেরদিকে যাইবেন মনস্থ করিলেন। সে সময়ে পথে তাঁহাদের নানা বিপদ আপদ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মহাবলবান ভীমের সাহস ও বাহুবলে তাঁহারা সকল বিপদ হইতে পার হইয়াছিলেন।

একদিন সকলে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। দ্রৌপদী একটু তফাতে এক বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে হঠাৎ শূন্য হইতে একটি পদ্মফুল পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব মধুর গন্ধে চারিদিক ভর্‌ভর্ করিতে লাগিল। হঠাৎ এরূপ চমৎকার গন্ধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা সকলেই ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দৌপদী দেখিলেন—তাঁহার অতি নিকটেই একটি চমৎকার পদ্ম পড়িয়া রহিয়াছে।

পদ্মফুলটি বড়ই আশ্চর্য্য এবং চমৎকার। সেটি সোণার এবং তাহার বোঁটা নীল মণীর দ্বারা প্রস্তুত—কিন্তু তাহা হইতেই সেই চমৎকার মধুর

গন্ধ ছুটিতেছিল। সকলে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এরূপ অপূর্ব্ব পদ্মফুল হঠাৎ কোথা হইতে আসিল?

দ্রৌপদী সেই পদ্মফুলটি লইয়া হাসিতে হাসিতে ভীমকে কহিলেন— "এইরূপ গুটিকতক পদ্মফুল যদি আমাকে আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি বড় সুখী হইব।"

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর কোন সাধ মিটাইতে পারেন নাই বরং যথেষ্ট কষ্ট ও দুঃখ দিয়াছেন এবং দিতেছেন। তাঁহার একটি সাধ মিটাইলে যদি তিনি সুখী হন, তাহা হইলে তাহার জন্য পাণ্ডবেরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ভীম তাঁহাকে সেইরূপ পদ্ম আনিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া লোমশ মুনির কথায় উত্তর দিকে গমণ করিতে লাগিলেন।

বহুদূর গিয়া কৈলাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলে পথে এক বাধা পড়িল। ভীম দেখিলেন একটা বড় বানর একেবারে পথ জুড়িয়া শুইয়া রহিয়াছে। কাহাকেও ডিঙ্গাইয়া গেলে পাতকের ভাগী হইতে হয়— কারণ পৃথিবীর ইতর, ভদ্র, ছোট বড়, সর্ব্বজীবেই আত্মারূপে ভগবান আছেন। সেইজন্য ভীম বানরকে পথ ছাড়িয়া দিতে কহিলেন।

বানর সেকথা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। যেমন ছিল তেমনিই পড়িয়া রহিল। তাহাতে ভীমের রাগ হইল, তিনি ধমকাইয়া বলিলেন—'আমি রাজা পাণ্ডুর মধ্যম পুত্র, পবনের বরে জন্মিয়াছি। আমার নাম ভীম— আমার নাম জানেনা এমন—কেহ ত্রিভুবনে নাই। এখন শুনিলে তো? পথ ছাড়িয়া দাও—দেরী করিতে পারিনা।

বানর অতি কাতর স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—'আমি ব্যারামে ভুগ্‌ছি, নড়বার শক্তি নাই। দয়া করে আমার লেজটা সরিয়ে দিয়ে চলে যাওনা বাপু।" কাজেই বাধ্য হইয়া ভীম তাহার লেজ ধরিয়া সরাইতে গেলেন। কিন্তু হরি—হরি—লেজ সরাইয়া দেওয়া দূরের কথা

—তিনি তাঁহার সমস্ত বলে চেষ্টা করিয়াও তাহা একতিলও নাড়িতে পারিলেন না। তখন ভীম অবাক হইয়া নম্র স্বরে মিনতি পূর্ব্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বানর কহিল—

'আমি পবন নন্দন হনুমান, তোমার বড় দাদা। তোমার শক্তি পরীক্ষা করিলাম।' হনু মনে মনে ঈষৎ হাসিল।

পরিচয় পাইয়া ভীম তাহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিলেন, হনুমানও তাঁহাকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভীম আপনাদের সকল অবস্থার কথা এবং উপস্থিত প্রয়োজন তাহাকে জানাইলেন। সকল শুনিয়া হনুমান কহিল—যুদ্ধের সময় আমি অর্জ্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া সিংহনাদ করিব, তাহাতেই অর্জ্জুনের রথ কেহই হটাইতে পারিবেনা এবং তোমাদের অর্দ্ধেক রণজয় হইবে।' এই বলিয়া হনুমান ভীমকে স্বর্ণ পদ্মের সন্ধান বলিয়া দিল।

হনুমানের কথামত গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর উঠিয়া ভীম কুবেরের সরোবরে সেই পদ্মফুল দেখিলেন এবং রক্ষকদের মারিয়া ধরিয়া একরাশি ফুল আনিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন।

তাহার পরে তাঁহারা বদরিকাশ্রমের দিকে চলিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বদরিকাশ্রমে কিছুদিন পাণ্ডবেরা মনের সুখে রহিলেন। তাঁহাদের একমাত্র দুঃখ কেবল অর্জ্জুনের জন্য, এক্ষণে তিনি আসিয়া মিলিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এমন সময়ে ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জ্জুন সেইখানে আসিয়া পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সঙ্গে মিলিলেন। সেখানে

মহা আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেল। তখন তাঁহাদের তীর্থভ্রমণও শেষ হইয়াছিল। সকলে আবার কাম্যকবনের দিকে চলিলেন।

ফিরিবার মুখে তাঁহারা প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অন্যান্য যদুগণের সঙ্গে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ তাঁহারা আপনাদের প্রাণপণ করিয়াও পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিয়া দিবেন। সেখানে কয়েকদিন আনন্দে কাটিবার পরে তাঁহারা আবার বিদায় হইয়া কাম্যকবনের দিকে চলিলেন। বিদায়কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বিস্তর আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

যতেক দেখহ কর্ম্ম সকলের সার ধর্ম্ম
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয় চিরদিন নাহি রয়
অল্পদিনে অধর্ম্মীর অন্ত ॥
তোমার এ দুঃখ নয়, সত্য জেন মহাশয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত নিশার স্বপন মত
অল্পদিনে হইবে নিধন ॥

ক্রমে তাঁহারা কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া এক আশ্রম প্রস্তুত করিলেন, এবং সেখানে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চভ্রাতা সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চভ্রাতা চতুর্দ্দিক শীকার এবং ফলমুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতেন, দ্রৌপদী রন্ধন পূর্ব্বক সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতেন।

সূর্য্যের বরে তাঁহাদের কিছুই অনাটন হইতনা। বনবাসে থাকিয়াও তাঁহারা রাজারই মত বিস্তর লোক জনকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদের প্রশংসার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল।

এদিকে দুর্যোধনেরাও সকল শুনিল, তাহারা মনে মনে হিংসায় ফাটিতে লাগিল। হায় হায় তাহারা এত ছলে ও কৌশলে পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া বনে পাঠাইল তবুও তাহারা রাজার মতই অসংখ্য লোক জনে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। লোকের মুখে যে তাঁহাদের সুখ্যাতি ধরেনা।

শকুনি কর্ণ প্রভৃতি পরামর্শ স্থির করিল, যে শত্রুকে আপনাদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে না পারিলে তাহাদের সুখ পূর্ণ হইতেছেনা এবং শত্রুর মনেও প্রকৃত দুঃখ হইতেছেনা। তাহারা পরামর্শ করিয়া সকলে দলবলে এবং পরিজনের সহিত মহা আড়ম্বরে পাণ্ডবদিগকে আপনাদের ঐশ্বর্য্য সম্পদ দেখাইতে চলিল। তাহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে কিছু জানাইলনা। দুর্য্যোধন জানিত, যে তাঁহারা কখনই এরূপ কার্য্য করিতে অনুমতি দিবেন না। কর্ণ ও শকুনি গিয়া চুপি চুপি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া তীর্থযাত্রার অনুমতি আনিল।

মহা আড়ম্বরে কুরুসৈন্য বাহির হইলে, তাহাদের পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। সকলেই মনে ভাবিল যে কুরুগণ নাজানি কোন মহাদেশ জয় করিতে যাইতেছে। কুরুগণ ও মহাদম্ভে আস্ফালন করিয়া দুই পার্শ্বের বন, বাগান সকল লণ্ডভণ্ড করিতে করিতে চলিল।

প্রভাস তীর্থের নিকটে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের একটি অতি সুন্দর এবং বৃহৎ উদ্যান ছিল। কুরু সৈন্যগণ যখন সেই বাগানে ঢুকিয়া গাছ, ফুল, ফল সকল নষ্ট করিতে লাগিল, তখন রক্ষকগণ বাধা দিল। কিন্তু মহা-দাম্ভিক কুরুগণ তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়াদিল। তাহারা গিয়া তাহাদের রাজার কাছে সকল সংবাদ দিল।

শুনিবামাত্র চিত্রসেন রাগিয়া আগুন হইলেন এবং তখনিই তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া কুরুগণকে উচিতমত শিক্ষা দিতে চলিলেন। উভয়

দলে দেখা হইলে মহা যুদ্ধ বাধিল। গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে কুরুগণ কিছুতেই পারিলনা। দুর্য্যোধনের দলের অধিকাংশ সৈন্য মরিল। তাহার প্রধান সহায় এবং সখা কর্ণ পর্য্যন্ত সে যুদ্ধে হারিয়া প্রাণভয়ে দেশেরদিকে পলাইল—স্ত্রীলোকগণের পর্য্যন্ত মুখ চাহিল না। দুর্য্যোধনের যে সকল সৈন্য এবং বন্ধুবান্ধব বাকী ছিল—কর্ণকে পলাইতে দেখিয়া তাহারাও তাহার পাছু পাছু পলাইল, কেবল রাজা দুর্য্যোধন স্ত্রীলোকগণকে ফেলিয়া পলাইতে পারিলনা। তখন চিত্রসেন দুর্য্যোধনের সহিত কুরু-কামিনীগণকেও বাঁধিয়া রথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

রমণীগণ দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে অশেষপ্রকার গালিমন্দ দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের রোদনে পৃথিবী ভাসিল। কিন্তু গন্ধর্ব্বরাজ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তখন দুর্য্যোধনের রাণী ভানুমতী এবং অন্যান্য কুরু-মহিলাগণ, যুধিষ্ঠিরের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দয়া ভিক্ষা করিল।

ভানুমতীর প্রেরিত দূত যখন যুধিষ্ঠিরের নিকটে কাঁপিতে কাঁপিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা কহিয়া যখন সাহায্য ভিক্ষা করিল, যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য চারি পাণ্ডবের মনে বড় আনন্দ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে পাপ দুর্য্যোধনের উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আর যুদ্ধ করিয়া আপনাদের রাজ্য উদ্ধার করিতে হইবেনা। কিন্তু তাঁহাদের মনেরভাব বুঝিয়া ঘৃণায় যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে ধমকাইলেন এবং বলিলেন—

আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চজন॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তরশত॥

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নাম করিয়া কুরুবধূগণ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিতে বলিলে, চিত্রসেন ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কাহাকেও ছাড়িলেন না। তখন তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের মহাযুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে যে সকল মহা অস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা চিত্রসেনকে হারাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকেও বাঁধিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে আনিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি গন্ধর্ব্বরাজের বন্ধন খুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং দুর্য্যোধন, কুল-কামিনীগনেরও বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। চিত্রসেন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। অপমানে প্রাণে জ্বলিতে জ্বলিতে, দুর্য্যোধন ম্লানমুখে স্ত্রীগণের সহিত হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

তাহাতে দুর্য্যোধনের চৈতন্য হইল এবং পাণ্ডবদের মহত্ত্বে মন গলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই কর্ণ শকুনি প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় তাঁহার মনে বিষ ঢালিয়া দিল। তাহারা বলিল—'পাণ্ডবেরা যে বনে বাস করিতেছে তাহাতো তোমারই রাজ্যের মধ্যে—সুতরাং তারা তোমার প্রজা। প্রজা রাজাকে রক্ষা করিতে বাধ্য, তাই দায়ে পড়িয়া, যুধিষ্ঠির তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাকথা শুনিয়া আবার দুর্য্যোধনের মন বিগড়াইয়া গেল। তাহার উপর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক যে তাঁহার জাতিকুল, মানমর্য্যাদা এবং জীবন রক্ষা হইয়াছে ইহাতে তাঁহাদের উপর ক্রোধ এবং শত্রুতা আরও বাড়িল। দুর্য্যোধন দারুণ হিংসা এবং ক্রোধে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তাহার ইচ্ছা হইল যে তখনই পাণ্ডবদের মাথাগুলি ছিঁড়িয়া আনে। কিন্তু তাহা যে অসম্ভব তাই ভাবিয়া সে আরও জ্বলিতে লাগিল, এবং সকলের সহিত দিবারাত্রি পাণ্ডবগণের বিনাশের মন্ত্রনা আরম্ভ করিল।

সেই সময়ে একদিন দুর্ব্বাসা মুনি দশ হাজার শিষ্য লইয়া হস্তিনায়

উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন পরম সমাদরে আতিথ্য সৎকার করিয়া মুনিকে সন্তুষ্ট করিল। মুনি তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া বর দিতে চাহিলেন।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিয়া দুর্ব্বাসাকে কহিল—'আমরা এইবর চাই যে আপনি, দ্রৌপদীর আহারের পরে, অসময়ে এইরূপে সশিষ্যে কাম্যবনে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে অতিথি হইবেন।' দুর্ব্বাশাও তাহাতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এই দুর্ব্বাসা ভয়ানক ঋষি। তাঁহার মত ক্রোধী লোক পৃথিবীতে আর কেহই জন্মে নাই। পান হইতে চূণ খসিলেই তিনি অভিশাপে সকলকে ভস্ম করিতেন। কথায় কথায় তাঁহার অভিশাপ ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। যত ক্রোধ এবং অভিশাপ একত্র হইয়াই যেন দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলে দুর্য্যোধনেরা বড় আনন্দিত এবং সুখী হইল। শকুনি কর্ণ প্রভৃতি তো আনন্দে নাচিতে লাগিল—এবারে পাণ্ডবদের বিনাশ নিশ্চিত। দ্রৌপদীর আহারের পরে গেলে—দশ হাজার লোককে বনবাসী যুধিষ্ঠির কিছুতেই খাওয়াইতে পারিবেনা, আর তখনই দুর্ব্বাসার শাপে সকলে ভস্ম হইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেদিন মাঘমাসের চতুর্দ্দশী। সকলকে খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরে আপনি আহার করিবার পূর্ব্বে, দৌপদী, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতিকে চারিদিকে পাঠাইয়া জানিলেন যে, কেহ কোথাও তখনও অভুক্ত আছে কিনা? যখন শুনিলেন যে সামান্য মাছিটি পর্য্যন্ত খাইতে আর বাকী নাই; তখন কৃষ্ণা সেই সূর্য্য দত্ত হাঁড়ি হইতে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া আপনি আহার করিলেন এবং রন্ধনশালা পরিষ্কার করিয়া আসিয়া বসিলেন। ক্রমে রাত্রি, অধিক হইতে চলিল বিশ্রামের সময় নিকট হইয়া আসিল, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির সংবাদ পাইলেন যে দশহাজার শিষ্য লইয়া দুর্ব্বসা মুনি তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইতে আসিতেছেন।

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পাঁচ ভাই অগ্রসর হইয়া গিয়া, পথে দুর্ব্বাসার চরণবন্দনা করিলেন। দুর্ব্বাসা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন আমি হস্তিনায় দুর্য্যোধনকে দেখিতে গিয়াছিলাম তাহাকে দেখিবার পরে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল তাই সেখান হইতে, কোথাও বিশ্রাম না করিয়াই বরাবর তোমার কাছে আসিয়াছি। আমার নিকট তোমরা দুইজনেই সমান স্নেহের পাত্র। এক্ষণে এক কার্য্য কর। পথশ্রমে আমার শিষ্যগণ এবং আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, শীঘ্রগিয়া দৌপদীকে রন্ধন করিতে বল। আমরা প্রভাসের জলে স্নান সন্ধ্যা সারিয়া যাইতেছি।

দুর্ব্বাশার কথায় পাণ্ডবদের চক্ষু কপালে উঠিল। এতরাত্রে এত-লোককে দ্রৌপদী কিরূপে খাওয়াইবেন? তাঁহার যে আহার হইয়া গিয়াছে আজ বুঝি মুনির শাপে তাঁহাদের সকলকে ভস্ম হইতে হয়। তবুও 'ধর্ম্ম যা করেন ঘটিবে ভাবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সারিয়া

আসিতে বলিয়া আশ্রমে আসিলেন এবং দ্রৌপদীকে সকল কথা জানাইলেন।

দ্রৌপদী কহিলেন—'প্রভু, এই রাত্রিটুকু কাটিলে, কাল সকালে দশ হাজার কেন, দশ লক্ষ লোক আসিলেও আমি সূর্য্যের আশীর্ব্বাদে খাওয়াইতে পারি। কিন্তু আজ যে আমি আহার করিয়াছি আজ তো আর একটি প্রাণীও খাওয়াইতে পারিব না। তখন দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠির ঐকান্তিক মনে, এক প্রাণে বিপদের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। এবং অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদের বিপদ বুঝিয়া শীঘ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

'যুধিষ্ঠির হেরিয়া গোবিন্দ আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন॥'

ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত বিপদের কথা জানাইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্রৌপদীর যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিবার নয়। মহানন্দে দ্রৌপদী কহিলেন—

'সাধক বৎসল প্রভু, তুমি অন্তর্য্যামী।
দীনবন্ধু নাম তব জানিলাম আমি॥'

তারপরে দ্রৌপদী সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনির কথা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'ওসব কথা পরে শুনিব, আগে আমাকে কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধায় চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তো দ্রৌপদীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—হরি হরি—যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই বিপদ বাড়াইতে আসিলেন নাকি? দ্রৌপদী কহিলেন—প্রভু আপনি কি রহস্য করিতেছেন,

এতরাত্রে কোথায় কি পাইব যে খাইতে দিব ? আমার যে আহার হইয়া গিয়াছে। আমি রন্ধনপাত্র সকল তুলিয়া রাখিয়াছি তাহাতে কিছুই নাই।'

সে কথায় কাণ না দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি ক্ষুধায় আর দাঁড়াইতে পারিতেছিনা—'শীঘ্র কিছু খাইতে দাও। তুমি রন্ধনশালায় গিয়া দেখ—পাত্রে কিছু না কিছু আছে। আমার একবিন্দু হইলেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া সেই পাকপাত্র আনিয়া দেখাইলেন—কিছুই নাই। কিন্তু তখনও তাহার এককোণে একটি মাত্র অন্ন লাগিয়াছিল।

সেই অন্নটি দেখাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাত পাতিলেন এবং বলিলেন—'ওই যে রহিয়াছে শীঘ্র আমায় দাও।" দ্রৌপদী সেই অন্নকণাটি তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা খাইয়া আপন উদরে হাত বুলাইয়া উদ্গার তুলিতে তুলিতে বলিলেন—'ইহাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের আত্মা তৃপ্ত হউক।"

এদিকে দুর্ব্বাসা ও শিষ্যগণের সন্ধ্যা আহ্নিক প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ সকলের পেট আপনা আপনি ভরিয়া ফুলিয়া উঠিল এবং অনবরত ঢেঁকুর উঠিতে লাগিল। তাঁহারা সকলে পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে বলিলেন—কি সর্ব্বনাশ, আমরা যে যুধিষ্ঠিরকে আহারের আয়োজন করিতে বলিয়াছিলাম, এত রাত্রে সে কত কষ্টে সকল জোগাড় করিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে গিয়া খাইব ? কতকগুলি শিষ্য তো পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই খানেই শুইয়া পড়িল তাহাদের আর উঠিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিলনা। সুতরাং সে রাত্রিতে কেহই আর যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে গেলেন না—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবগণ সেবারে রক্ষা পাইলেন।

পরদিন তাঁহারা উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী মহা ঘটা করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া দিলেন। পরম সন্তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা কহিলেন,—

'এমন প্রকারে যদি হয় বনবাস॥
তবে আর কি জন্য স্বর্গেতে অভিলাষ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এইমত সর্ব্বদা রহিবে তৃপ্ত তুমি॥'

এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতি এইকথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, এবং কর্ণ শকুনি প্রভৃতি একত্রে মিলিয়া পাণ্ডবদের অনিষ্ট করিবার নানা উপায় ভাবিতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়

দুষ্ট কৌরবেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে পাণ্ডবদের অগোচরে কোন উপায়ে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার শোকে পাণ্ডুপুত্রগণ সকলেই প্রাণ দিবে, দুর্য্যোধন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। পরামর্শ স্থির হইলে দুর্য্যোধন তাহার ভগ্নিপতী জয়দ্রথকে দ্রৌপদী হরণ করিতে পাঠাইল।

অতি ভোরে জয়দ্রথ রথ লইয়া কাম্যকবনে গিয়া লুকাইয়া রহিল। প্রভাত হইলে, আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব স্নান করিতে গেলেন এবং ভীমার্জ্জুন শীকারের জন্য বাহির হইলেন। দ্রৌপদী আশ্রমে একাকী রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া জয়দ্রথ গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কুটুম্বকে আসিতে দেখিয়া দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি জয়দ্রথকে বসিবার আসন দিলেন এবং সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ দুই একটা কথার উত্তর দিয়া হঠাৎ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর হস্ত ধরিল এবং টানিয়া লইয়া গিয়া রথে তুলিয়া হস্তিনার দিকে রথ চালাইয়া দিল। দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব পরক্ষণেই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং শূন্য ঘর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। হঠাৎ দূর হইতে দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ আসিল। তাঁহারা চীৎকার করিতে করিতে সেইদিকে ছুটিলেন।

যে পথে জয়দ্রথ হস্তিনায় চলিয়াছিল, ভীমার্জ্জুনও সেই পথের পার্শ্বে শিকার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহারা দ্রৌপদীর চীৎকার ও রোদনধ্বনি শুনিয়া বিদ্যুৎবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়দ্রথ

দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভীমতো রাগে জ্ঞান হারাইলেন এবং চক্ষের নিমেষে জয়দ্রথের চুলের মুষ্টি ধরিয়া শূন্যে তুলিলেন।

ভীমের হস্তে জয়দ্রথের যে শাস্তি হইল, তাহা আর বলিবার নয়। অবশেষে প্রহারে প্রহারে জয়দ্রথ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তাহার মুখ এবং অঙ্গ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিস্তর বুঝাইয়া ভীমের হস্ত হইতে জয়দ্রথের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

তাহার পরে ধর্ম্মরাজ জয়দ্রথকে মিষ্ট ভৎ'সনা করিয়া ছাড়িয়া দিল, সে অপমানে এবং প্রহারে অর্দ্ধমৃত হইয়া আর হস্তিনায় ফিরিল না, বরাবর হিমালয়ে গিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিল।

কঠোর তপস্যার ফলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলে জয়দ্রথ কহিলেন—'এই বর দিন যে, আমি পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করিব।' শিব কহিলেন,—

'পরম পুরুষ যেই ব্রহ্ম সনাতন।
কৃষ্ণার্জ্জুন রূপে সেই নর-নারায়ণ॥'

তুমি, অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য সকলকে যুদ্ধে জিতিতে পারিবে।' শিব অন্তর্দ্ধান হইলে আনন্দে জয়দ্রথ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে সকল সংবাদ দিল।

এইরূপে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহারা সে বন ছাড়িয়া দ্বৈত-বনে গমন করিলেন, এবং নানা মুনির আশ্রম সকল বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। কাহারও

আর একপদ অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না, সকলেরই প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে জলের অন্বেষণে পাঠাইলেন।

চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়াও ভীম সে বনে কোথাও জল পাইলেন না—ক্রমে অন্য বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে একটি সুন্দর সরোবর দেখিয়া যেমন জল খাইতে নামিবেন—অমনি একটা বক বলিল—'জল ছুঁইওনা, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, পরে জল খাইও। প্রশ্নের উত্তর না দিলে জল খাইতে পাইবেনা।" কিন্তু ভীম সে কথায় কান দিলেন না। তিনি পিপাসায় মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাড়াতাড়ি গিয়া জলে নামিলেন। কিন্তু সেই জল ছুঁইবা মাত্র সেইখানে মরিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ভীমের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে পাঠাইলেন—কিন্তু তিনিও ফিরিলেন না—জল ছুঁইয়া ভীমের পার্শ্বে মরিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীও জল আনিতে গেল এবং সকলেই সেই জল ছুঁইয়া মরিয়া পড়িয়া রহিলেন।

যথন বিস্তর বিলম্ব হইল, অথচ কেহই ফিরিল না, তখন আচার্য্য হইয়া ধর্ম্মরাজ আপনি সন্ধান করিয়া করিয়া সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং ভ্রাতাগণেরও দ্রৌপদীর দশা দেখিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পর যুধিষ্ঠির শোকে আবার আকুল অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং প্রাণত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সেই বক তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। সকল বুঝিলেও যুধিষ্ঠিরের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিলনা। তিনি ভ্রাতাগণ ও দ্রৌপদীকে হারাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে তৃষ্ণায় তাহার প্রাণের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। তিনি সেই সরোবরে নামিতে গেলে, সেই বক
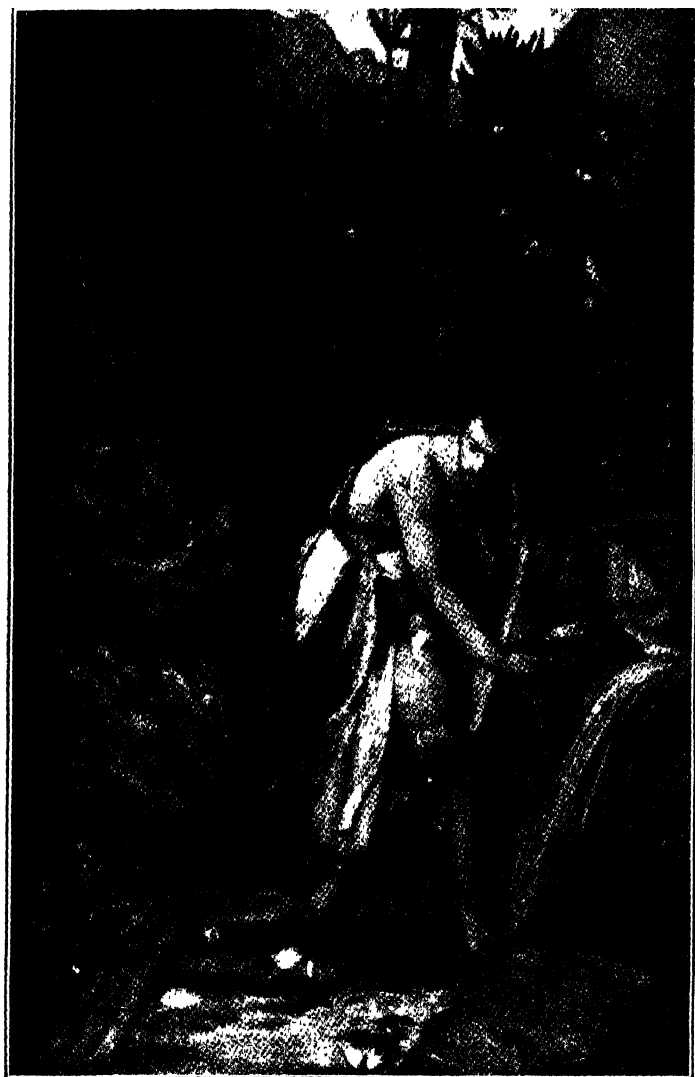
বলিল—আমার চারিটি প্রশ্ন আছে। তাহার উত্তর দিয়া জলে নাম। তোমার ভ্রাতারা আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া জলে নামিয়া প্রাণ দিয়াছে। তুমি আমার কথার জবাব দিয়া জল পানকর।' বকের কথায় যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া তাহার প্রশ্ন শুনিতে চাহিলেন। বক প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—'পৃথিবীর সংবাদ কি ?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন—সময় পাচক হইয়া দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠ দিয়া সূর্য্যের কিরণরূপ অগ্নিতে সংসাররূপ কড়া চড়াইয়া প্রাণীগণকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে।'

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বক দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল —'জগতে আশ্চর্য্য কি ?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'প্রতিদিন নিয়তই লোক মরিতেছে। ইহা দেখিয়াও লোকে ভাবে যে তাহারা মরিবেনা—অমর হইয়া আসিয়াছে। এই ভবিয়া তাহারা নিশ্চিন্তে কাল কাটায়। ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?'

বক তৃতীয়বার প্রশ্ন করিল—কোন পথ ঠিক ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—'নানা মুনির নানা মত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিও এক মত নয়। বিশ্বের প্রকৃত তত্ত্ব কেহই জানেনা। অতএব মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ।'

বক শেষ বার প্রশ্ন করিল—'জগতে সুখী কে ?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন—'যে ব্যক্তির ঋণ নাই এবং নিজের বাটীতে থাকিয়া দিনান্তে শাক ভাত খাইতে পায় সেই সুখী।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনিয়া বক কহিল—'আমি ধর্ম্ম; তোমাকে পরীক্ষা করিতে 'বক রূপ' ধরিয়া ছিলাম। তোমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিও পরিণামে সুখী হইবে।

'ধর্ম্ম না ছাড়িহ তুমি ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগরে হবে পার॥

তাহার পর ধর্ম্ম—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, এবং দ্রৌপদীকে বাঁচাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁহাদের লইয়া পরম আনন্দিত মনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন তাঁহাদের বনবাসের বার বৎসর ফুরাইয়া আসিয়াছিল। এইবারে এক বৎসর তাঁহাদিগকে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইবে। সেই সময়ে ব্যাসদেব দ্বৈত-বনে আসিয়া অজ্ঞাতবাসের সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়া কহিলেন,—

'সদা ধর্ম্মে মতি রাখ ধর্ম্মে দেহ প্রাণ।
ধর্ম্মে কৃষ্ণ কৃষ্ণে জয় দুঃখ অবসান॥'

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ

বিরাট পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর সময় কাটিয়া গিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিবার সময় আসিল। এই একটি বৎসর কাটানই সকলের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর এবং কঠিন কার্য্য। কারণ অজ্ঞাতবাসের নিয়ম এই যে, সেই সময়ের মধ্যে যদি কেহ পাণ্ডবদিগের সন্ধান পায় বা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আবার বারো বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে।

দুর্য্যোধন রাজচক্রবর্ত্তী। তাহার যেমন প্রতাপ তেমনিই লোকবল। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই তাহার রাজ্য। তাহার উপর তাহারা যেরূপ খল ও হিংসুক এবং পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য তাহারা যেরূপ সর্ব্বদাই চেষ্টিত তাহাতে তাহাদের পক্ষে পাণ্ডবগণকে খুঁজিয়া বাহির করা বিশেষ কঠিন কার্য্য নয়, একথা পাণ্ডবেরা বুঝিতেন। তাঁহারা আরও জানিতেন যে তাঁহাদিগকে বাহির করিবার জন্য দুর্য্যোধন তাহার সমস্ত সম্পত্তি এবং সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেও কাতর হইবেনা। সুতরাং অজ্ঞাতবাসের একটা বৎসর তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সাবধানে থকিতে হইবে। তাঁহারা সেই জন্য ব্যাস দেবের সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে তাঁহারা সকলেই ছদ্মবেশে মৎস্যরাজ বিরাটের আশ্রমে গিয়া অজ্ঞাত বাসের বৎসর কাটাইবেন। বিরাট-রাজ পরম ধার্ম্মিক এবং পাণ্ডবগণের বন্ধু, সুতরাং তাঁহার আশ্রয়ে সাবধানে ছদ্মবেশে থাকিতে পারিলে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা কম।

এই পরামর্শ স্থির হইলে, পাণ্ডব ভ্রাতাগণের যিনি যে কার্য্যে পটু, তিনি সেই কার্য্যের উপযুক্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। যুধিষ্ঠির পণ্ডিত, বিবেচক এবং ন্যায়বান। তাঁহাকে সভাসদের কার্য্য সাজিবে—তাই তিনি ছদ্মবেশে সভাসদ সাজিয়া কঙ্ক নাম লইলেন। ভীম উত্তম রূপ রাঁধিতে জানিতেন এবং মল্লযুদ্ধেও অদ্বিতীয় তিনি কুস্তিগির পাচক ব্রাহ্মণ সাজিলেন। তাঁহার নাম হইল—বল্লভ। অর্জ্জুন স্বর্গে গিয়া উত্তমরূপে গীতবাদ্য এবং নৃত্য শিখিয়া আসিয়া ছিলেন, তিনি সেই কার্য্যের উপযুক্ত ; বিশেষতঃ তাঁহার উপর উর্ব্বশীর অভিশাপ ছিল যে তিনি এক বৎসরকাল ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সেই শাপ ইন্দ্রের বরে এক্ষণে কার্য্যে লাগিল। তিনি নপুংসক নর্ত্তক গীতবাদ্য শিক্ষক সাজিলেন। তাঁহার নাম হইল বৃহন্নলা। নকুল উত্তমরূপ অশ্ববিদ্যা জানিতেন,—তিনি গ্রান্থিক নাম লইয়া সারথি সাজিলেন। আর গাভীর পালনে ও সেবায় সহদেব খুব যোগ্য ছিলেন তিনি তন্ত্রীপাল নাম লইয়া গো পালক সাজিলেন। আর রাজরাণী দ্রৌপদী অন্তঃপুরের সকল কার্য্যেই পাকা গৃহিনী ছিলেন,—তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজরাণীর প্রধান সখী ও সেবিকা সাজিয়া নাম লইলেন সৈরিন্ধ্রী।,

তাহার পর তাঁহারা ক্রমশঃ একে একে বিরাটরাজের সভায় গিয়া আপনাদের বেশের উপযুক্ত পরিচয় দিয়া কহিলেন যে তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের নিকটে সেই সেই কার্য্য করিতেন। পাণ্ডবেরা বনবাসে গেলে তাঁহারা বাধ্য হইয়াই কর্ম্মের অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত রাজার আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন। পরে লোক মুখে মহাধার্ম্মিক বিরাট রাজের নাম শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার আশ্রয় লইতে অসিয়াছেন।

বিরাটরাজ বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক এবং পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি যখন শুনিলেন যে ইঁহারা যুধিষ্ঠিরের নিকটে ছিলেন, তখন বিশেষ কিছু

তলাইয়া দেখিলেন না, ভাবিলেন যে, সৎ এবং উপযুক্ত লোক ভিন্ন অন্য কেহ ধর্ম্মরাজের আশ্রয়ে থাকিতে পারে না, সুতরাং তিনি আনন্দে সকলকে তাঁহাদের যোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপন বাটীতে আশ্রয় দিলেন। যুধিষ্ঠির সভাসদ হইয়া রাজসভার কার্য্যে রহিলেন, ভীম রাজার রন্ধনশালার ভার পাইয়া প্রধান পাচক হইলেন। 'উত্তরা' নামে বিরাটের এক কন্যা ছিল, অর্জ্জুন তাহার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া অন্তঃপুরে গেলেন। নকুল প্রধান সারথী এবং সহদেব গো-শালার ভার পাইয়া প্রধান পরিচারক নিযুক্ত হইলেন।

সেই সময়ে সৈরিন্ধ্রিবেশে দ্রৌপদীও অন্তঃপুরে গিয়া বিরাটের রাণী সুদেষ্ণার নিকটে আপনার দুঃখের কাহিনী গাহিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। সামান্য দাসীর বেশে সজ্জিত হইলেও—তাহার ভিতর হইতে দ্রৌপদীর রূপ যেন শত ধারায় উথলিয়া পড়িতেছিল। সুদেষ্ণা দেখিবামাত্রেই ভুলিলেন। তাহার উপরে কৃষ্ণার মধুর কণ্ঠের অমৃত-মাখা মিষ্টকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার উপরেও আবার তাঁহার চক্ষে জল। সুদেষ্ণা তাঁহাকে দেখিবামাত্রেই এমন ভালবাসিয়া ফেলিলেন, যে তখনই তাঁহাকে আদর করিয়া 'সখি' বলিয়া ডাকিলেন এবং অন্তঃপুরে আপনার নিকটে রাখিলেন। দ্রৌপদী কেবল এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলেন, যে তিনি কখনও কোন পুরুষের নিকটে যাইবেন না, কাহারও পদ স্পর্শ করিবেন না এবং উচ্ছিষ্ট ছুঁইবেন না। কারণ তাঁহার পাঁচজন গন্ধর্ব্ব স্বামী আছেন, তাঁহারা অলক্ষ্যে তাঁহাকে দেখিতেছেন। এই তিন কার্য্য করিলে তাঁহারা রাগিয়া তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে পারেন।

সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর সকল কথাই বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা 'উত্তরা' তো দ্রৌপদীকে পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইল। সে দ্রৌপদীর গলা

জড়াইয়া ধরিয়া কতরূপ আদর করিতে করিতে তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দ্রৌপদী যেন তাহার কত পরিচিত এবং কত আপনার, এমনি ভাবেই সরলা বালিকা তাহাকে পাইয়া বসিল। উত্তরার ব্যবহারে দ্রৌপদীর মনেও তাহার উপরে প্রথম হইতেই অত্যন্ত স্নেহ ও আকর্ষণ জন্মিল। তিনি তাহাকে বুকে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে তাহার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

রাণী এবং উত্তরা পাণ্ডবদের সম্বন্ধে নানা কথা, নানা গল্প শুনিয়াছিল। পাণ্ডবদের কথা শুনিয়া শুনিয়া বালিকার প্রাণে তাঁহাদের উপর কেমন একটা আন্তরিক টান জন্মিয়াছিল, বিশেষতঃ অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর কথা যেন বালিকার প্রাণের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় দ্রৌপদীর প্রধান সখী সৈরিন্ধ্রিকে পাইয়া যে তাহার মনে অত্যন্ত আনন্দের উদয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সে কেবলই সৈরিন্ধ্রিকে অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পাগল করিয়া তুলিল। এমন দুর্দ্দিনেও তাঁহাদের প্রতি বালিকার মনের ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া দ্রৌপদী মনে মনে বড় সুখী হইলেন। দুঃখের দিনে ভগবান দয়া করিয়া যেন তাঁহাকে সেই পরম সুখের সামগ্রীটি জুটাইয়া দিলেন।

এইরূপে বিরাটভবনে পাণ্ডবগণের দিন পরম সুখে কাটিতে লাগিল। ওদিকে কুরুগণও প্রাণপাত করিয়া দশদিকে তাঁহাদের অন্বেষণে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু দেবতার অনুগ্রহে কেহই তাঁহাদিগকে বাহির করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুদেষ্ণার শত ভাই বিরাটরাজের শ্যালকদের মধ্যে কীচক মহা বীর এবং যোদ্ধা। সে যেমন বলবান তেমনি সাহসী। তাহার যেমন আকৃতি তেমনি পরাক্রম। তাহার নাম শুনিলে শত্রুরা দূর হইতেই ভয়ে পলাইত। তাহার নিকটে কাহারও ক্ষমা ছিলনা এবং সেও আপনার প্রাণের বিন্দুমাত্র মমতা করিত না। সে যখন হইতে বিরাট-রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া সমস্ত সৈন্যের কর্ত্তা হইল, তখন হইতে মৎস্য রাজ্যও নিরুপদ্রব হইল। কীচকের ভয়ে কোন শত্রুই আর বিরাটের রাজ্যের পানে নজর দিতে সাহস করিল না। কীচকের গুণে স্বয়ং বিরাটরাজও তাহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল। এমন কি কীচক সহস্র অপরাধের কার্য্য করিলেও তাহাকে বিরাটের এককথা বলিবার শক্তি ছিল না। নামে সেনাপতি হইলেও কার্য্যতঃ কীচকই মৎস্যরাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠিয়াছিল।

এতবড় পরাক্রমশালী বীর হইলেও কীচক অত্যন্ত মদ্যপায়ী এবং দুশ্চরিত্র ছিল। সে দিনরাত মদ এবং গীত-বাদ্য, আমোদ প্রমোদে ডুবিয়া থাকিত। দিবারাত্রির মধ্যে সহজ অবস্থায় একবার চক্ষু চাহিত কিনা সন্দেহ। তবুও তাহার পরাক্রমে ও সাহসে সে বিরাটরাজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়াছিল।

দ্রৌপদী রাজরাণী সুদেষ্ণার জন্য প্রত্যহ অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলিত। একদিন হঠাৎ কীচক তাহাকে দেখিতে পাইল। কীচক ভাবিল বুঝিবা স্বর্গের কোন বিদ্যাধরী তাহাদের বাগানে আসিয়া ফুল তুলিতেছে। সে তাড়াতাড়ি দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সুদেষ্ণার দাসী এই কথা শুনিয়া কীচক একটু অগ্রাহ্যের হাসি হাসিয়া

দ্রৌপদীকে বলিল—'সুদেষ্ণাকে ছাড়িয়া আমার দাসী হও, পরম সুখে থাকিবে।' দ্রৌপদী সে কথায় কাণ না দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কীচক তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চারিদিকের পথে ছুটাছুটী করিয়া তাঁহাকে আগলাইতে লাগিল, এবং নানারূপ ইতর ভাষায় তাঁহাকে রহস্য করিল ও গালিমন্দ দিতে লাগিল।

নিরুপায় হইয়া, মাতালকে ভয় দেখাইবার জন্য দ্রৌপদী বলিলেন—'পামর বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাও? জান আমার পাঁচজন গন্ধর্ব্ব স্বামী আছেন। আমার প্রতি কেহ কু-নজরে চাহিলে তাহাদের কোপে তাহার আর নিস্তার থাকে না। সাবধান।' বলিয়াই—দ্রৌপদী ছুটিয়া পলাইয়া একেবারে সুদেষ্ণার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কীচকের ব্যবহারের কথা সকল বলিয়া দিলেন।

এইরূপ প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। কীচক দিন দিন যত বাড়াইতে লাগিল, দ্রৌপদীও তত সাবধানে আপনার মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, ধর্ম্ম বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন। শেষে একদিন সুদেষ্ণার আজ্ঞায়, তাঁহাকে সুধা আনিবার জন্য কীচকের গৃহে যাইতে হইল। সেইদিন কীচক তাহার রহস্য অত্যন্ত বাড়াইল এবং দ্রৌপদীকে ধরিতে গেল। দ্রৌপদী ছুটিলেন কীচকও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

সুদেষ্ণার নিকটে তাহার ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে বারম্বার নালিশ করিয়াও দ্রৌপদী কোন ফল পান নাই। তাই তিনি এবারে রাজাকে জানাইবার জন্য একেবারে সভার দিকে ছুটিলেন। কীচক ভাবিল যে সামান্য দাসী হইয়া তাহার এতবড় স্পর্দ্ধা যে তাহার নামে নালিশ করিতে ছুটিয়াছে? সেও টলিতে টলিতে পাছু পাছু ছুটিল।

আপন কার্য্য শেষ করিয়া সেদিন ভীম রাজসভায় বসিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির বিরাটের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন

সময়ে 'মহারাজ রক্ষা কর, মহারাজ রক্ষা কর' বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর মত আলু থালু কেশে দ্রৌপদী সভায় আসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে যোড়হস্তে সকলের সম্মুখে কীচকের ব্যবহার বলিতে লাগিলেন।

তাঁহার নালিশ শেষ হইতে না হইতেই আর এক গণ্ডগোল ঘটিল। টলিতে টলিতে মহাক্রোধভরে কীচক আসিয়া তাঁহাকে সজোরে এক লাথি মারিল। দ্রৌপদী পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন। কিন্তু কীচক লাথি মারিয়া, আপনার পায়ের বেগ সামলাইতে পারিল না। সতী-অঙ্গে পদাঘাত করিবামাত্রেই, অতবড় বীরের শরীরের সমস্ত বল যেন নিমেষে কে হরণ করিয়া লইল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আপনিই সেই সভাতলে মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন রাজসভায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ভীমের আর সহ্য হইল না। তাঁহার হস্ত আপনিই মুষ্টিবদ্ধ হইল, দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল,—হরি হরি, সবই বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং বাধ্য হইয়া কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির তাঁহাকে রন্ধনশালায় যাইতে বলিলেন। ভীম রক্তচক্ষে কীচকের পানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। রক্ষা যে, সকলেই দ্রৌপদী ও কীচকের প্রতি চাহিতেছিল—তাঁহার প্রতি কেহই লক্ষ্য করে নাই। নহিলে সেইখানেই তাঁহাদের অজ্ঞাতবাস প্রকাশ হইয়া পড়িত।

বৃদ্ধ বিরাটরাজ হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন। তিনি কি বিচার করিবেন? কীচক তাঁহার দক্ষিণহস্ত এবং মৎস্যরাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা।

তিনি তাহাকে শাসন করিতে ভয় পাইতেন। বিশেষতঃ এ ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন কেমন তাঁহার মাথার ভিতরে তাল পাকাইয়া গিয়াছিল। রাজাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে দীননাথকে মনব্যথা জানাইতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—'সৈরিন্ধ্রি, তুমি সতী সাধ্বী এবং পরম পবিত্র' আমরা তোমায় জানি। চিন্তা করিও না—তোমার অলক্ষ্যে তোমার গন্ধর্ব্ব স্বামীগণ তোমার অবস্থা দেখিতেছেন। এ রাজসভা এখানে স্ত্রীলোকের দাঁড়াইয়া রোদন করা উচিত নয়। তুমি গৃহে গিয়া কালোচিত আচরণ কর তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে।'

কঙ্ক এইকথা বলিলে, বিরাটরাজও তাহাতে সায় দিয়া দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সভাসদগণের সহিত কীচকের চৈতন্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুযোগ বুঝিয়া দ্রৌপদী রাত্রিকালে রন্ধনশালায় গিয়া ভীমের কাছে কাঁদিয়া আপনার দুরবস্থার কথা কহিলেন। সভাতলে তিনি ভীমের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ভীম ভিন্ন অন্য কেহ এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে পারিবে না।

অনেক পরামর্শের পর দ্রৌপদীকে শান্ত করিয়া ভীম বলিলেন—'রাত্রিকালে নৃত্যশালা শূন্য পড়িয়া থাকে, তুমি যে কোন উপায়ে পার কীচককে ভুলাইয়া সেইখানে পাঠাইও, তারপরে অন্য কার্য্যের ভার আমার রহিল।'

সেই মত কার্য্য হইল। ভীম স্ত্রীলোক সাজিয়া সন্ধ্যার পরেই নৃত্যশালায় লুকাইয়া রহিলেন। পরে কীচক দ্রৌপদীর কথায় ভুলিয়া তথায় গেলে ভীম তাহাকে গলা টিপিয়া মারিলেন, এবং তাহার হস্ত, পদ, মুণ্ড পেটের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া কীচকের দেহ একটা গোলার

মত করিলেন, তারপর পদাঘাতে সেটাকে রাজবাটীর উঠানে ফেলিলেন। দ্রৌপদী রটাইয়া দিলেন যে গন্ধর্ব্বে তাহাকে বধ করিয়াছে।

কীচকের মৃত্যুতে রাজবাটীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। বিরাটরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে হুকুম দিলেন যে, 'কীচকের সঙ্গে বাঁধিয়া অই দুষ্টাকেও আগুনে পোড়াও, দেখিব কেমন গন্ধর্ব্ব উহাকে রক্ষা করিতে পারে।'

আজ্ঞামাত্রেই কীচকের শত ভ্রাতা দ্রৌপদীকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। দ্রৌপদী কাঁদিয়া গন্ধর্ব্ব স্বামীগণকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন। ক্ষণপরে এক দূত আসিয়া মহাভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়াইয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে—'সৈরিন্ধ্রীকে পোড়াইতে যাইবে, এমন সময়ে আচম্বিতে এক প্রকাণ্ড শালগাছ হস্তে গন্ধর্ব্ব আসিয়া কীচকের শত ভ্রাতাকে বধ করিয়াছে।' শুনিয়া, গন্ধর্ব্বের ভয়ে রাজারাণী এবং রাজবাটীর লোক কাঁপিতে লাগিল।

পরে দ্রৌপদী ফিরিয়া আসিলে সুদেষ্ণা মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বলিলেন। তাঁহাদের বড় ভয় হইয়াছে যে গন্ধর্ব্বের কোপে রাজ্যের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। দ্রৌপদী রাণীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, মৎস্যরাজের প্রতি তাঁহার গন্ধর্ব্ব স্বামীগণের বড় স্নেহ আছে, তাঁহারা অলক্ষ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা মৎস্যদেশ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার কোন চিন্তা নাই। আর অল্পদিন মাত্র বাকী আছে, তাহার পরেই তিনি চলিয়া যাইবেন।

তখন অজ্ঞাতবাসের বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

কীচকের ভয়ে মৎস্যরাজ্যের শত্রুগণ এতদিন বিরাটরাজের রাজ্য আক্রমণ বা অন্য কোন অনিষ্ট করিতে সাহস করে নাই। এক্ষণে কীচকের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িলে, বিরাটের শত্রুগণ আবার চতুর্দ্দিক হইতে মাথা তুলিল। অল্পদিনের মধ্যেই রাজা সুশর্ম্মা আসিয়া মৎস্যরাজ্যে আক্রমণ করিল।

কীচক মরিয়াছে—আর সেরূপ উপযুক্ত যোদ্ধা কেহই নাই। সুতরাং বৃদ্ধ রাজা তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধে গেলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য গৃহে রহিল।

মৎস্যরাজ্যের বিস্তর গাভী ছিল—তাহারাই তাঁহার প্রধান ঐশ্বর্য্য-সম্পদ। তাঁহার বিশাল গো-শালা 'উত্তর-গো-গৃহ' নামে দেশ দেশান্তরে পরিচিত ছিল।

বিপদ একাকী আসেনা। কীচকের মৃত্যুর পরেই সুশর্ম্মা আসিয়া যখন মৎস্যদেশ আক্রমণ করিল—এদিকে তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুদল প্রবল পরাক্রমে আসিয়া বিরাটরাজের 'উত্তর-গো-গৃহ' আক্রমণ করিল। সেখানকার রক্ষকগণ দুর্য্যোধনের বিপুল সৈন্যগণের নিকটে স্রোতের মুখে তৃণেরমত ভাসিয়া গেল। কুরুগণ মহানন্দে বিরাটের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য সম্পদ গোধন সকল হরণ করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

যথাসময়ে কুরুগণের 'গো-গৃহ' আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিলে, রাজ-বাটীর তো কথাই ছিলনা—সমস্ত রাজধানীময় মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কীচক মৃত, বৃদ্ধ রাজা সৈন্যসামন্ত সকলকে লইয়া যুদ্ধে গিয়াছেন, যুবরাজ উত্তর বালক মাত্র। সুতরাং :কে এ ঘোর বিপদ হইতে মৎস্যদেশ রক্ষা করিবে?

আশ্রয়দাতার জন্য প্রাণপাত পরম ধর্ম্মের কার্য্য। পাণ্ডবেরা তাঁহার মাতার নিকট হইতে একবার সে ধর্ম্ম শিখিয়াছেন এবং তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আবার সেই ধর্ম্ম পালনের অবসর উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে ভীম, নকুল, সহদেব এবং স্বয়ং যুধিষ্ঠির রাজার সাহায্যে যুদ্ধে গমন করিলেন। অর্জ্জুন নৃত্যগীত শিক্ষক নপুংসক, —তিনি অন্তঃপুরেই রহিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধনের দল আসিয়া গো-গৃহ ঘিরিলে দ্রৌপদী ভাবিলেন যে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াই আজ বিরাটরাজের এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার জন্যই বিরাটের অতবড় বীর সেনাপতি কীচক মরিয়াছে, নহিলে বিরাটরাজের আজ চিন্তা কিসের? এরূপ অবস্থায় তাঁহারা থাকিতে যদি বিরাটরাজের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মহাপাতকের ভাগী হইতে হইবে। তিনি চিন্তায় অস্থির হইলেন। কাহার সঙ্গেই বা পরামর্শ করিবেন? যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চারিভ্রাতা তো যুদ্ধে গিয়াছেন। একমাত্র অর্জ্জুন অন্তঃপুরে আছেন।

এদিকে যুবরাজ উত্তর রমণীগণের মধ্যে বারম্বার আস্ফালন করিতে করিতে বুক ঠুকিয়া বলিতেছিল যে, সে অনায়াসেই কৌরব-যুদ্ধে গিয়া গরু সকল ছাড়াইয়া আনিতে পারে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত সারথী নাই— সেই জন্য তাহায় হাতে কামড়াইতে ইচ্ছা হইতেছে।

দ্রৌপদী সকল শুনিলেন, এবং সকল বিষয়ে উত্তমরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া নৃত্যশালায় অর্জ্জুনের নিকটে গিয়া সকল কথা বলিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন যে, আমি ক্লীব, অন্তঃপুরে বাস করিতেছি, আমি কি করিতে পারি। তখন দ্রৌপদী তাঁহাকে নানারূপে টিট্‌কারী দিয়া যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে অর্জ্জুন বলিলেন—'দুইটি বিষয় ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া

রহিয়াছি। প্রথম, এ যুদ্ধে আমি গেলে সকলই প্রকাশ হইবে—অজ্ঞাত বাস ধরা পড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়—আমাকে কেহই এ যুদ্ধে বরণ করে নাই, সুতরাং আমি কিরূপে যুদ্ধে যাইব ?

দ্রৌপদী কহিলেন—'আমি সহদেবের নিকট শুনিয়াছি যে অজ্ঞাত-বাসের সময় অতীত হইয়াছে ; নহিলে এ মনভাবে এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিতাম না। আর দ্বিতীয় কথা, উত্তর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে আস্ফালন করিয়া বলিতেছিল যে উপযুক্ত সারথী পাইলে সে যুদ্ধে যাইতে পারে। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে খাণ্ডবদাহের সময়ে তুমি অর্জ্জুনের সারথী ছিলে। সে তোমাকে সারথীরূপে এ যুদ্ধে বরণ করিবে।'

দ্রৌপদীর কথায় অর্জ্জুন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু—আবার পরক্ষণেই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—'ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে যুদ্ধে যাইব ?

দ্রৌপদী কহিলেন—'দুর্ব্বল এবং আশ্রয়দাতাকে রক্ষা করিতে ধর্ম্মরাজের তো চিরদিনই অনুমতি আছে। বরং তুমি এ যুদ্ধে না গেলে তিনি রাগ করিবেন। তোমরা ধর্ম্মের জন্য বিস্তর সহিয়াছ ও সহিতেছ, ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া মৎস্যরাজ্য রক্ষা কর—ধর্ম্মরাজ পরম সন্তুষ্ট হইবেন এবং তোমার সখাও প্রীতি লাভ করিবেন।'

দ্রৌপদীর কথায় অবশেষে অর্জ্জুন সম্মত হইলেন। উত্তর আসিয়া তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাকে সারথি হইতে অনুরোধ করিল, এবং বুক ঠুকিয়া বলিল—'বৃহন্নলা, তুমি আমার পরাক্রম জাননা, তোমার মত সারথী পাইলে, চক্ষের নিমেষে আমি কুরুগণকে তাড়াইয়া দিব, এমন কি তোমার অর্জ্জুন আসিলেও আমার একটা বাণ সহিতে পারিবেনা।' অর্জ্জুন একটু হাসিয়া রথ সজ্জা করিতে চলিলেন। উত্তরা তাঁহাকে কহিল—'আমাকে কুরুগণের নানা বর্ণের পাগড়ী আনিয়া দিও,

পুতুল খেলিব।' অর্জ্জন হাসিয়া বলিলেন—'তোমার দাদা যুদ্ধে জিতিতে পারিলে, অবশ্যই পাগড়ী আনিয়া দিব।'

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরের আজ্ঞামত অর্জ্জুন রথ চালাইয়া বায়ুবেগে শূন্যপথে চলিলেন এবং কুরুসৈন্যগণের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। রথের এরূপ দ্রুতগতি উত্তর স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, বুদ্ধি লোপ পাইল। সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল যে মহা সমুদ্র ধু—ধু করিতেছে, ভয়ানক গর্জ্জনের সহিত ঢেউ উঠিতেছে, আর বৃহন্নলা সেই সমুদ্রের মধ্যে রথ ছুটাইয়া চলিয়াছে। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অর্জ্জুনকে বলিল—'ওযে দেখিতেছি সমুদ্র, ওখানে রথ লইয়া যাইতেছ কেন—ফিরাও।' অর্জ্জুন কহিলেন—'উহা সমুদ্র নয়—কুরুগণের সৈন্য, অই শ্বেতবর্ণ গাভীগণ, ঢেউয়ের ফেনা নহে, পতাকা সকল বাতাসে দুলিয়া ঢেউয়ের মত দেখাইতেছে। আর অই যে শব্দ—উহা সমুদ্রের গর্জ্জন নয়—কুরুগণের সৈন্য-কোলাহল।'

বৃহন্নলার কথা শুনিয়া উত্তরের চক্ষুস্থির হইল এবং সে অর্জ্জুনকে রথ ফিরাইতে বলিল। অর্জ্জুন বলিলেন যে, তাঁহার পণ—তিনি যুদ্ধে জয়ী না হইয়া কোন কালে ফিরিয়া আসেন না, অতএব উত্তরকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। উত্তর তখন ভয়ে অস্থির হইয়া অর্জ্জুনকে বারম্বার রথ ফিরাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। সৈন্য যে এরূপ ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মত হইতে পারে তাহা সে জানিত না। সে কখনই এরূপ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

অর্জ্জুন তাহাকে বিস্তর প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, সে সকলের নিকটে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণের কাছে দম্ভ করিয়া আসিয়াছে যে যুদ্ধ জয় করিবে। এক্ষণে পলাইয়া গেলে সকলেই উপহাস করিবে, হাসিবে, তাহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

'যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক তার নিন্দিত জীবনে কোন আশ॥
উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে মৃত্যু ধর্ম্ম॥'

কিন্তু উত্তর তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না; বরং সে তাঁহাকে 'ক্লীব' প্রভৃতি বলিয়া ভৎ'সনা করিল এবং তিনি রথ না থামাইলে, সে লাফ দিয়া পলাইবে। অর্জ্জুন তখন তাহাকে ধম্‌কাইয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে বলিলেন। তাহাতে সে আরও অধিকতর ভীত হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং গৃহের দিকে ছুটিল। তখন অর্জ্জুনও নামিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—'তুমি সারথী হইয়া রথ চালাও—আমি যুদ্ধ করিব। তাহার পরে দূরে একটা বৃহৎ সমীবৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন—'অই গাছের উপরে অস্ত্রশস্ত্র লুক্কায়িত আছে, নামাইয়া আন।'

তখন বাধ্য হইয়াই উত্তরকে ফিরিতে হইল। সে অস্ত্র আনিবার জন্য সমীবৃক্ষ উঠিল এবং সেই সকল অপূর্ব্ব অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে সকল কাহার? অর্জ্জুন কহিলেন যে সে সমস্ত পাণ্ডবদের, অজ্ঞাতবাসে যাইবার সময়ে তাঁহারা সেই গাছে অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। উত্তর অবাক হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল যে বৃহন্নলা এ সকল সংবাদ কিরূপে জানিল? অর্জ্জুন তখন সকল সত্য পরিচয় দিয়া কহিলেন যে তিনিই তৃতীয় পাণ্ডব—'অর্জ্জুন।'

সেকথা উত্তরের বিশ্বাস হইলনা, সে সন্দিগ্ধ মনে কহিল—'যদি তুমি অর্জ্জুন তবে তোমার দশ নাম কি, কি, বল। অর্জ্জুন বলিলেন—

অর্জ্জুন, ফাল্গুণী, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়।
কিরীটী বিভৎসু শ্বেতবাহন, বিজয়॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর প্রধান॥'

তবুও উত্তরের বিশ্বাস হইলনা। সে কহিল, তুমি পাণ্ডবদের গৃহে ছিলে বলিয়া নাম গুলি জানিয়াছ, কোন কোন নাম কি কি কারণে হইয়াছে যদি বলিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি অর্জ্জুন। তখন অর্জ্জুন কহিতে লাগিলেন,—

হস্তিনাতে যোগেশ্বর নামে এক শিব আছেন। রাজরাণী ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে পূজা করিতে পারেনা। আমার মাতা ও দুর্য্যোধনের মাতা দুজনেই তাঁহাকে আপন আপন সময় মত পূজা করিতেন— কাহারও সঙ্গে কাহারও দেখা হইতনা। হঠাৎ একদিন দুজনেই একসময়ে পূজা করিতে গেলেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন গান্ধারী বলিলেন এ শিবকে পূজা করিবার অধিকার আমার একারই আছে—আমি রাজরাণী ও রাজমাতা, তুমি চলিয়া যাও। মাও বলিলেন, 'আমিই রাজরাণী ও রাজ মাতা—আমারই পূজার অধিকার তুমি চলিয়া যাও।

এইরূপ বিবাদ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে সহসা সেই শিবলিঙ্গ হইতে মহাদেব আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—

'ইষ্ট আমি সবাকার সবে পূজা করে।
কারো শক্তি নাই রাখে একা অধিকারে॥

একা অধিকারী হয়ে চাহ যদি মোরে।
করহ যেমন কহি পূজা সে প্রকারে॥
কনকের দল হবে মাণিক্য কেশর।
সহস্র চম্পক সে সুগন্ধি মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথম পূজিবে।
মোর পূজা তাহারই অধিকার হবে॥

শিবের কথা শুনিয়া গান্ধারী মহা আনন্দে গিয়া দুর্য্যোধনকে সকল কথা কহিলেন। শুনিবামাত্র দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র কারিকর আনাইয়া সেইরূপ সহস্র চাঁপা-ফুল গড়িতে আদেশ দিল। সাধ্যাতীত জানিয়া মা আমাদের কাহাকেও কিছু বলিলনা বিরস বদনে ম্লান মুখে রহিলেন।

মায়ের বিষন্ন বদন দেখিয়া আমরা পাঁচ ভাই অস্থির হইয়া পড়িলাম, এবং তাঁহার পদে ধরিয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কারণ জানিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহাদের বিবাদ এবং মহা দেবের পণের কথা শুনাইলেন। অমি তাঁহাকে আশ্বাষ দিয়া শান্ত করিলাম।

শেষ রাত্রে ধনুকে গুন চড়াইয়া আমি কুবেরের পুরী ভেদ করতঃ সেই রূপ সহস্র চম্পক আনিয়া দিলাম, মাতা আনন্দে গিয়া প্রথমে পূজা করিলেন। শিবও সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন। সেই হইতে আমার নাম 'ধনঞ্জয়, হইয়াছে। তখন উত্তর তাঁহার অন্যান্য নামের বিবরণ শুনিতে চাহিল। অর্জ্জুনও বলিলেন—

সর্ব্বত্রই আমি জয় করিয়া আসি এবং আমার 'বিজয় প্রতিজ্ঞা আছে বলিয়া আমার নাম বিজয়া, চারিটি শেতবর্ণ অশ্বে আমার রথ টানে সেই জন্য আমার নাম শ্বেত বাহন। আমার মস্তকের কিরীট হইতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দীপ্ত বাহির হয় বলিয়া আমার নাম কিরীটি। একদিন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তোমার রূপ গুণের তুলনা ব্রহ্মাণ্ডে

নাই, তুমি কি দেখাইতে পার? আমি ত্রিভুবন চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে বাস্তবিকই আমার সমান কেহই নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই নারায়ণ আছেন—সকলেই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিলাম যে আমি বিষ্ঠা অপেক্ষাও হীন। তখন সেই বিষ্ঠা লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া কহিলাম—ইহাই আমার সমান। শ্রীকৃষ্ণ সেই হইতে আমার নাম রাখিলেন—'বীভৎসু।' নীলপদ্মের মত আমার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পিতা নাম দিয়াছেন—'কৃষ্ণ'। খাণ্ডবদাহনে ইন্দ্রকে জয় করিয়া 'বিষ্ণু' নাম পাইয়াছি।

এই সকল পরিচয় দিয়া অর্জ্জুন কহিলেন—'আমরা পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদী তোমাদের আশ্রয়েই ছদ্মবেশে, অজ্ঞাতবাস করিতেছি—এক্ষণে একথা গোপনে রাখিও।'

পরিচয় পাইয়া উত্তর অত্যন্ত অপ্রভিত হইল এবং তাড়াতাড়ি গিয়া অর্জ্জুনের চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। তাহারপর অর্জ্জুনের আদেশে উত্তর সারথি হইয়া রথে বসিল, এবং অর্জ্জুন সেই বৃহন্নলার ছদ্মবেশেই কুরুগণের বিপক্ষে যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন।

তিনি প্রথমেই বাণে দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম প্রভৃতির পদ বন্দনা করিলে—তাঁহারা তাঁহাকে চিনিলেন। তারপর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বলিলেন—'আমরা চিনিয়াছি অই নারীবেশধারী অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ নয়। আমাদের আর জয়ের আশা নাই, যতক্ষণ পার সাবধান হইয়া যুদ্ধ কর।' কিন্তু কর্ণের কথায় দুর্য্যোধন প্রভৃতি হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু অবশেষে যখন কুরুসৈন্যগণ সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং দুর্য্যোধন হারিয়া গেল—তখন সেকথা তাহার বিশ্বাস হইল।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধে হারিয়া পলাইল। অর্জ্জুন মৎস্যরাজের গোধন সকল মুক্ত করিয়া, উত্তরের সহিত ফিরিয়া গেলেন। কুরুগণ

হিসাব করিয়া দেখিল যে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময় কাটিয়া গিয়া আরও তেরদিন বেশী হইয়াছে। তখন তাহারা হস্তিনায় ফিরিয়া মহা চিন্তিত হইল। সকলেই বুঝিল যে এইবারে পাণ্ডবেরা আসিয়া মহাযুদ্ধে নামিবেন, সুতরাং তাহারা পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে রণজয় করিয়া অর্জ্জুন ও উত্তর ফিরিয়া গেলে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। যুধিষ্ঠির বিষণ্নমনে বলিলেন—'চল ভাই আবার বনবাসে ফিরিয়া যাই। এখনও অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হয় নাই—দৈবযোগে প্রকাশ হইয়া পড়িলাম, সত্যভঙ্গ করিতে পারিবনা।

সহদেব উত্তমরূপ গণনা বিদ্যা জানিতেন। তিনি গণিয়া দেখিলেন, যে অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়া আরও তেরদিন অধিক হইয়াছে। তখন সকলে মহানন্দে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন।

এদিকে পরিচয় পাইয়া বিরাটরাজ সপরিবারে আসিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পদতলে পড়িলেন। এবং দ্রৌপদীর অপমানের জন্য বহু বিনয় করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। তারপর তিনি সমাদরে আপনার সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরকে বসাইয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপন কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনের করে অর্পণ করিতে চাহিলে অর্জ্জুন কহিলেন—'উত্তরাকে কন্যার ন্যায় শিক্ষা দিয়াছি। আমার কন্যা নাই—তাহাকে আমি কন্যার চক্ষে দেখিয়া আসতেছি। যদি ধর্ম্মরাজ এবং অন্যান্য সকলের মত হয় তবে অভিমুন্যুর সঙ্গে তাহার বিবাহ হউক। অর্জ্জুনের কথায় চারিভ্রাতা এবং দ্রৌপদী পরম আনন্দিত হইলেন :এবং সকলেই একবাক্যে সম্মতি দিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া অর্জ্জুন তাঁহার মায়ারথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যু প্রভৃতিকে আনিবার জন্য দ্বারকায় গেলেন।

মৎস্যদেশে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহের মহা ঘটা পড়িয়া গেল।

যথাসময়ে বৃষ্টি, ভোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি নৃপতিগণ, এবং শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব সমারোহের সহিত উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে সমাগত রাজারা সকলেই যুধিষ্ঠিরকে আগত যুদ্ধে প্রাণপণে সহায়তা করিবা আনন্দিত মনে যে যার দেশে ফিরিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ, অন্যান্য সকলকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দিয়া আপনি পাণ্ডবদের নিকট রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পঞ্চ-পাণ্ডব ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিরাট পর্ব্ব সম্পূর্ণ

উদ্যোগ পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

মৎস্য-যুদ্ধে একা ধনঞ্জয় যখন সমস্ত কুরু সৈন্যকে হারাইয়া দিলেন, তখন দুর্য্যোধনের অপমান এবং মনকষ্টের আর অবধি রহিলনা। হস্তিনায় ফিরিয়া দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়াছিল যে পাণ্ডবগণ সত্য-ধর্ম্ম পালনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এইবারে আপনাদের রাজ্যের ভাগ চাহিবেন। তখন উপায় কি হইবে?

কর্ণ বলিল 'ছলে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। অতএব বিরাট ও পাঞ্চালের সহিত তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাদ্যের মধ্যে বিষ দিয়া মারিয়া ফেল, কিম্বা চল সকলে সসৈন্যে এখনি গিয়া বিরাট-নগরী বেষ্টন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারি।'

কিন্তু সে কথা দুর্য্যোধনের মনে লাগিলনা, সে বলিল ও সকলে কিছু হইবেনা' ওরূপ বিস্তর হইয়া গিয়াছে অবশেষে কপট-খেলায় তাহাদিগকে বনবাস দিয়া ছলে রাজ্য লইলাম তাহারা সে সত্যব্রতও পালন করিয়া আসিল। এক্ষণে উপায় চিন্তা কর, আমি তাহাদিগকে কিছুতেই রাজ্যের ভাগ দিবনা, যুদ্ধ করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে।

যে হোক সে হোক যুদ্ধে করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
অথবা পাণ্ডবে জিনি মোর রাজ্য হয়॥'

এই আমার প্রতিজ্ঞা, অতএব আমার অধিকারে যেথানে যত রাজা

রাজড়া এবং বন্ধু বান্ধব আছে সকলকে আমার পক্ষে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য বরণ কর।' এই কথায় কর্ণ মহা আনন্দিত হইয়া দুর্য্যোধনের সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সকল কথা শুনিয়া ভীষ্ম কহিলেন তোমাদের এ যুক্তি আমার মনোমত নয়। পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাব কর, তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বের অধিকার ফিরিয়া দাও। পাণ্ডবেরা তোমাদের বিরোধী নহে, তোমরা তাহাদিগের প্রতি এত অত্যাচার এত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, তবুও তাহারা তোমার অনিষ্ট চিন্তা করে নাই। অর্জ্জুন চিত্রসেনের হস্ত হইতে তোমাদিগকে সপরিবারে রক্ষা করিয়াছে। উত্তর-গো-গৃহ-যুদ্ধে সকলকে হারাইয়াও কাহার প্রাণ বধ করে নাই। তাহাদের মনে শত্রুতা থাকিলে কথনই এরূপ করিত না। রাজ্যের অর্দ্ধেক তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইলেও তোমরা আপন ইচ্ছায় তাহাদিগকে যাহা দিবে, তাহারা আনন্দে তাহাই লইবে। পাশায় হারাইয়া তাহাদিগকে বনে পাঠাইবার সময়ে তোমরাই আমাদের সকলের সাক্ষাতে বলিয়াছিলে যে, পাণ্ডবেরা যদি সত্য পালন করিয়া ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদের রাজ্য যে অধিকার ছিল সমস্তই আবার তোমরা ফিরিয়া দিবে। তাহারা ধর্ম্ম অনুসারে সর্ব্ব সাক্ষাতে তাহা পালন করিয়া মুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাদের ধর্ম্ম ও সত্য অনুযায়ী তাহাদের রাজ্যের ভাগ তাহাদিগকে ফিরিয়া দিতে তোমরা বাধ্য।

অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন ॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ না হইতে যুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিনু তোমায় ॥

নাম বৃদ্ধি নাহি ইথে না হইবে যশ।
হারিলে, জিনিলে, তুল্য, না হবে পৌরষ॥'

ভীষ্মের কথায় দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে সায় দিলেন, এবং তাঁহার কথামত কার্য্য করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হইলেও দুর্য্যোধন সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলনা। দুষ্টগণের মন্ত্রণায় সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—

'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।'

তাহার পরে যুধিষ্ঠিরের দূতরূপে ধৌম্য কুরুসভায় আসিয়া অন্ধরাজ ও দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজ্য ফিরাইয়া দিবার জন্য বিস্তর বুঝাইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকেও সেই এক উত্তর দিয়া উঠিয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার নিকটে বিস্তর আক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে তিনি অন্ধ বলিয়া দুষ্ট পুত্র তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেছেনা—তিনি আর কি করিবেন? যুদ্ধ স্থির জানিয়া ধৌম্য ফিরিয়া গেলেন।

বিদুর আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিস্তর বুঝাইলেন এবং রাজ্যের অর্দ্ধের ভাগ পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব করিবার উপদেশ দিলেন। এ যুদ্ধ বাধিলে যে কুরুগণের বংশ পর্য্যন্ত লোপ পাইবে তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন যে দুর্য্যোধন তাঁহার কথা না শুনিলে কি করিতে পারেন? বিদুরও বিফল হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীত হইয়া সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের নিকটে দূতরূপে পাঠাইলেন এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শান্ত করিতে বলিয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন যে তাঁহার দুষ্ট পুত্রগণের ব্যবহারে এবং পাণ্ডবগণের দুর্দ্দশায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়া আছেন, পাণ্ডবগণের অভাবে তাঁহার রাজ্য অন্ধকার, তাঁহার আহারে রুচি নাই সর্ব্বদাই রোদন করিতেছেন।

ফলহীন বৃক্ষ যথা জন্ম বৃথা যায়।
পাণ্ডব বিহনে রাজ্য শোভা নাহি পায়॥
জলহীন নদী যেন পদ্মহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যথা ধর্ম্মহীন নর॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বীজহীন মন্ত্র।
দেবহীন বিপ্র যথা, যোগহীন তন্ত্র॥

তেমনি পাণ্ডবদের অভাবে তাঁহার দিন মহা দুঃখে কাটিতেছে। সঞ্জয়ের প্রতি আরও উপদেশ রহিল যে তিনি দ্রৌপদীকে পৃথকরূপে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিবেন। তাঁহারা সকলে যেন তাঁহাদের অন্ধ জ্যেষ্ঠতাতের মুখ চাহিয়া দুষ্ট কুরুগণের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। একে তাঁহাদের অভাবে এবং তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তিনি মরমে মরিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর, তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্রগণের দুর্ব্ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহারা যেন কুল বিনাশ না করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ লইয়া সঞ্জয় চলিয়া গেলে অন্ধরাজ মনে মনে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার মনের ভয় একেবারে দূর হইলনা। পাণ্ডবেরা কি তাঁহার উপরোধে এ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন? এ যুদ্ধ বাধিলে যে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে তাহা যেন তিনি মনে মনে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় বিরাট ভবনে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে মহা সমাদর পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, বুঝি কুরুপতি তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব করিবার জন্যই সঞ্জয়কে পাঠাইয়া-

ছেন। তাঁহারা একে একে, অন্ধরাজ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর এবং গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি সকলের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক—তাঁহাদের উদয়ে কে কি কহিয়াছেন জানিতে চাহিলেন।

সঞ্জয় একে একে সকলের কুশল বার্ত্তা দিয়া কহিলেন—'তোমাদের অভাবে হস্তিনা রাজ্য শূন্য ও অন্ধকার ময় হইয়াছিল।

আত্মার বিহনে যেন না রহে জীবন।
তোমাদের বিহনে তেমন সর্ব্বজন ॥
তোমা পঞ্চভাই যবে গেলা বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরষে ॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত কি নির্ঘাৎ শব্দ ঘন ঘন ॥
সেই ক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কাঁদে চারিপাশে ॥
দিনে দিনে অলক্ষণ হল মহাবল।
পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প জল ॥

তাহার পরে ভীমের মুখে তোমাদের পুনরায় উদয় শুনিয়া সকলে মহা আনন্দিত হইল।

মৃতদেহে যেন সবে পাইল জীবন।
তোমাদের সংবাদে তেমনি প্রজাগণ ॥

তাহার পর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি সকলেই তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ ছাড়িয়া দিবার জন্য দুর্যোধনকে বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কাহারও কথা কাণে তুলিল না। তাই নিরুপায় অন্ধরাজ আমাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তোমাকে অনুরোধ জানাইতে কহিয়াছেন, যে, অন্ধ বলিয়া দুষ্ট পুত্র তাঁহাকে গ্রাহ্য করেনা

তোমরা তাঁহার মুখ চাহিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা কর। সঞ্জয় আরও জানাইলেন যে দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি মহাদম্ভ করিয়া যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছে। তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত রাজাগণের নিকটে চর পাঠাইতেছে।

সঞ্জয়ের মুখে সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি আরবার আমাদের দূত হইয়া গিয়া উত্তমরূপে কৌরবগণকে বুঝাইয়া শান্ত করুণ। আমরা কেবল জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের মুখ চাহিয়া এতদিন এই অসহ্য দুঃখ কষ্ট সকল অকাতরে সহিয়া আসিতেছি—ক্রোধ করিনাই। এক্ষণে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি যে ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য জ্ঞাতি বিনাশের প্রয়োজন নাই। আমাদের ন্যায্য অংশ আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন।'

ভীম বলিলেন 'আমরা একবার ধৌম্যকে পাঠাইয়া বিস্তর অনুনয় অনুরোধ করিয়াছি, আবার আপনাকে পাঠাইতেছি—আপনি তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া আমাদের রাজ্যের ভাগ দিতে বলিবেন। নহিলে জানাইবেন—আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যদি—

হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য, সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত চন্দ্র ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমায় চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ॥
যোগী যোগ ত্যজে, ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মীজন।
গায়ত্রী বিহীন হয় ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হয় খণ্ডন।
উরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন॥'

তবে যদি দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের বাক্য অনুসারে আমাদের সঙ্গে

সদ্ভাব করে, তবে এখনও আমরা জ্যেষ্ঠ তাতের মুখ চাহিয়া, তাহাদের পূর্ব্বকৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিব এবং দ্রৌপদীর অপমানের কথা ভুলিয়া যাইব। সভামধ্যে সর্ব্বজন সাক্ষাতে দ্রৌপদীর যে অপমান করিল—তখনই তাহাদিগকে সবংশে বিনাশ করিতাম, কেবল অন্ধ জেঠার মুখ চাহিয়া সেই সকল অসহ্যও সহ্য করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে সেই নিবান আগুন আবার জ্বলিয়াছে। তাহাতে যেন তাহারা আর ঘৃত না ঢালে।'

অর্জ্জুন বলিলেন—'আপনি অন্ধরাজকে বুঝাইয়া আমাদিগের অংশ ফিরাইয়া দিতে বলিবেন। তিনিই কুরুপতি, তিনি ভিন্ন কুরুকুলের গতি নাই। তিনি আমাদিগের ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিলে আমি গিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইব। দুর্য্যোধন যদি বিরোধ করে, আমি দুর্য্যোধনের সহিত বিরোধ করিব না। সে অত্যাচার করিলেও প্রাণে মারিব না, জ্যেঠা মহাশয়ের আজ্ঞা হইলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব। সামান্য কার্য্যে জ্ঞাতি বধ করিতে চাহিনা। কিন্তু তিনি যদি কেবল মুখে সদ্ভাব দেখাইয়া মনে কপটতা করেন তাহা হইলে তাঁহার কপটতার ফলে বংশ ধ্বংশ হইবে।'

নকুল সহদেবও অর্জ্জুনের কথায় সায় দিয়া সেইরূপ বলিলেন। সঞ্জয় সকলের কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের দূতরূপে আবার হস্তিনায় ফিরিয়া গেলেন।

সঞ্জয় চলিয়া গেলে পাণ্ডবেরা শুনিলেন যে দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছে। সুতরাং তাঁহাদেরও আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যুদ্ধ নিশ্চিত! দুষ্ট দুর্য্যোধন কাহারও কথা শুনিবে না। তখন যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবগন তাঁহাদের দেশ বিদেশের বন্ধুবান্ধব ও রাজা মহারাজাগণকে যুদ্ধে সহায় হইবার

জন্য মিনতিপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া দূত পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির আরও আদেশ দিলেন যে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে গড়খাই করিয়া তাঁহাদের শিবির প্রস্তুত করা হউক, এবং সেইখানে, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র খাদ্য পানীয়, এবং মহাযুদ্ধের অন্যান্য সকল আয়োজন সংগ্রহ পূর্ব্বক রক্ষা করা হউক। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সেই ভার পড়িল। ধৃষ্টদ্যুম্নও ধর্ম্মরাজের আদেশে অগণন লোকজন সহ যুদ্ধ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতে চলিল।

অল্পদিনেই যুদ্ধক্ষেত্র নির্ম্মিত এবং সজ্জিত হইল। দেশ দেশান্তরের বিস্তর ধার্ম্মিক রাজা এবং পাণ্ডব বন্ধুগণ যুধিষ্ঠিরের সবিনয় আহ্বানে আপনাদের বিপুল সৈন্যসামন্ত লইয়া পাণ্ডবদের পক্ষ হইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমে যুধিষ্ঠিরেরও সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য সংগৃহীত হইল।

যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সংগ্রহের কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন মনে মনে চিন্তিত হইল, এবং তাহার পক্ষে সারথি হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূতরূপে উলূককে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—'পাণ্ডবেরা যাইতে না যাইতে তুমি আপনি গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিয়া আইস। তিনি দুই পক্ষেরই সমান হিতচিন্তা করেন, তোমাকে ফেলিতে পারিবেন না।' কিন্তু কর্ণ তাহাকে বিপরীত বুদ্ধি দিল; সে দ্বারকায় দূত পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিদুর বলিলেন—'এরূপে শ্রীকৃষ্ণ কখনই সহায় হইবেন না।

পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য অহঙ্কারে বল বারবার॥

কেবল ভক্তিতে বশ দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন অশেষ ॥'

কিন্তু দুর্য্যোধন বিদুরের হিতোপদেশ এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিরও সেইরূপ কথা গ্রাহ্য করিল না। তাহার বন্ধু কর্ণ তাহাকে যখন ভরসা দিয়াছে ও দিতেছে—তখন তাহার চিন্তা কি? শ্রীকৃষ্ণ নাই বা সহায় হইল? সুতরাং দুর্য্যোধন দ্বারকায় দূত পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত রহিল।

তৃতীয় অধ্যায়

উলুকের নিকট হইতে দুর্য্যোধনের পত্র পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিলেন এবং কহিলেন—'দুর্য্যোধনকে এ গৃহবিবাদ হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বল। পাণ্ডবেরা নিরপরাধী। তাঁহারা বিস্তর সহিয়াছেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে সপরিবারে দুর্য্যোধনকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, এবং মৎস্য যুদ্ধেও কাহারও প্রাণহানি করে নাই। পাণ্ডবেরা যথা নিয়মে ধর্ম্মসঙ্গতরূপে আপনাদের সত্য পালন করিয়া আসিয়াছেন, তবে দুর্য্যোধন তাঁহার আপন সত্য মত তাঁহাদিগের রাজ্য ভাগ ফিরাইয়া না দিবেন কেন? আমি পরে গিয়া দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া বলিব। আর এই যে সারথি হইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে কথা এই যে, অর্জ্জুন ইহার পূর্ব্বেই আমাকে বরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার পক্ষে উভয় কুলই সমান—আমি উভয় দলেরই হিতকামনা করি, সুতরাং দুর্য্যোধনের আহ্বানও ঠেলিতে পারি না। সেই জন্য এই নিয়ম করিলাম যে পঞ্চমদিনের প্রাতে যাহার মুখ সর্ব্বাগ্রে দেখিব আমি তাহারই সারথি হইব।'

দূতকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ

করিতে লাগিলেন। তিনি কাহাকে ছাড়িয়া কাহার পক্ষে যাইবেন? তাঁহার পক্ষে উভয় দলই সমান। তথাপি যদুগণ তাঁহাকে, ক্রূরকর্ম্মা, অধার্ম্মিক, দুর্য্যোধনের পাপ-পক্ষ লইতে বারম্বার নিষেধ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া একটি রত্নময় সিংহাসন প্রস্তুত করাইলেন, এবং পঞ্চমদিন রাত্রে বহির্ব্বাটীতে গিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার শয্যার শিয়রের দিকে নানা উজ্জল আভরণে সাজাইয়া তিনি সেই রত্ন সিংহাসন স্থাপিত করিলেন, এবং তাঁহার পদতলে একটা সাধারণ আসন রাখিয়া দিলেন।

পঞ্চমদিন ভোরে বিস্তর সৈন্যসামন্তের সহিত দুর্য্যোধন দ্বারকায় আসিল, এবং লোকজনকে পুরীর বাহিরে রাখিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণের শয়ন স্থানে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে রত্নময় উজ্জল সিংহাসন স্থাপিত দেখিয়া দাম্ভিক দুর্য্যোধন মনে ভাবিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য সেই সিংহাসন রাখিয়াছেন। মনে মনে আনন্দিত হইয়া—অর্জ্জুন আসিতে না আসিতেই দুর্য্যোধন পূর্ব্ব হইতে সেই সিংহাসন দখল করিয়া বসিল।

তাহার পর একাকী অর্জ্জুন ভক্তিভরে দীনবেশে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বসিলেন, এবং মনের সুখে তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতে দেখিয়া দাম্ভিক দুর্য্যোধন তাঁহাকে কুরুকুলের কুলাঙ্গার ভাবিয়া মনে মনে বিরক্ত হইল এবং ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। সে মনে করিতেছিল—অর্জ্জুনকে কোন গুণে লোকে প্রশংসা করে? সে কুরুবংশে জন্মিলেও অতি হীনমতি, আত্মমর্য্যাদা হীন, গোপ-অন্নে প্রতিপালিত শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়া তাহার পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিয়া দিতেছে। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের মনের ভাব

জানিয়া একটু মৃদু হাসিলেন এবং কপট নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষু মেলিয়াই অর্জ্জুনকে সম্মুখে দেখিলেন।

অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রণাম করত বহু বিনয়ে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হইয়া বাক্যদান করিলেন। তাহার পরে অর্জ্জুনের সঙ্গে নানা কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিরাইলেন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহার মস্তকের উপরের রত্ন সিংহাসনে বসিয়া অহঙ্কারে ফুলিতেছিল।

দুর্য্যোধনকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনায় দুর্য্যোধন আরও ফুলিয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহাকে তাহার সারথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তুমি যে আসিয়াছ, তাহা আমি অগ্রে দেখি নাই, পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞামত তোমারই সাক্ষাতে আমি অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং আর তাহা কিরূপে হইবে? কিন্তু তোমরা উভয়েই আমার নিকটে সমান স্নেহের পাত্র। সেই জন্য আমার নারায়ণী সৈন্যগণকে তোমায় দিলাম, তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাও—ইহারা জনে জনে আমার সমকক্ষ। আমাকে একা লইয়া কি ফল হইবে?'

দুর্য্যোধন ভাবিল শ্রীকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন যে তাঁহাকে একা লইয়া কি ফল হইবে। সে নারায়ণী সেনাগণের বল বিক্রম অবগত ছিল, সুতরাং পরমানন্দে তাহাতেই স্বীকার করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার সাত কোটী নারায়ণী সৈন্য দুর্য্যোধনকে প্রদান পূর্ব্বক, তাহার সন্তোষ বিধান করিয়া বিদায় দিল।

ইহাতে অর্জ্জুন মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'চিন্তা করিওনা, নারায়ণী সৈন্যেরা আমাছাড়া হইলেই প্রাণ

শূন্য হইবে, চক্ষের নিমেষে তোমার শরে প্রাণ দিবে। তাহারা স্বষ্ট হইয়াই বর চালিয়াছিল যে রূপে এবং গুণে আমার সমান ব্যক্তির হস্তে যেন তাহাদের মৃত্যু হয়। তাহারা সেই বর পাইয়াছে। তুমিই একমাত্র রূপে এবং গুণে আমার সমান—সুতরাং তোমার হস্তে তাহারা সকলেই মরিবে।'

তাহার পর অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণের সহিত বিরাট ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পাণ্ডবগণ পরম আনন্দিত হইলেন, তাঁহাদের বক্ষে দশগুণ অধিক বল আসিল।

যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখের সহিত দুর্য্যোধনের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া কহিলেন,—

'দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি যে ঘটাবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে যোগ্য নহে॥
হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কি কার্য্য করিব মোরা মারি জ্ঞাতিগণ॥
পিতৃতুল্য পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল।
আত্মীয় বান্ধব আর যত জ্ঞাতি কুল।
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজ্যলাভ সুখ নাহি চাহে চিত্তে॥

অতএব অনুমতি কর—আমরা আবার বনবাসে যাই। এরূপ কুলক্ষয় ও জ্ঞাতিনাশ করিয়া মহাপাপে রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্মপথে থাকিয়া চিরদিন বনবাস ভাল। হায়! বিনা অপরাধে আমাদিগকে এত দুঃখ কষ্ট দিয়াও ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের আশা মিটিলনা। আমাদের দুঃখে

একটুও দয়া হইলনা? সে অন্যায় রাজ্য ভোগ করিয়া সুখী হউক—আজ্ঞা কর আমরা আবার বনবাসে যাই।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাপ্রকার 'রাজধর্ম্ম' বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এবং শেষে বলিলেন,—

"রাজা হ'লে ক্ষমাবন্ত নহিবে কথন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্ত মন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে যেই জন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতিবন্ধু করে তৃণ জ্ঞান।
ক্ষত্র মধ্যে শত্রুপক্ষ গণিবে তাহারে।
করিবে তাহারে জয় যে কোন প্রকারে॥
বলে, ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পাইবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে॥"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্ম্মরাজের মনের দুঃখ দূর হইল। তিনি তবুও শ্রীকৃষ্ণকে আবার স্বয়ং দূতরূপে কৌরবসভায় গিয়া দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে বলিলেন। দুইবার দূত পাঠাইয়া নিস্ফল হইয়াছেন। এই তৃতীয়বার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গিয়া যদি নিস্ফল হইয়া আসেন—তাহা হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। তখন তিনি ধর্ম্মেরপথে খোলসা থাকিবেন, লোকেও আর তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারিবেনা। শ্রীকৃষ্ণও ইহা সুযুক্তি বলিয়া সম্মতি দিলেন এবং দূতরূপে কৌরবসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে তাঁহাদের মাতার চরণে প্রণাম জানাইয়া আশীর্ব্বাদ মাগিতে বলিয়া দিলেন।

সন্ধির প্রস্তাবে দ্রৌপদী কৃষ্ণের নিকট কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি অবেণীবদ্ধ কেশরাশি দেখাইয়া ভীমার্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া সকলকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া হস্তিনায় গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া হস্তিনায় মহা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘরে ঘরে প্রজারা মাতিয়া উঠিল। বিদুর গিয়া তাড়াতাড়ি ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল—'দাদা আপনার বহু ভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিতেছেন! তিনি উভয় কুলের হিত চিন্তা করিয়াই ঐ কার্য্যে পা বাড়াইয়াছেন। এখন মনের খলতা, কপটতা ও শঠতা ছাড়িয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পূজা কর পরম মঙ্গল হইবে।

"সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
তাহাতে না প্রীত হন দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যেবা কৃষ্ণ পূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে॥"

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আসিয়া কহিলেন—'শীঘ্র নগর সাজাইতে অনুমতি দাও, পথে পথে জলছত্র দাও, স্থানে স্থানে রত্নবেদী নির্ম্মাণ কর, পথের ধারে ধারে গুবাক ও কদলীবৃক্ষ রোপণ কর—এবং সমস্ত সহরময় অগুরু চন্দন ছড়াইয়া দাও। গৃহে গৃহে মঙ্গলাচরণের আদেশ দাও এবং চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত, আমোদ প্রমোদের ঘটা চলুক। এইরূপে অভ্যর্থনায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর—সকলদিকে মঙ্গল হইবে।'

কিন্তু দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি তাঁহাদের কথায় উপহাস করিয়া বলিল—'তুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ করিলে দেশময় আমাদের নিন্দা হইবে, মাথা হেঁট হইবে—আমি তাহা পারিবনা। জরাসন্ধ গোয়ালার পুত্র বলিয়া

শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃণা করিত, শিশুপাল তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই গণ্য করিতনা। কোন ক্ষত্রিয়বীরই শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চাসন দেন নাই। তাঁহাকে হীন ইতরের মত অভ্যর্থনা করিব।'

দুষ্টদের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বড়ই রাগিয়া উঠিলেন। ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া বলিলেন—

ছি ছি দুর্য্যোধন রাজা হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মারিবেন মুহূর্ত্তে সবারে॥

ভীষ্মদেব এই কথা বলিলে, দ্রোণ কৃপ, বিদুর প্রভৃতি অত্যন্ত ঘৃণায় ভীষ্মের সহিত সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন। তখন বাধ্য হইয়া দুর্য্যোধন সেইরূপ নগর সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিতে আদেশ দিল।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনার পথে উপস্থিত হইলে, নগরবাসী প্রজাগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা মিলিয়া আপনাদের যথাসাধ্য উপহার সহ আসিয়া তাঁহার রথের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িল এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে পাদ্য অর্ঘ পুষ্পমালা এবং উপহার সকল অর্পন করিতে করিতে করযোড়ে তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিল।

স্তব শেষে তাহারা পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকটে বিস্তর আক্ষেপ জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আশ্বাস দিয়া কৌরবসভায় গিয়া উঠিলেন

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির অনুরোধ স্বত্বেও দুর্য্যোধন অবজ্ঞার ভরে বিস্তর উপহারের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, এবং ছলনা পূর্ব্বক বিদায় লইয়া বিদুরের বাটীতে গিয়া কুন্তীর চরণে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে কুন্তী তাঁহাকে বুকে ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পাণ্ডবদের প্রণাম জ্ঞাপন পূর্ব্বক সকল কথা জানাইয়া আশ্বাস দিলেন। তাহার পরে ভক্ত বিদুর বাটীতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনে—আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। ভক্তকে ধন্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আহার করিতে চাহিলেন। ভিক্ষুক বিদুরের গৃহে সামান্য ক্ষুদ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিলনা। বিদুর লজ্জিত হইয়া তাঁহার জন্য ভিক্ষায় গমনে উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে থামাইলেন এবং অমৃত বোধে ক্ষুদের অন্ন পরম সুখে ভোজন করিলেন। সে রাত্রি ভক্ত গৃহে সুখে যাপন করিয়া পরদিন আবার শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভায় গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতিক্ষায় সেদিন কুরু সভা পূর্ব্ব হইতেই ভরিয়া গিয়াছিল। বড় বড় রাজা মহারাজা হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ পর্য্যন্ত সে সভা জাঁকাইয়া বসিয়াছিল।

যথাকালে সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সকল কথা কহিয়া আপনি দুর্য্যোধনকে বিস্তর বুঝাইলেন এবং পাণ্ডবদের রাজ্য ভাগ দিতে অনুরোধ করিলেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে পৃথককভাবে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি এমন কি সমাগত রাজা মহারাজা ও মুনিগণ অবধি সকলেই তাহাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করিাত লাগিলেন, কিন্তু মহা দাম্ভিক দুর্য্যোধন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—

'তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রেতে রহয়ে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥'

দুর্য্যোধনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য সকলে চুপ করিল। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের মুখে শুনিয়াছিলেন, যে দুর্য্যোধন প্রভৃতি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার পরামর্শ করিয়াছে। সেই কথা উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে রাগিয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সকলকে মুহূর্ত্তের জন্য দিব্যচক্ষু প্রদান

করতঃ আপনার বিশ্ব-মূর্ত্তি দেখাইলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া সভাস্থ অধিকাংশ লোকেই মূর্চ্ছা গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি বিস্তর স্তুতিতে তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ভীষ্ম দ্রোণাদি পুনরায় দুর্য্যোধনকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কাহারও কথা গ্রাহ্য করিল না। সুতরাং তাঁহারা সকলেই বিরক্ত হইয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও সাত্যকির হস্তধারণ পূর্ব্বক সভা হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং বরাবর বিদুরের বাটীতে গিয়া কুন্তীকে বিস্তর আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক শান্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে ফিরিয়া যাইবার জন্য বাহির হইলেন। পথে কর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

কর্ণ কুন্তীর কন্যাকালের পুত্র। বাল্যকালে সূর্য্যের পূজা করিয়া কুন্তী সূর্য্যের বরে কর্ণকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাহাকে নিন্দা রটাইবে—সেই ভয়ে কুন্তী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অধিরথ নামক সারথী তাঁহাকে কুড়াইয়া আনিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল—সেই জন্যই কর্ণকে সুতপুত্র বলিয়া জানিত।

কিন্তু এসকল বৃত্তান্ত কুন্তী, শ্রীকৃষ্ণ ও কর্ণ ভিন্ন চতুর্থ ব্যক্তি জানিত না। এক্ষণে সেইকথা স্মরণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে কহিলেন—'তুমি এই পাপের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ কেন? আমার সঙ্গে চল। পাণ্ডবেরা তোমার পরিচয় পাইলে তোমাকেই রাজা করিয়া তোমার পদসেবা করিবে এবং সর্ব্বকার্য্যে তোমার আদেশক্রমে চলিবে।' শ্রীকৃষ্ণের কথায় কর্ণ বিনয় ও ভক্তির সহিত উত্তর দিল,—

"আপনি তো অন্তর্য্যামী নারায়ণ আমার মনের ভাব বুঝিতেছেন। পাণ্ডবদের জন্য দিবারাত্রি আমার মনে তুষানল জ্বলিতেছে, আমি সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। কিন্তু তবুও আমি

তাহাদের পক্ষ হইতে পারি না। রাজা দুর্য্যোধন আমাকে রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য দিয়া এতকাল পরমবন্ধুর মত পালন করিয়াছে ও করিতেছে। আমি এক্ষণে তাহাকে ছাড়িয়া অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আরও এক কথা এ যুদ্ধে ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণেরই নিশ্চয় জয়লাভ হইবে। আমি স্নেহের ভ্রাতা অর্জ্জুনের হস্তে মরিব, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি দ্রুপদ নন্দনের হস্তে প্রাণ দিবেন এবং মহাবল ভীমসেন ভাই আমার দুর্য্যোধনের সহিত তার শত ভ্রাতাকে মারিবে। ইহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি। তবে আমি কুরুপক্ষ ত্যাগ করিয়া অকৃতজ্ঞতা পাপ অর্জ্জন পূর্ব্বক নিমিত্তের ভাগী হইব কেন?

'আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার পূজা সেইখানে জয়।
পাণ্ডবের ভার তব তারা কিছু নয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় নিশ্চিত সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা কেন করাবে অন্যথা?"

কিন্তু এক অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাণ্ডব ভ্রাতাদের কাহাকেও আমার পরিচয় দিবেন না। তাহা হইলে তাহারা কেহই আর যুদ্ধে নামিবে না। স্নেহের ভাইয়েরা আবার বনবাসী হইয়া অশেষ দুঃখ পাইবে। তাহা আমার প্রাণে সহিবে না।"

এইরূপ বলিয়া কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি মস্তকে লইলেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ বিদায় দিয়া, বিরাট ভবনে ফিরিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কৌরব-সভার সকল কথা একে একে কহিয়া শেষে বলিলেন,—"দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা—

'তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত ॥"

অতএব যুদ্ধ অনিবার্য্য, তাহার উদ্যোগে তৎপর হও।'

শ্রীকৃষ্ণের মুখে দুর্য্যোধন প্রভৃতির অন্যায় ব্যবহার এবং দম্ভ আস্ফালন প্রভৃতি শুনিয়া পাণ্ডবেরা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া যুদ্ধ সজ্জায় অনুমতি দিলেন। তখন চারিদিকে সমর সজ্জার মহা ঘটা পড়িয়া গেল।

পূর্ব্ব হইতেই পাণ্ডব-বন্ধু অনেক রাজা মহারাজা যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বাকী সকলকে পাণ্ডবেরা আহ্বান করিয়া আনাইলেন। ঘটোৎকচ বীরও দুই কোটী রাক্ষস সৈন্য লইয়া পাণ্ডবদের সাহার্য্য করিতে আসিল। সর্ব্ব সমেত যুধিষ্ঠিরের সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য সংগৃহীত হইল।

শুভদিন দেখিয়া সেই সকল সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতঃ, পাণ্ডবেরা পৃথিবী কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্রের শিবিরে চলিলেন। সেখানে গিয়া ধর্ম্মরাজ সাতাকির উপরে সৈন্য সমাবেশের ভার দিলেন। যুদ্ধ পণ্ডিত বিচক্ষণ সাত্যকি আপনার মনের মত করিয়া সেই সাত অক্ষৌহিনী সৈন্যের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। পাণ্ডব বন্ধু রাজা মহারাজা সকল উত্তম উত্তম শিবির, আহার্য্য ও নানা উপঢৌকন প্রভৃতি পাইয়া পাণ্ডবদের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন এবং সকলেই, আপনাপন প্রাণ-পাত করিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিবেন, বলিয়া প্রতিজ্ঞা

করিলেন। এইরূপে কুরুক্ষেত্র মহা প্রান্তরের উত্তর দিক পাণ্ডব সৈন্যে ছাইয়া গেল।

যথা সময়ে দূত মুখে দুর্য্যোধন এ সংবাদ পাইল এবং অবিলম্বে ভ্রাতা-গণও বন্ধু বান্ধবকে একত্র জুটাইয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক যুদ্ধ সজ্জার অনুমতি দিল। শীঘ্রই দুর্য্যোধনের বিপুল সৈন্য সজ্জিত হইয়া মহা সমুদ্রের মত দেখাইতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, প্রভৃতি মহা মহা রথীগণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া আসিলেন। দুর্য্যোধনের সর্ব্ব সমেত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমাবেশ হইল।

এই বিপুল সৈন্য দেখিয়া আনন্দ ভরে দুর্য্যোধন পিতা অন্ধরাজের আদেশ লইতে চলিল। ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে দুর্য্যোধন সকল কথা নিবেদন করিয়া দাঁড়াইলে, অন্ধরাজ মনে মনে রাগান্বিত হইয়া নত মুখে বিদায় দিলেন। তারপর মাতা গান্ধারীর আদেশ লইয়া দুর্য্যোধন মহাগর্ব্ব ভাবে যুদ্ধ যাত্রা করিল। কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে চারিদিকে নানা অলক্ষণের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল।

বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হইল গগনে।
সশব্দে চীৎকার করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনি, কাক, উড়িল আকাশে।
তেজ হীন দিনকর কিছু না প্রকাশে॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপ যাত্রাকালে হল কুলক্ষণ॥

কিন্তু দাম্ভিক দুর্য্যোধন কিছুই গ্রাহ্য করিল না। সে ভাবিল—পৃথিবীর অধিকাংশ মহাবল, পরাক্রান্ত রাজগণ তাহার সহায়, তাহার উপর ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ প্রভৃতি মহারথীগণ তাহার জন্য প্রাণ-পাত করিবে, এবং তাহার সৈন্য সংখ্যাও পাণ্ডবদের দেড় গুণেরও

অধিক, সুতরাং অধম পাণ্ডবেরা তাহার কি করিবে? সে মহাগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধন উলূককে ডাকিয়া কহিল—'তুমি আমাদের সকল সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া যাও, এবং পাণ্ডবদের শিবিরে গিয়া বলিয়া আইস। তাহাদের প্রতি ভ্রাতাকে বিশেষ রূপে কটু কহিয়া উত্তেজিত করিয়া আসিবে, তাহারা যেন শীঘ্রই যুদ্ধ করিবার জন্য নামে। হয় তাহারা আমাকে জিতিয়া রাজ্য গ্রহণ করুক, নয় আমার হস্তে যমালয়ে গিয়া তাহাদের সদ্গতি হউক। শ্রীকৃষ্ণকেও ছাড়িবে না—তাঁহাকেও বিশেষ রূপে বলিবে যে তিনি পাণ্ডবের সহায় হইয়া কি করিতে পারেন, তাহা এইবারে আমি বুঝিয়া লইব। তাঁহাদের কাহারও বংশে বাতি দিবার লোক রাখিব না। দুর্য্যোধনের আদেশ লইয়া উলূক পাণ্ডব শিবিরে চলিয়া গেল।

এদিকে বিদুরের মুখে যুদ্ধের আয়োজনের বিবরণ শুনিয়া কুন্তীদেবী মহা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার পঞ্চপাণ্ডব যেমন স্নেহের সন্তান—কর্ণও তাহাই; এ যুদ্ধে সেই ছয়টির একটিকেও হারাইলে তাঁহার বুকে সমান শেল বিঁধিবে। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে কর্ণ প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে একাকী যমুনায় স্নান করিতে যায়। কিন্তু মনে মনে ভাবিয়া একদিন একাকী গিয়া যমুনাতীরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কুন্তীকে দেখিয়া পরম ভক্তিভরে কর্ণ তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাখিল, এবং সে সময়ে সেখানে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

কর্ণের কথার উত্তরে কুন্তীদেবী তাহার জন্ম বিবরণের সকল কথা প্রকাশ করিয়া, তাহাকে কুরুপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন ভ্রাতাদের পক্ষ লইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে কর্ণ—শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপে বুঝাইয়া

ছিল—সেইরূপ মাতাকে বুঝাইয়া কহিল যে এক্ষণে তাহা আর হইতে পারে না। এক্ষণে সেরূপ করিলে কেহই আসল কথা বিশ্বাস করিবে না, সকলেই বলিবে—যুদ্ধ দেখিয়া ভয় পাইয়া মিথ্যা ভ্রাতা পরিচয়ে কর্ণ পাণ্ডবদের শরণ লইয়াছে! তাহা সে কখনই পারিবে না।

তাহার পর কুন্তীকে কাঁদিতে দেখিয়া কর্ণ তাঁহাকে আবার বিস্তর প্রবোধ দিয়া কহিল—'মা ব্যাসের বচন—তোমার পঞ্চপুত্র পৃথিবীর রাজা এ যুদ্ধে তাহাদের বিনাশ নাই। তবে তুমি ভাবিতেছ কেন? এ যুদ্ধে আমি অর্জ্জুনকে বধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমিই মরি বা অর্জ্জুনই মরুক, তোমার পাঁচপুত্রই থাকিবে।'

তখন কুন্তী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ণকে কহিলেন—তবে আমার নিকটে প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি তোমার অন্য চারি ভ্রাতাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। কর্ণও মাতার নিকটে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কুন্তীর পদধূলী গ্রহণ করতঃ মাতাকে বিদায় দিল। দুঃখিত অন্তরে কুন্তী প্রস্থান করিলেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব সম্পূর্ণ

ভীষ্মপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

দুর্য্যোধন, উলুককে দূতরূপে পাণ্ডব শিবিরে পাঠাইয়া, আপনাদের সৈন্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তখন সেইখানে কুরুপক্ষগণ একত্রিত হইয়া ভীষ্মদেবকে তাহাদের সেনাপতি পদে বরণ করিল।

উলুকের মুখে আপনাদের নিন্দাবাদ এবং যুদ্ধে আহ্বান শুনিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইল, এখন যাহা বিহিত হয় কর।' শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থে বাহির হইতে আজ্ঞা দিলেন, অমনি পাণ্ডবের অগণন সৈন্যগণ মহা আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল।

এদিকে কুরুপক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে বাহির হইবার কালে আবার নানা প্রকার অমঙ্গল লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। বিদুর চমৎকৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া সেই সংবাদ দিলেন। বিদুরের কথা শুনিয়া অন্ধরাজ মস্তকে হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, এবং আপন কুলক্ষয় অনুমান করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাসদেবকে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র কাঁদিতে কাঁদিতে অমঙ্গল লক্ষণ সকলের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন আমার মনে বড় ভয় হইতেছে যে—বুঝিবা এ যুদ্ধে কুলক্ষয় হয়!' ব্যাস বলিলেন—'তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ, এ যুদ্ধে কুরুকুল ক্ষয় হইবে। কিন্তু তজ্জন্য বৃথা শোকতাপ করিওনা।

"কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে॥"

এই বলিয়া ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করিলেন, তিনি সেইখানে বসিয়া যুদ্ধের সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইবেন। ব্যাসদেব চলিয়া গেলে—তাঁহার প্রসাদে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের সকল অবস্থা চক্ষের উপর দেখিতে লাগিলেন, এবং যখন যাহা ঘটিতে লাগিল, ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইতে লাগিলেন।

এদিকে ভীষ্মদেবকে সেনাপতি করিয়া কুরুপক্ষের সকলের বুক দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। তাহারা সকলেই জানিত যে ভীষ্ম অদ্বিতীয় বীর, তিনি পরশুরামকেও জয় করিয়াছেন। সেই ভীষ্মদেব সেনাপতি হইল; সকলেই ভাবিল যে আর চিন্তা নাই—এইবারে তাহারা অনায়াসেই পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিবে।

"তবে ভীষ্ম কহিলেন—শুন সর্ব্বজন।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখন॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরনাগতেরে নাহি করিব সংহার॥
এক সহ যুদ্ধ করি অন্যে না মারিব।
ত্রাসিত জনের প্রতি অস্ত্র না হানিব॥
শঙ্খ, ভেরী বহে, অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি, দূতে না করি নিধন॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি॥
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিব হীনে।
আমার নিয়ম এই—শুন সর্ব্বজনে॥"

এই সকল কহিয়া তিনি জানাইলেন, যে তিনি কাহারও উপরোধে ঐ সকল নিয়মের অন্যথা করিবেন না। ইহাতে যদি কুরুগণ তাঁহাকে সেনাপতি করিতে চাহে—করুক। কুরুগণ তাহাতেই সম্মত হইল।

এদিকে স্বয়ং ভীষ্মদেবকে কুরুপক্ষের সেনাপতি হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মনে মনে প্রমাদ গনিলেন, এবং নিরাশ অন্তরে আপন বন্ধুবান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'আমাদের জয়ের আশা নাই। রামজয়ী পিতামহ ভীষ্মদেবের সহিত এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যের সহিত কাহার সাধ্য যুদ্ধ করিয়া জিতিবে?' যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—

"পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর পুরুষ প্রধান।
সংসারেতে ধাতা কর্ত্তা যেই জনার্দ্দন॥
হেন জন হইলেন আমার সারথী।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি?
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্ব্বত্র বিজয় কর্ত্তা যেই নারায়ণ॥
হেনজন সহায়েতে কি কারণ ভয়।
স্থির কর মন জয় হইবে নিশ্চয়॥"

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন, এবং রথ হইতে নামিয়া একাকী কুরুসৈন্যের মধ্য দিয়া ভীষ্মদেবের নিকটে চলিলেন। ইহা দেখিয়া ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—এইরূপ বুদ্ধিতেই ধর্ম্মরাজ এতকাল নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতেছি এই আসন্ন সময়ে আবার তাঁহার সেই বিপরীত বুদ্ধি উদয় হইয়াছে।' শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—'ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মাশ্রিত—তাঁহার চক্ষে আত্ম-পর নাই—সকল সমান। সেইজন্য

একাকী নির্ভয়ে শত্রু, সৈন্য মধ্যে যাইতেছেন। এরূপ লোকের কদাচ বিপদ হয়না।

যুধিষ্ঠির গিয়া বরাবর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া করযোড়ে আজ্ঞা অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন। তিনজনেই তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশির্ব্বাদ করিলেন,—

রণজয়ী হও, আর শত্রু কর নাশ।
অচিরে হইবে তব পূর্ণ সর্ব্ব আশ॥

যুধিষ্ঠির বিনয়ের সহিত বলিলেন—'আমার নিজের শক্তি কিছুমাত্র নাই, কেবল আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও চরণ ধূলির ভরসা মাত্র। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলই আপনাদের নিকট সমান, এ অবস্থায় আপনাদিগকে কুরুপক্ষে দেখিয়া আমি রাজ্য আশা ত্যাগ করিলাম। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এভূবনে এমন শক্তি কাহার আছে? যুদ্ধত দূরের কথা আপনাদের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া রাজ্যলাভ অপেক্ষা আমাদের চিরকাল বনে বাস করা শতগুণে উত্তম।' যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া তাঁহারা কহিলেন,—

'সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয়॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিবে নিপাত॥
ধর্ম্মবলে রাজ্যভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয়॥'

যুধিষ্ঠির তথা হইতে বিদায় লইয়া ফিরিবার সময়ে কুরুসৈন্য মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিলেন—'এ সৈন্যের মধ্যে যাহারা বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহারা এইবেলা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ লও।' তাঁহার কথা শুনিয়া সসৈন্য যুযুৎসু কুরুপক্ষ ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধন মহা ক্রোধে ভীষ্মের নিকট গিয়া বলিল—'আপনি সেনাপতি হইয়া কোনদিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন না। যুধিষ্ঠির বিস্তর সৈন্যসহ যুযুৎসুকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল।' ভীষ্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে যুধিষ্ঠির মহা যুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্মডাক দিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছে। যাহার ইচ্ছা যাইবে ক্ষতি নাই।

'মম পরাক্রম তুমি জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥'

ভীষ্মের কথায় দুর্য্যোধনের মন শান্ত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—'পিতামহ, এই যে উভয় পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য জমিয়াছে, ইহার মধ্যে কি এমন কোন বীর আছে, যে এক রথে এ সকলকে জয় করিতে পারে?

'ভীষ্ম বলিলেন যদি আমি দিই মন।
এক দিনে সর্ব্ব সৈন্য করি নিপাতন॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিনদিনে দুইদল করেন নির্ব্বাণ॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য যায় যমঘর॥

দ্রোণপুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেন মন।
তিন দণ্ডে দুইদলে মারে সর্ব্বজন॥
যদ্যপি করেন রণ তৃতীয় পাণ্ডব।
নিমেষ না লাগে তার সংহারিতে সব॥'

ভীষ্মের কথায় দুর্যোধনের চক্ষু কপালে উঠিল, সে বলিল—'যদি জানেন যে অর্জ্জুন এমন বীর তবে আমরা তাহাকে কিরূপে জয় করিব?' ভীষ্ম তাহাকে সাহস দিয়া কহিল—'চিন্তা করিও না—আমার যথাসাধ্য আমি করিব। আমার দশদিন যুদ্ধের ভার রহিল। এই দশদিন যথাসাধ্য আপন সৈন্য রক্ষা করিয়া প্রত্যহ বিপক্ষের দশ হাজার করিয়া সৈন্য মারিব।'

তাহার পর যুদ্ধের আরম্ভ হয় হয়। সৈন্যের ঘোর কোলাহলে কোটী কোটী বজ্রনাদও ডুবিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে আপনাদের রথ রাখিলেন। অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ সকলেই যে নিতান্ত আপনার জন, কাহার উপর বাণ মারিবেন?

'সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
জ্ঞাতি বন্ধু দেখিয়া বিষণ্ণ হল মন।
অবশ পার্থের অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কম্প ঘন ঘন।
হস্ত হতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥'

তিনি নিরাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'ইহারা সকলেই নিতান্ত আপনার জন, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিব না। গুরু, বন্ধু, কুটুম্ব মারিয়া দগ্ধ জীবনে কি সুখ পাইব? তুচ্ছ রাজ্যের জন্য বংশনাশ করিব? আমা হতে তাহা হইবে না। ইহার অপেক্ষা চিরকাল বনবাসে কাটাইব

তাহাও ভাল।' এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া নিরাশ চিত্তে বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তখন শ্রীকৃষ্ণ বিপদ বুঝিয়া অর্জ্জুনকে কৌরবদের অত্যাচারের কথা সকল মনে করাইয়া উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহাকে অন্য প্রকারে বুঝাইয়া কহিলেন,—

'কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি ?
সবারে সংহারি আমি, আমি সব করি॥
কর্ম্ম অনুসারে লোক করে গতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নববস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্য তনু ধরে॥
শরীর বিনাশ হয় নহে আত্মা নাশ।
অমর অক্ষয় সব আমার বিকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকলি আমার মূর্ত্তি কহিনু তোমাকে॥'

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বহুবিধ দর্শন ও যোগের কথা কহিয়া অবশেষে কহিলেন,—

'মায়া-সৃষ্টি মায়া-স্থিতি মায়ায় নিধন।
মৃত জ্ঞাতি, বন্ধু, সৈন্য কর নিরীক্ষণ॥

সর্ব্ব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি।
শুন সখা হওহে নিমিত্ত মাত্র তুমি ॥'

শ্রীকৃষ্ণের কথা অর্জ্জুন অবাক্ হইয়া শুনিতে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বোধ হইল যে, তাঁহার বাক্যে অর্জ্জুন যেরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কথার অর্থ হয়তো তিনি বুঝিতেই পারেন নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্য যোগ-দৃষ্টি দিয়া, আপনার বিশ্বমূর্ত্তি দেখাইলেন।

'মেঘবর্ণ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশে।
রবি শশী দুই চক্ষু দীপ্তি সুপ্রকাশে ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখিয়া পার্থ নাহি পান অন্ত ॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি মহাসিন্ধু তাঁর, পৃষ্ঠ বসুময় ॥
দশদিক জঙ্ঘা তাঁর পাতাল চরণ।
শৈলগণ অস্থি তাঁর লোম তরুগণ ॥
মাংসরূপ ধরণী, দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময় ॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার ॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাতে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জা ভয়ে বিস্মিত হইল অতিশয় ॥'

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া মনে মনে বড় ভীত হইলেন, এবং আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া অশেষ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া তাঁহাকে চক্ষু মেলিতে

বলিলেন। অর্জ্জুন চাহিয়া দেখিলেন—আর শ্রীকৃষ্ণের সেই বিরাটরূপ নাই, তিনি তাঁহার যেমন সখা, তেমনিই দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তখন অর্জ্জুন সকল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন এবং শীঘ্র আবার তাঁহার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইলেন।

তখন চারিদিক হইতে যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের প্রথমদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ ও পাণ্ডববন্ধু অন্যান্য বীরগণের সহিত কুরুপক্ষের এক এক রথীর মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। পাণ্ডবদের অপেক্ষা অধিকতর সৈন্যবলে বলীয়ান হইলেও কুরুগণ তাঁহাদের বিক্রম ও শিক্ষা কৌশলে চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভীত হইল। বিশেষ বালক অভিমন্যুর যুদ্ধে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মনে মনে অবাক্ হইয়া যেমন জয়ের আশা বিসর্জ্জন দিল, ভীষ্মদেবও তেমনি অর্জ্জুনের অদ্ভুত শিক্ষা, পরাক্রম ও রণকৌশল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বারম্বার ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষের একগুণ সৈন্যক্ষয় হইল তো কৌরবপক্ষের পাঁচগুণ মরিল।

যেমন ঠাকুরদাদা—তেমনি নাতি। ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইল। উভয়েরই যেমন শিক্ষা—তেমনি প্রয়োগ, যেমন কৌশল—তেমনিই পরাক্রম। কেহ কাহাকেও প্রাণপাত করিয়াও বিমুখ করিতে পারিলেন না। এইরূপে সারাদিন ধরিয়া অতি ঘোরতর যুদ্ধের পর অর্জ্জুনের নিমেষমাত্র অমনোযোগের মধ্যেই ভীষ্মদেব পাণ্ডবের দশহাজার সৈন্য মারিয়া তাঁহার প্রথম দিনের প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, এবং সেদিনকার মত যুদ্ধ থামাইবার ভেরী বাজাইয়া শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

মোটের উপর কুরুপক্ষের অধিক সৈন্যক্ষয় হইলেও, পাণ্ডবেরা ভীষ্মের

রণ দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তো একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া পরদিবসের যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পঞ্চমদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভীষ্মও আপন প্রতিজ্ঞা মত প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ হাজার করিয়া সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক ক্ষান্ত হইতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের বাণে ভীষ্মের রথ সহস্র পদ পিছাইয়া যাইত এবং ভীষ্মের বাণে অর্জ্জুনের রথ তিন পদ মাত্র পিছাইত। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—

'ভীষ্মের রথে, ভীষ্ম, তাঁহার সারথি এবং চারিটি অশ্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাতে তোমার বাণে তাঁহার রথ সহস্রপদ মাত্র পিছাইয়া যায়। কিন্তু তোমার রথের ধ্বজে পর্ব্বতের মত ভারী হইয়া হনুমান বসিয়া আছে, আমি নিজে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে সেই রথের উপরে থাকিয়া রথ চালাইতেছি ; রথের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া বিস্তর দেবগণ যুদ্ধ দেখিতেছেন, এ সকল সত্ত্বেও ভীষ্মের বাণে তোমার এমন ভারী রথও তিন পদ পিছাইতেছে। এ সকল না থাকিলে যে তাঁহার বাণে তোমার রথ কত যোজন পিছাইয়া যাইত, তাহা কে বলিতে পারে ? এক্ষণে ভাবিয়া দেখ ভীষ্মদেব কত বড় পরাক্রমশালী মহাবীর!' শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া ভীষ্মের নিকটে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিলেন।

উপর্য্যুপরি পাঁচদিন যুদ্ধে প্রত্যহ ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের দশহাজার করিয়া সৈন্য মারিলেও, অন্যান্য সকলকার যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের অপেক্ষা কুরুপক্ষে-: রই অধিক সৈন্য ও রথী নাশ এবং ক্ষতি হইতেছিল। বিশেষতঃ, সেদিন দুর্য্যোধন ভীমের যুদ্ধে স্থির হইতে না পারিয়া পলাইয়াছিল এবং তাহার

সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নকালে বিস্তর নষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্য দুর্য্যোধন মনে মনে ভীষ্মের উপর রাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল যে পিতামহ বুঝি স্নেহবশে পাণ্ডবদের সঙ্গে মন দিয়া যুদ্ধ করিতেছেন না। তাই তাহাদের পক্ষে অধিক ক্ষতি হইতেছে—এবং পাণ্ডবেরা আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে।

দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতিও দুর্য্যোধনের কথায় সায় দিয়া কহিল—যে ভীষ্ম নিশ্চয়ই স্নেহবশে অধর্ম্ম করিতেছেন। ভিতরে ভিতরে তিনি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের বাঁচাইয়া যাইতেছেন। তখন সকলেই মহা রাগিয়া কহিল—'সেনাপতির এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অন্যায়। বুড়া হইয়া ভীষ্মের ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। অতএব সে বুড়াকে পদচ্যুত করিয়া কর্ণবীরকে সেনাপতি করা হউক, নহিলে কৌরবদের মঙ্গল নাই।

দুষ্ট মন্ত্রীদের কথায়, এবং পাণ্ডবদের নিকটে হারিয়া অপমানিত হওয়াই দুর্য্যোধনের বুদ্ধি লোপ পাইল। সে গিয়া ভীষ্মের নিকট মহা রাগিয়া তাঁহার অন্যায় দেখাইয়া, তাঁহাকে সৈনাপত্য ছাড়িয়া দিতে কহিল। সে তাঁহার স্থানে কর্ণকে সেনাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

দুর্য্যোধনের কথায় ভীষ্মদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কহিলেন—'মূর্খ, পূর্ব্ব হইতেই বারম্বার এ যুদ্ধ বাধাইতে মানা করিয়াছিলাম। কারো কথা না শুনিয়া কুমন্ত্রীর পরামর্শে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইয়াছ এক্ষণে আমাকে দোষ দিতেছ কেন ?

ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম
দেবগণ প্রশংসেন যারে।
এ তিন ভুবন মাঝে কে তার সহিত যুঝে
কহিতে অনেক জন পারে॥

ইন্দ্রকে জিনিয়া রণে দহিতে খাণ্ডব বনে
অগ্নিরে অর্পিল একেশ্বরে।
নিবাত কবচ জিনে কালকেয় আদিগণে
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে ?
একে তো দুর্ব্বার রণে তাহে সখা রাজাগণে
বিরাট পাঞ্চাল আদি সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
সারথী হলেন তিনি রথে॥
কাহার যোগ্যতা তারে বিনাশ করিতে পারি
যাহার সহায় নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি, নিমেষে বধিতে পারে
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন॥"

ভীষ্মের কথায় দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। ভীষ্ম তখন তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে কাল তিনি এমন বাণ সকল ছাড়িবেন, যাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবেনা। তখন সন্তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধন আপন শিবিরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়

সেইরূপে আবার দুইদিন মহাযুদ্ধ চলিল। ভীষ্মদেব দশ হাজার করিয়া পাণ্ডবসৈন্য মারিয়া নিত্যই আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিত্যই কুরুগণের অন্যান্য রথীগণের যুদ্ধে পাণ্ডবগণ তাহাদের অধিকতর ক্ষতি করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সপ্তমদিনের

যুদ্ধে দুর্যোধন প্রভৃতি অন্যান্য কুরুপক্ষীয়গণ ভীম, অভিমন্যু ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের নিকটে এরূপ ভাবে হারিয়া লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইল, যে যুদ্ধ আরম্ভ অবধি সেরূপ লাঞ্ছনা অপমান ও সৈন্যক্ষয় তাহাদের একদিনও হয় নাই।

সেদিন যুদ্ধশেষে প্রধান প্রধান কৌরববীরগণের সহিত মিলিয়া দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকটে আসিল, এবং আক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। দুর্য্যোধনের সে মর্ম্মান্তিক বেদনা ও রোদন ভীষ্মের প্রাণে সহিল না। তিনি তাহাকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিবার জন্য, আপনার তূণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া পাঁচটি অব্যর্থ শর বাহির করিলেন, এবং দুর্য্যোধনকে তাহা দেখাইয়া কহিলেন—'এ শরগুলির নাম—মহাকাল। এগুলি যথার্থই মহাকালের মতই অব্যর্থ। যদি পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ ছলনায় রক্ষা না করেন তাহা হইলে কাল এই পাঁচটি 'মহাকাল'-শরে পঞ্চপাণ্ডবকে বিনাশ পুর্ব্বক তোমায় নিষ্কণ্টক করিব।'

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কুরুগণ মহা আনন্দে জয়নাদ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল বিবরণ অবগত হইয়া পাণ্ডবদের মুখ শুকাইল। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কখনও ব্যর্থ হইবার নহে—কালই নিশ্চয় তাঁহাদের শেষ দিন। তাঁহারা সকলেই মাথায় হাত দিয়া নিরাশ অন্তরে বসিয়া পড়িলেন। পাণ্ডবগণের অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—চিন্তা করিও না, আমি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করাইয়া দিব, চল তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।' এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব যখন দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যায় তখন অর্জ্জুন তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন আমি এখন বর চাহিনা—আবশ্যক হইলে

লইব। দুর্য্যোধনও তাহাতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'তুমি দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া সেই বরে তাহার রাজমুকুট এবং পোষাক পরিচ্ছদ চাহিয়া আন।' শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের শিবিরে গেলেন—শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের রাজবেশ ও মুকুট চাহিয়া আনিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বহস্তে তাহা পরাইলেন। তাহার পরে অর্জ্জুনকে বলিলেন এক্ষণে অধিক রাত্রি হইয়াছে—ভীষ্মও রণক্লান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছেন—তোমাকে সহসা চিনিতে পারিবেন না। তুমি আপনাকে দুর্য্যোধন পরিচয় দিয়া ভীষ্মের নিকট হইতে সেই পাঁচটি বাণ চাহিয়া আন। বলিও তুমি স্বহস্তে পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।'

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের বেশে ভীষ্মের নিকটে একাকী গিয়া সেই 'মহাকাল বাণ পাঁচটি চাহিয়া লইলেন, তাহার পরে যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গিয়া দেখা দিলেন। ভীষ্মের আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি নারায়ণের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন,—

'বুঝিনু সকল চক্রী ছলনা তোমার।
কি হেতু প্রতিজ্ঞা প্রভু ভাঙ্গিলে আমার?
শিব সনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ, মুনিগণ দিতে নারে সীমা॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমারো প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥'

পরদিন যুদ্ধের অষ্টম দিন। সেদিন ভীষ্মদেব এরূপ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। প্রাণপাত চেষ্টাতেও অর্জ্জুন সেদিন কিছুই করিতে পারিলেন না। ক্রমে অর্জ্জুনের

জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সুদর্শন চক্রহস্তে ভীষ্মকে বধ করিতে ছুটিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইয়া ভীষ্মদেব ঈষৎ হাসিলেন এবং ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া কর-যোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও পূজা করিতে আরম্ভ কলিলেন। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন অতি দ্রুতগতি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া—ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া থামাইলেন এবং কহিলেন—'তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেনা কেন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ।' হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপে ভক্তাধীন ভগবান ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া লইলেন। এমন নহিলে আর ভক্তের ভগবান বলিবে কেন? সেদিনও ভীষ্ম পাণ্ড-বের দশ সহস্র সৈন্য মারিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

পরদিন অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিল। ভীষ্মদেব যেন একাকী শত শত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সেদিন অদ্ভুত পরাক্রম ও শিক্ষা-কৌশল দেখাইয়া ভীষ্মের সহিত সমভাবে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে অর্জ্জুনের নিমেষমাত্র ঘাম মুছিবার অবসরে ভীষ্মদেব পাণ্ডবের আর দশ হাজার সৈন্য মারিয়া নিরস্ত হইলেন।

নবমদিন কাটিয়া গেল। ভীষ্মদেব যুদ্ধের আর একদিনমাত্র বাকী রহিল। কিন্তু সেদিনের যুদ্ধ দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেই প্রমাদ গণি-লেন। কে জানে হয়তো ভীষ্মদেব তাঁহার কালিকার শেষ রণে পাণ্ডব-সৈন্য নির্ম্মূল করিবেন। তখন মহা চিন্তিত হইয়া সকলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মৃত্যু যাহার ইচ্ছাধীন,

তিনি আপন ইচ্ছায় না মরিলে কে মারিতে পারে? চিন্তা নাই। ভীষ্মের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি নপুংসক দেখিলে অস্ত্র ত্যাগ করিবেন কিন্তু পালাইবেন না। অতএব কাল অর্জ্জুনের রথের সম্মুখে শিখণ্ডীকে বসাইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাহইলেই ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিবেন।

কিন্তু পাণ্ডবেরা বিশেষতঃ অর্জ্জুন এরূপ যুদ্ধে পিতামহকে মারিতে সম্মত হইলেননা। তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিয়া সকলকে বুঝাইয়া সম্মত করিলেন। পরদিনের জন্য সেইরূপ আয়োজন করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয়গণ নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

দশমদিনের প্রাতে ভীষ্মদেব যখন যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন চতুর্দ্দিকে অকস্মাৎ আবার সেইপ্রকার কুলক্ষণ সকল দেখা দিল। তাহাতে দ্রোণাচার্য্য, কৃপচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সঙ্কিত হইয়া ভীষ্মকে সেইকথা জানাইলে তিনি কহিলেন,—

"অশেষ পাপের পাপী যেই নাম তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
নবঘন শ্যাম রূপ নয়নে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব॥"

সেইদিন ভীষ্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনও প্রাণপণে তাঁহার সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমেই ভীষ্মের শরে বিস্তর পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংশ হইতে লাগিল, অর্জ্জুনও অস্থির হইয়া

উঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত শিখণ্ডীকে আনিয়া রথের সম্মুখে দাঁড়াইল। শিখণ্ডীকে দেখিবামাত্রেই ভীষ্মদেব তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাসিয়া ধনুঃশর ও অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া বসিলেন, এবং আপনার মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করিলেন।

শিখণ্ডী নানারূপ উপহাসে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভীষ্ম অচল অটল রহিলেন। শিখণ্ডী বাণে বাণে ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেননা। তখন অর্জ্জুন শিখণ্ডীর পশ্চাৎ হইতে অতি তীক্ষ্ণ বাণ সকল ছাড়িয়া ভীষ্মের প্রতি লোমকূপ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম বুঝিলেন যে এ বাণ কখনই শিখণ্ডীর নহে, তাহার পশ্চাৎ হইতে অর্জ্জুন মারিতেছে। কিন্তু তাহাতেও তিনি কাতর হইলেন না।

ক্রমে এমন হইল যে অর্জ্জুনের বাণে ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গে আর তিল ধারণের স্থান মাত্র রহিলনা। সজারুপৃষ্ঠে যেমন কণ্টকের মত সেই সকল বাণ ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া রহিল। অবশেষে অর্জ্জুন তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন, তখন ভীষ্মদেব রথ হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দেহ মাটিতে না লাগিয়া, তাঁহার অঙ্গে বিদ্ধ বাণ সকলের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ কুরুসৈন্যগণ মধ্যে হাহাকার উঠিল এবং যুদ্ধ ছাড়িয়া সকলেই ভীষ্মকে দেখিতে ছুটিল। বৃদ্ধ পিতামহকে বধ করিয়া পাণ্ডবদেরও শোকতাপের অবধি ছিলনা। তাঁহারা ও সেদিনকার মত যুদ্ধ ছাড়িয়া ভীষ্মের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহার চরণতলে বসিয়া দারুণ অনুতাপ করিতে করিতে চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ভিজাইলেন। ভীষ্ম বিস্তর প্রবোধদানে তাঁহাদিগকে শান্ত করি-

লেন। এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি চাহিলেন—'এখন দক্ষিণায়ন, এখন আমি মরিবনা, উত্তরায়ন আসিলে মরিব। যতদিন না সূর্য্যের উত্তরায়ন আরম্ভ হয় ততদিন এই শর-শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব।'

ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গ শরের উপর ছিল, কেবল মস্তক নীচের দিকে লুটাইতেছিল। তিনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন—'আমার মস্তকে বালিশ দিয়া উচ্চ করিয়া দাও।' দুর্য্যোধন অতি সত্বর কোমল উপাধান আনাইয়া দিলেন, কিন্তু ভীষ্মদেব তাহা লইলেন না, ঈষৎ হাসিয়া অর্জ্জুনের দিকে চাহিলেন। অর্জ্জুন পিতামহের মহৎ অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনটী তীক্ষ্ণ শর মারিয়া তাঁহার মস্তকের নীচে উপাধান করিয়া দিলেন। তখন যেন ভীষ্মদেব আরামে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিকটে জানাইলেন যে তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন চক্ষের নিমেষে স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল। কিন্তু ভীষ্ম কহিলেন—'আর ও জল খাইব না।' তিনি আবার ঈষৎ হাসিয়া অর্জ্জুনের প্রতি চাহিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া আকর্ণ শর সন্ধান পূর্ব্বক পৃথিবী ভেদ করিলেন। এবং পরক্ষণেই সেই ছিদ্র পথে পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর জল ফোয়ারার ন্যায় উঠিয়া দুগ্ধ ধারার মত তাঁহার মুখে পড়িতে লাগিল। তিনি তখন নিশ্চিন্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই আদর্শ, সত্যব্রত, মহাপুরুষ, আপনার ন্যায়, সত্য এবং ক্ষত্রধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় মৃত্যুকামনা করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিলেন।

ভীষ্মদেব সেই অবস্থায় শয়ন করিয়াও বারম্বার দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া যুদ্ধ হইতে এবং পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজ্য ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রী চালিত ক্রুরবুদ্ধি দুর্য্যোধন মহাপুরুষের সেই অন্তিম শয়নের অনুরোধও উপেক্ষা করিল।

সেইখানে দুর্য্যোধন বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। ভীষ্মদেব তাহার মধ্যে শরশয্যায় শায়িত রহিলেন। এদিকে কুরুপাণ্ডবগণের উভয় দলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ভীষ্মপর্ব্ব সম্পূর্ণ

দ্রোণ পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিলে কৌরবগণ পরামর্শ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করিল, এবং দুর্য্যোধন তাঁহার হস্তপদ ধারণ পূর্ব্বক বিস্তর বিনয় করিয়া কহিল যে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহের জন্য যথার্থরূপে যুদ্ধ করেন নাই। আপনি আমাকে এ যুদ্ধে ত্রাণ করুন।' দুর্য্যোধনের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া গুরু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অর্জ্জুন না থাকিলে, তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিয়া দুর্য্যোধনকে প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের যুদ্ধ জয় করিয়া দিবেন। পাণ্ডবেরা গুরুর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া চিন্তিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

পরদিন প্রাতে চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া দ্রোণ যুদ্ধে নামিলেন। পাণ্ডবেরা সেদিন ভীমকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা মকরব্যূহ রচনা করিয়া বিপক্ষে যুদ্ধে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকেই ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেদিন ভীম ও অর্জ্জুন এরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বারম্বার হারিয়া পলাইতে লাগিল, কুরুসৈন্যের রক্তে নদী বহিল, কৌরব শিবিরে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল, এমন কি স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলই ভীমার্জ্জুনের হস্তে হারিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাকালে সেদিনকার মত যখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল, তখন দুর্য্যোধন অবাক হইয়া দেখিল যে ভীম ও অর্জ্জুন সেই একদিনেই

প্রায় অর্দ্ধেক কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ পাণ্ডব পক্ষের তাহারা কিছুই বিশেষ রকম ক্ষতি করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার পরে কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্য্যোধন এবং তাহার সঙ্গে কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি, দ্রোণাচার্য্যের চরণে গিয়া পড়িল—কাল প্রাতে এরূপ যুদ্ধ হইলে তো আর কুরুকুলের রক্ষা থাকিবে না। তখন দ্রোণ কহিলেন—'আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্জ্জুন না থাকিলে ধর্ম্মরাজকে ধরিয়া দিব। অর্জ্জুন থাকিতে কাহার সাধ্য তাঁহাকে জিতিয়া ধর্ম্মরাজকে ধরিতে পারে? অতএব কাল কোন কৌশলে অর্জ্জুনকে অন্য স্থানে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া তাহার অবর্ত্তমানে ধর্ম্মরাজকে ধরিতে হইবে।' তখন সকলে যুক্তি করিয়া স্থির করিল যে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত নারায়ণী সেনাগণকে উত্তরদিকে যুদ্ধ করিতে পাঠান হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ছাড়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধের উপযুক্ত বীর পাণ্ডব-শিবিরে আর কেহই নাই। সুতরাং কৃষ্ণার্জ্জুন বাধ্য হইয়াই তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে, সেই অবসরে দ্রোণাচার্য্যও চক্রব্যূহ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজকে ধরিবেন। দুর্য্যোধনও সেইরূপ আদেশ প্রচার করিল।

প্রভাতে সংশপ্তকগণ (নারায়ণী সৈন্য) উত্তর দিকে যুদ্ধে নামিয়াছে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া সেইদিকে যুদ্ধ করিতে গেলেন। এদিকে সময় বুঝিয়া কুরুপক্ষের সকল রথী মহারথী লইয়া দ্রোণ আবার চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, জয়দ্রথকে সেই ব্যূহের দ্বার মুখে রাখিলেন, কারণ জয়দ্রথ আজ শিব বরে বলীয়ান। অর্জ্জুন ভিন্ন কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। স্বয়ং গুরু দ্রোণ দ্বারমুখে জয়দ্রথের পশ্চাতে রহিলেন। দুর্য্যোধন সসৈন্যে ব্যূহের ভিতরে এবং কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহাবীরগণ সেই ব্যূহ বেড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে যুদ্ধে নামিয়া সেদিন সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য মহামার উপস্থিত

করিলেন। অসংখ্য অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য যুদ্ধে মরিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয়গণকে সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সকলেই বুঝিল যে, শীঘ্র ইহার কোন উপায় করিতে না পারিলে, সেনাপতি গুরু আজ পাণ্ডব সৈন্য ছারখার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করতঃ আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন।

যখন মহামহারথীগণ হারিয়া গেলেন, তখন আর উপায়ন্তর না দেখিয়া যুধিষ্ঠির সুভদ্রার পুত্র যোড়শবর্ষীয় অভিমন্যুকে ডাকাইয়া যুদ্ধে নামিতে বলিলেন। অভিমন্যু বলিলেন—তিনি চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার কৌশল জানেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পিতামাতাকে একদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর সেই ব্যূহ হইতে বাহির হইবার উপায় বলেন নাই সুতরাং অভিমন্যুও তাহা শিখিতে পারেন নাই।

অভিমন্যুর কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা ভাবিলেন যে অভিমন্যু একবার চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারিলে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহারা সকলে ঢুকিয়া কৌরবদের সে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া দিবেন, তাহা হইলে কৌরবেরা আর কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা সকলে অভিমন্যুকে সেই কথা বলিয়া উৎসাহিত করিলেন।

তখন অভিমন্যু রণসজ্জা করিয়া—দ্বিতীয় অর্জ্জুনের মত প্রচণ্ড বিক্রমে গিয়া দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ছায়ার মত পাণ্ডবের মহারথীগণও ছুটিয়া প্রবেশ করিতে গেলেন। কিন্তু হায়! শিবের বরে বলীয়ান জয়দ্রথ সেই ব্যূহের দ্বার রক্ষা করিতেছিল। অভিমন্যু ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করিবার পর পাণ্ডবপক্ষের আর একটি প্রাণীও তাহার মধ্যে যাইতে পারিলনা।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যু দেখিলেন যে তিনি একা—আর

কেহই তাঁহার সাহায্যে আসিতে পারেন নাই। তখন সেই অকুতো সাহসী বালকবীর প্রচণ্ড বিক্রমে কৌরবসৈন্য সকল সংহার করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যের শবে সেখানে পর্ব্বত নির্ম্মিত হইল, রক্তে সমুদ্র বহিল। দুর্য্যোধন প্রভৃতির মহা ভয়ে মুখ শুকাইল। তাহার শত ভ্রাতার পুত্রগণ সকলেই অভিমন্যুর হস্তে মরিল। কুরুসৈন্য কেহই আর অভিমন্যুর সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলনা, সকলেই পিছাইতে লাগিল, আজ বুঝি একাকী বালক কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া যায়।

অর্জ্জুনীরে দেখি কাল শমন সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥

কুরুভ্রাতা এবং বন্ধু রাজাগণের তো কথাই ছিলনা, স্বয়ং সেনাপতি দ্রোণ, এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ প্রভৃতিও বারম্বার বালকের নিকটে পরাজিত হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন মহাভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে আসিয়া দ্রোণের নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিল। দ্রোণ কহিলেন,—

'ন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যে জিনিতে যে পারে
ত্রিভুবনে নাহি কেহ কহিনু তোমারে॥
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলা সাক্ষাতে তার সমর অদ্ভুত॥
ন্যায় যুদ্ধে তাহারে নারিবে কদাচন।
কহিনু জানিও মম স্বরূপ বচন॥"

তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বলিল—'তবে সপ্ত মহারথী একত্রে বেড়িয়া, অভিমন্যুকে বধ করুন, নহিলে আর উপায় নাই। কিন্তু দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কেহই সেরূপ অন্যায় কার্য্যে সম্মত হইলেন না। তখন দুর্য্যোধন অশেষপ্রকারে আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার দারুণ আক্ষেপ শুনিয়া অগত্যা সকলে সম্মত হইলেন এবং দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ,

দুঃশাসন, দুর্য্যোধন ও শকুনি সকলে সসৈন্যে একত্রে বেড়িয়া, একা বালকবীরকে মারিতে চলিলেন।

অভিমন্যু দেখিলেন যে—এককালে একসঙ্গে সপ্তরথী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, কিন্তু তাহাতেও সেই অসামান্য বালক-বীরের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও কাঁপিল না। তিনি কৌরবগণের এই মহা অন্যায় সমর দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রচণ্ড বিক্রমে একাই সপ্তরথী এবং তাহাদের সৈন্য-সাগরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু একা এরূপ ভয়ানক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি মহামহারথীগণও কখনও তাহা সপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে অভিমন্যুকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

ক্রমে বালকবীর একাকী সেই সপ্ত মহারথীকে উপর্য্যুপরি সাতবার মহাযুদ্ধে হারাইয়া দিলেন, তাহাদের সৈন্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সপ্তরথীগণও আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। এইরূপে যুদ্ধে জয় করিয়া বীরবালক ব্যূহ হইতে বাহির হইবার বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি সে সন্ধান জানিতেন না, সুতরাং গুরু দ্রোণের সেই আশ্চর্য্য চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া কিছুতেই বাহির হইতে পারিলেন না।

এদিকে সপ্তরথী লজ্জা, ঘৃণা, ও ভয়ে বিমর্ষ হইয়া নীরবে ভাবিতেছিলেন। দুর্য্যোধন সকলকে উত্তেজিত করিয়া বলিলেন—সাতজন সসৈন্যে একসঙ্গে বালককে আক্রমণ করুণ, নতুবা আর উপায় নাই—এখনই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

সাবধান হইয়া সকলে কর রণ।
এককালে সন্ধান করহ সপ্তজন॥

কেহ কাটে ধনুখানি, কেহ কাটে গুণ।
কেহ কাটে রথ, কেহ কাটে অস্ত্রতূণ॥

তখন সকলে আবার সেইরূপ একসঙ্গে অভিমন্যুকে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। অভিমন্যু একা আর কত সামলাইবেন? তথাপি বহুক্ষণ ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি ক্রমে নিরস্ত্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অস্ত্র গেল, কবচ গেল, রথ গেল, সারথী গেল, অশ্ব গেল। তিনি রথের চাকা তুলিয়া লইয়াই মহামার আরম্ভ করিলেন। কৌরবের সহস্র সহস্র সেনা মরিতে লাগিল। কিন্তু সাতজন একসঙ্গে তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া অস্ত্র মারিতেছে—তাঁহার সে চক্রও গেল। তখন অভিমন্যু নিরস্ত্র—খালি হাতেই মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবের বিস্তর সৈন্য নষ্ট করিলেন। অবশেষে দুঃশাসনের পুত্র সহসা পশ্চাৎ হইতে তাঁহার উপরে বিষম গদাঘাত করিল। অভিমন্যু আর সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। এই মহা অন্যায় কার্য্যে বালক বধ করিয়া নিলর্জ্জ কৌরবগণ জয় ভেরী বাজাইল।

এদিকে সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা অর্জ্জুনের মন অবসন্ন হইয়া পড়িল—হস্ত হইতে আপনি গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল, তাঁহার চতুর্দ্দিকে যেন অজ্ঞাত রোদনের রোল উঠিল। তিনি কিছুতেই আর মন বাঁধিতে পারিলেন না। তিনি মনে বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই তাঁহা-দের কোন মহা সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদে ধরিয়া বহু মিনতি পূর্ব্বক রথ ফিরাইয়া শিবিরে লইয়া যাইতে কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলই জানিতেন, তিনি অর্জ্জুনকে নানারূপ প্রবোধদানে বুঝাইতে বুঝাইতে রথ সহ তাঁহাকে লইয়া শিবিরে ফিরিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন অভিমন্যুর মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিয়া মহাশোকে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। সকলে তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়াও যখন কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলনা—তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানা উপদেশের সহিত বুঝাইতে লাগিলেন—

যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার।
কেহ কারো নহে শুন কুন্তীর কুমার॥
নিশাকালে বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষী গণে।
প্রভাতে কে কোথায় যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে॥
সেরূপ সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয়॥

সেই সময়ে মহর্ষি বেদব্যাসও আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনিও নানা উপায়ে অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসের কথায় অর্জ্জুন কিঞ্চিত শান্ত হইয়া—অভিমন্যুর সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধের সকল বিবরণ শুনিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে যখন অভিমন্যুর বীরত্ব এবং কৌরবগণের অন্যায় যুদ্ধের কথা কহিলেন, তখন তাহা শুনিয়া অর্জ্জুনের শোকতপ্ত চিত্তে যেন বজ্রশেল বিঁধিল। দুরাত্মা জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার আটকাইয়া রাখাতেই অন্যায় সমরে বীপুত্র প্রাণ দিয়াছে।

অর্জ্জুন ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

'জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
একবাণে নিপাতিব তাহার শরীর॥

কালি জয়দ্রথে যদি নাহি মারি রণে।
গতি নাহি পায় যেন পিতৃদেব গণে॥
বিনা জয়দ্রথ বধে সূর্য্য অস্ত হলে।
করিব শরীর ত্যাগ জ্বলন্ত অনলে॥'

এদিকে অর্জ্জুনের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কৌরব পক্ষীয়গণের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইল। জয়দ্রথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দুর্য্যোধনের কাছে গিয়া ভয়ের কথা বলিল, এবং আপন দেশে পলাইয়া যাইতে চাহিল। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি তাহাকে লইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত করিলে, দ্রোণাচার্য্য অভয় দিয়া কহিল—চিন্তা নাই তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন।

পরদিন দ্রোণাচার্য্য এক আশ্চর্য্য ব্যুহ রচনা পূর্ব্বক তাহার মধ্যস্থলে দুর্য্যোধনের নিকটে জয়দ্রথকে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বারো ক্রোশ পর্য্যন্ত সৈন্য রাখিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একদিকদিয়া সেই ব্যুহ আক্রমণ করিলে, অন্যদিকদিয়া ভীমসেন, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

সেদিনকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পাণ্ডবদিগের অদ্ভুত পরাক্রমে কৌরবেরা পরাজিত হইতে লাগিল, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বারম্বার পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ হাটিতে লাগিলেন, কিন্তু তবুও অর্জ্জুন সেই বারো-ক্রোশ প্রস্থ সৈন্য শ্রেণী ভেদ করিয়া একেবারে মধ্যস্থলে জয়দ্রথের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তিনি প্রাণপণে অতুল বিক্রমে ক্রমে ক্রমে ক্রোশ হইতে ক্রোশান্তর কৌরবসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে ভিতরদিকে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ভীমসেনও মহামার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কুরুসৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি

বারম্বার যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া বারম্বার হারিয়া পলাইতে লাগিল। এমন কি স্বয়ং কর্ণ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি সাতবার ভীমের কাছে হারিয়া গেল, এবং অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া সাতবার পলাইল। ভীম যেন সাক্ষাৎ শমনরূপেই কুরুসৈন্য ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। ভীমের হস্তে, সেদিন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আটানব্বুই জন পুত্র—প্রাণ দিল, দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতার মধ্যে কেবলমাত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। কুরুসৈন্যের মধ্যে প্রলয়ের হাহাকার উঠিল। অবশেষে অষ্টমবারে কর্ণ প্রাণপাত পণ করিয়া আবার যুদ্ধে নামিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে একবার ভীমের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক অচেতন করিয়া ফেলিল।

ভীম অচেতন হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলে, কর্ণ গিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল, এবং তাহাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে কর্ণের মনে পড়িয়াগেল যে সে তাহার মাতা কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, একমাত্র অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কোন ভ্রাতাকে নষ্ট করিবেনা। প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি ভীমকে ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন।

ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ ও সেদিন অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার নিকটে কৌরবপক্ষীয় মহারথীগণ কেহই সে দিন তিষ্ঠিতে পারিলনা। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলেই বারম্বার পরাজিত হইয়া পলাইতে লাগিল। ঘটোৎকচ সমস্ত কুরুসৈন্য প্রায় ধ্বংশ করিয়া ফেলিল। তখন মহা শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি ঘটোৎকচকে মারিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

অশ্বত্থামা বলিলেন—'কর্ণের নিকটে একঘাতি' নামক এক অব্যর্থ অস্ত্র আছে। সেই অস্ত্র ভিন্ন ঘটোৎকচ বধ হইবেনা। দুর্য্যোধন কর্ণকে সেই অস্ত্রদ্বারা ঘটোৎকচকে মারিতে আদেশ করিল।

কর্ণের ন্যায় দাতা পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করে নাই। পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে একদিন কর্ণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে অবলীলাক্রমে, স্বহস্তে, আপন শরীর কাটিয়া কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করিলে, কর্ণের দানধর্ম্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে একঘাতী নামে এক ভয়ানক অস্ত্র দিয়াছিলেন। কর্ণও অর্জ্জুনকে মারিবার জন্য সেই মহাঅস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। নচেৎ অন্য বাণে অর্জ্জুনের সংহার সম্ভব হইতনা।

দুর্য্যোধন যখন সেই 'একঘাতী' বাণে ঘটোৎকচকে সংহার করিতে আদেশ করিল, তখন কর্ণ সেই অস্ত্রের বৃত্তান্ত কহিয়া দুর্য্যোধনকে জানাইল যে তাহা হইলে আর অর্জ্জুনের নিধন সম্ভব হইবেনা। কিন্তু অশ্বত্থামা কহিলেন—আজ আগে ঘটোৎকচের কাছে রক্ষা পাও, পরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিও।' কর্ণ অগত্যা সেই অস্ত্রে ঘটোৎকচ বধ করিল।

ক্রমে বৈকাল হইয়া আসিল—অর্জ্জুন তখনও জয়দ্রথের নিকট যাইতে পারিলেন না তাহাকে বধ করিবেন কিরূপে। এদিকে সন্ধ্যা আগত দেখিয়া—অর্জ্জুনের প্রাণত্যাগের আশায় কৌরবেরা আনন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই শেষ বেলাটুকুর জন্য জয়দ্রথকে অধিকতর সাবধানে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু হায়—সেদিন হতভাগ্যের মরণ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল।

অতি অল্পমাত্র বেলা থাকিতে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—'ভাই না বুঝিয়া হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্যায় করিয়াছ। দেখ সন্ধ্যা হইয়া আসিল—জয়দ্রথকে বধ করা দূরের কথা—তাহাকে খুঁজিয়াই বাহির করিতে পারিলেনা। এক্ষণে প্রতিজ্ঞামত তোমাকেই তো আগুনে

প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" শ্রীকৃষ্ণের উপরে অর্জ্জুনের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনন্ত বিশ্বাস ছিল,—তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

উৎপত্তি প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন বন্ধু যার তার কিবা ভয়!
আমার কিছুই নহে সকলিহে তুমি।
তবাদেশে তবকার্য্য উদ্ধারিব আমি॥

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কৌরবপক্ষের আর আনন্দের সীমা রহিলনা'—দুর্জ্জয় মহাশত্রু অর্জ্জুন আপনিই আগুণে পুড়িয়া মরিবে! ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু ভক্তকে রক্ষা করিবার উপায় ভগবান করিলেন। বেলা শেষ হয় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্য্যের মুখ ঢাকাইয়া ফেলিলেন—চতুর্দ্দিকে অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। তখন মহানন্দে দুর্য্যোধন প্রভৃতি জয়দ্রথকে সঙ্গে লইয়া অর্জ্জুনের মৃত্যু দেখিতে আসিল।

এদিকে সন্ধ্যা হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইলনা দেখিয়া অর্জ্জুন চিতা সাজাইলেন। প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সহস্রগুণে মৃত্যু ভাল।

মনের আনন্দে দুর্য্যোধন প্রভৃতি অর্জ্জুনকে শীঘ্র আগুনে ঝাঁপ দিবার জন্য বারম্বার উৎসাহিত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও বলিলেন,—

এক কথা বলি শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরধর্ম্ম পালিয়া বধিলে শত্রুচয়॥
এখন নিরস্ত্র হয়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে॥

শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব বুঝিতে না পারিলেও, অর্জ্জুন কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হইতে পারেন না। তিনি গাণ্ডীবে তীর যোজনা করিয়া

চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তিনি ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চক্র সরাইয়া লইলেন। সকলে অবাক হইয়া দেখিল তখনও চারিদণ্ড বেলা আছে।

ভয়ে কৌরবদের মুখ শুকাইল। অর্জ্জুন আর কালবিলম্ব না করিয়া জয়দ্রথের উপর গিয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'সাবধান জয়দ্রথের মুণ্ড কাটিয়া মাটিতে ফেলিওনা! দণ্ডকারণ্যে উহার বাপ সিন্ধুরাজ তপস্যা করিতেছেন, বাণে বাণে জয়দ্রথের মুণ্ড উড়াইয়া তাঁহার কোলের উপর ফেল।'

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞামত একবাণে জয়দ্রথের মস্তক কাটিলেন, এবং বাণে বাণে তাহা উড়াইয়া লইয়া একেবারে তাহার তপস্যামগ্ন পিতা সিন্ধুরাজের ক্রোড়ে ফেলিলেন। সিন্ধুরাজ একান্তমনে তপস্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ কি একটা ভারি বস্তু আসিয়া তাঁহার কোলে পড়ায়, তিনি চমকিয়া সেটাকে তখনই মাটীতে ফেলিয়া দিলেন, আর অমনি দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুণ্ডও কে যেন সবলে ছিঁড়িয়া, মাটীতে আছড়াইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিল।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে পাণ্ডবেরা শুনিলেন যে, পূর্ব্বে জয়দ্রথ বর কামনা করিয়া শিবের তপস্যা করিয়াছিল। শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে, জয়দ্রথ বলিল—'আমাকে এইবর দিন, যে জন আমার মস্তক মাটীতে ফেলিবে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার মস্তকও আপনা আপনি ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়িবে এবং চূর্ণ হইয়া যাইবে।' শিব 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে সেইরূপ বর দিয়াছিলেন।

এইরূপে অর্জ্জুনের হস্তে জয়দ্রথ ও তাহার পিতা প্রাণ দিল।

সেই দিনের মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের দ্রুপদ এবং অন্যান্য বিস্তর সৈন্য ধ্বংস হইলেও কুরুপক্ষের তুলনায় তাঁহাদের ক্ষতি যৎসামান্য হইল। কুরুকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ভুরিশ্রবা, ভগদত্ত প্রভৃতি কুরুপক্ষীয় মহাবীরগণের পতনে দুর্য্যোধন মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইল। এবং পরদিনের যুদ্ধে 'অশ্বত্থামা' নামক এক বিখ্যাত হস্তীতে চড়িয়া ভীমকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ভীমের ভীষণ গদা প্রহারে 'অশ্বত্থামা' হস্তী প্রাণ দিল। দুর্য্যোধন হস্তী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ভীম সসৈন্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনকে আর ধরিতে পারিলেন না— কুরুপক্ষের বিস্তর সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন।

উপর্য্যুপরি সৈন্যক্ষয় দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভীম আচার্য্যের সেদিনকার প্রচণ্ড পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেননা—রথের উপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সারথি রথ লইয়া পলাইল। তাহার পর পাণ্ডব পক্ষের যে যে যোদ্ধা আসিতে লাগিল, দ্রোণাচার্য্য একে একে সকলকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন সে দিন পাণ্ডব বিনাশকারী যম-রূপেই যুদ্ধে নামিয়াছিলেন।

যেই বীর রণ বেশে দ্রোণের সম্মুখে আসে
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুপম
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার॥

অবশেষে অর্জ্জুন আসিয়া গুরুর সঙ্গে যুদ্ধে নামিলেন। বহুক্ষণ অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও অর্জ্জুন দ্রোণের কিছুই করিতে পারিলেন না। বরং আপনি বারম্বার গুরুর বাণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণের রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এক উপায় করিলেন। তিনি

দ্রোণকে অহঙ্কার পূর্ণ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন—'আপনি অত যুদ্ধ করিতেছেন কি—আজ যে ভীমের হস্তে অশ্বত্থামা মরিয়াছে সে খবর রাখেন কি?' হঠাৎ যেন দ্রোণের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ লৌহ-শেল বিঁধিল। শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিচলিত হইয়া তিনি বলিলেন—'অসম্ভব, ও কথা আমি বিশ্বাস করিনা।' তিনি মুখে একথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের মনোভাব বুঝিয়া পুনরায় কহিলেন—'আমি সত্য বলিতেছি, ভীম আজ স্বহস্তে অশ্বত্থামাকে বধ করিয়াছে, আপনি তাহাকে ডাকাইয়া সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করুন।'

বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের কথায় দ্রোণ বড়ই বিমনা:হইয়া পড়িলেন, তাঁহার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা যেন লোপ পাইল, ধনুমুষ্টি আল্‌গা হইয়া পড়িল। তিনি কিন্তু শত্রুপক্ষকে তাহা জানিতে না দিয়া বলিলেন—'আমি যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য কাহারও কথা বিশ্বাস করিনা।'

শ্রীকৃষ্ণ গিয়া যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি গিয়া দ্রোণকে অই কথা বলিয়া আসুন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সে:মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি অন্য সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন, তথাপি ধর্ম্মরাজ মিথ্যাকথা কহিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নানামতে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভীম যে দুর্য্যোধনের 'অশ্বত্থামা' নামক হস্তী মারিয়াছেন তাহাতো মিথ্যা নহে, তিনি আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলুন যে—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।' তাহা হইলে তো আর মিথ্যা বলিতে হইবেনা।

পাণ্ডবপক্ষীয়গণ সকলের বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহে ও বারম্বার অনুরোধে যুধিষ্ঠির ঐ প্রকার বলিতে স্বীকৃত হইয়া দ্রোণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণের ভয় হইল যে

—কথাটা বুঝিবা সত্য! তারপর দ্রোণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।' ঠিক সেইসময়ে পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এরূপ উচ্চ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন যে দ্রোণাচার্য্য 'ইতি গজ' শব্দটুকু আর শুনিতে পাইলেন না।

যুধিষ্ঠিরের মুখে সেই কথা শুনিয়া দ্রোণের মনে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিলনা। তিনি পুত্রের মৃত্যু সংবাদে শোকে অধীর হইলেন এবং যুদ্ধ ছাড়িয়া ধনুকের অগ্রভাগে চিবুক রাখিয়া দারুণ দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধনুকের অগ্রভাগে চাপ পড়ায় ধনুকের দড়ি আল্‌গা হইয়া নড়িতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহা অর্জ্জুনকে দেখাইয়া ব্যাস্ততার সহিত বলিলেন—'দেখ দেখ—তোমার গুরুকে বুঝি সাপে কামড়াই-তেছে!' অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় তাহা তাঁহার সর্প বলিয়াই বোধ হইল। অর্জ্জুন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি তীক্ষ্ণবাণে—সাপ মনে করিয়া—ধনুকের গুণটি কাটিয়া দিলেন। অমনি ধনুকের অগ্রভাগ সজোরে দ্রোণের চিবুকে বিষম আঘাত করিল। দ্রোণ পড়িয়া গেলেন। আর সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া তাড়াতাড়ি তীক্ষ্ণ খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া আনিলেন।

কুরুগণের দলে মহা হাহাকার উঠিল। সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে 'অশ্বত্থামা' প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারি কালি না আসিব ঘর।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচর॥
গো-বধে ও ব্রহ্ম বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি তাহায়॥"

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

কর্ণ পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু হইলে কৌরবগণ পরামর্শ করিয়া কর্ণকে সেনাপতি পদে বরণ করিল। কর্ণও আস্ফালন করিয়া বলিল—'ভীষ্ম দ্রোণ অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আর প্রকৃত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ছিলনা, কেবল উত্তম শিক্ষার ফলে এতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছেন। আর কোন চিন্তা নাই—আমি সত্বরেই পাণ্ডব বংশ ধ্বংশ করিয়া সখা দুর্য্যোধনকে নিশ্চিন্ত করিব। কর্ণের আশ্বাষ-বাক্যে সকলেই উৎসাহিত হইয়া আবার গমন করিল।

উভয়পক্ষে আবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। ভীমের হস্তে কর্ণের দুই পুত্র প্রাণ দিল, কর্ণও প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অস্থির করিয়া তুলিল। শেষে ধর্ম্মরাজ রক্তাক্ত দেহে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া শিবিরে পলায়ন করিলেন। নহিলে সেদিনের সেই ঘোরতর যুদ্ধে কর্ণ নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারিত।

এদিকে সংসপ্তকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাহাদের বিস্তর সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ফিরিলেন। তখন ভীম যুদ্ধসাগরে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, ভীম তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের সংবাদ দিলেন এবং আহত যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আর যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের শিবিরে গেলেন।

পরাজয়ের অপমানে এবং আহত দেহের যন্ত্রণায় ধর্ম্মরাজের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইতেছিল। তিনি যখন শুনিলেন যে অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসিয়াছেন—কর্ণ নির্ব্বিবাদে তাঁহাদের সৈন্য ধ্বংস করিতেছে, তখন তিনি অর্জ্জুনের উপর হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে 'বর্ব্বর' 'হীন' প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি দিয়া বলিলেন—'তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কর্ণকে বধ করিবে, আজ সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? কর্ণের যুদ্ধে ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছ আর গাণ্ডীব ধরিওনা শ্রীকৃষ্ণকে দাও।'

যুধিষ্ঠিরের মুখে এরূপ অন্যায় ভর্ৎসনা শুনিয়া অর্জ্জুন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করিতে উঠিলেন এবং বলিলেন যে আমাকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে বলে, আমার প্রতিজ্ঞা তাঁহার রক্ত দর্শন করিব।' শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া থামাইলেন এবং বিশেষ রূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি ক্রোধের বশে উত্তেজিত হইয়া গুরু নিন্দা ও আক্রমণে মহাপাপ করিতেছেন, ক্রোধ পরিহার করা মহতের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।'

শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুনের চক্ষু ফুটিল জ্ঞান বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন ধর্ম্ম রাজের পদে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং ঘোর অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা পূর্ব্বক সে পাপের হস্তে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাধা দিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপন প্রশংসা হয় মরণ সমান॥

অতএব আপন প্রশংসা দ্বারা মৃত্যু লাভ করিয়া এ পাপ হইতে মুক্ত হও।' শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত অর্জ্জুন আত্ম প্রশংসা করিতে আরম্ভ

করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার যুধিষ্ঠিরের পদধারণ পূর্ব্বক মার্জ্জনা চাহিতে লাগিলেন। তাহার পরে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সেইদিন কর্ণকে সংহার করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা করিবার পর তাঁহারা আবার যুদ্ধে গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া কুরুগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদিগকে বেড়িল। উভয় পক্ষে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। এমন সময়ে ভীম দুঃশাসনকে গদাঘাতে ভূমে ফেলিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্তপান করিলেন। তাঁহার একটি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। সেই রক্ত মাখা হাতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন করিয়া তাহার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করিলেন। এদিকে যুদ্ধে কর্ণের বৃষসেন নামে পুত্র অর্জ্জুনের শরে প্রাণ দিল। চক্ষের সম্মুখে পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া জ্বলন্ত অনলের মত কর্ণ ছুটিয়া আসিলেন, তখন কর্ণ ও অর্জ্জুনে বিষমযুদ্ধ চলিল।

বহুক্ষণ যুদ্ধেও কেহ কাহাকেও হটাইতে পারিল না, শেষে কর্ণ এক ভয়ঙ্কর বাণ মারিলেন সে বাণ অব্যর্থ, অর্জ্জুন তাহাকে নষ্ট করিতে না করিতে সে অর্জ্জুনের উপরে আসিয়া পড়িল। তখন উপায় না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পায়ের চাপে অর্জ্জুনের রথ মাটীতে কতকটা বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। কর্ণের বাণ অর্জ্জুনের মাথার কীরিট কাটিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত রথ চালনায় অর্জ্জুন সেদিন রক্ষা পাইলেন।

সেদিন আর যুদ্ধের বিরাম নাই; অবিরত উভয় পক্ষ হইতেই বাণের উপর বাণ ছুটিল, বাণে বাণে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যকেও ঢাকিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে হঠাৎ কর্ণের রথের চাকা মাটীতে অত্যন্ত বসিয়া গেল। রক্ত স্রোতে মাটী গলিয়া এমন নরম কাদা হইয়াছিল যে কর্ণ রথ খানাকে

আর এক পাও সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলনা। তখন অর্জ্জুনকে কহিল—'আমি যুদ্ধ ছাড়িয়া রথের চাকা তুলিতেছি, এখন অন্যায় করিয়া বাণ মারিও না, ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া যুদ্ধ করিও।

শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে কর্ণকে বলিলেন—'একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় টানিয়া লইয়া যখন বিবস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে—তখন ধর্ম্ম কোথায় ছিল? শকুনির পরামর্শে কপট পাশায় যখন ধর্ম্মরাজের সর্ব্বস্ব হরণ করিলে তখন ধর্ম্ম কোথায় ছিল? ভীমসেনকে মিষ্টান্নের সঙ্গে যখন বিষ খাওয়াইয়াছিলে, তখন ধর্ম্ম কোথায় ছিল? জতুগৃহে পাণ্ডবগণকে বদ্ধ করিয়া যখন অগ্নি দিতে গিয়াছিলে তখন ধর্ম্ম কোথায় ছিল? নির্দ্দোষী পাণ্ডবগণ তোমাদের অত্যাচারে দ্বাদশবর্ষ বনে বনে এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে কাটাইয়া আপনাদের সত্য পালন পূর্ব্বক যখন ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যের ভাগ চাহিয়া ছিলেন, তখন তোমরা আপনাদের সত্য ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে, তখন কোন ধর্ম্মের মুখ চাহিয়াছিলে? তাহার পরে একা বালক অভিমন্যুকে সপ্ত মহারথী বেড়িয়া বিষম অন্যায় যুদ্ধে যখন অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছিলে তখন তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? এখন বিপাকে পড়িয়াছ বলিয়া বুঝি মনে ধর্ম্মজ্ঞান উদয় হইয়াছে?"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুনের সকল কথা মনে পড়িয়া অন্তর হু-হু জ্বলিতে লাগিল, তিনি শোকে দুঃখে, ক্ষোভে উন্মাদের মত হইয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার রহিলনা। কর্ণ যখন মাটী হইতে তাহার রথের চাকা তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মহাশর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

সন্ধ্যাকালে যখন কর্ণ পড়িল, তখন তাহার মৃত্যুমুখী দেহ হইতে এক

লালবর্ণ বিষম তেজ বাহির হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে লাল করিয়া দিল। তাহার পরে সেই তেজ ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া অস্তগামী সূর্য্যের মধ্যে গিয়া মিশাইয়া গেল।

কর্ণের পতনে কৌরব-শিবিরে যেমন মহা হাহাকার রব উঠিল, পাণ্ডব-শিবিরে তেমনি মহা আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। যুধিষ্ঠির অশেষ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিলেন যে—তিনিই তাঁহাদিগের একমাত্র বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্পদ। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবগণের আর দ্বিতীয় গতি নাই।

কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

শল্যপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে দুর্য্যোধন দারুণ হতাশে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। ইতিপূর্ব্বে তাহার বীর ভ্রাতাগণের সকলেই তাহাদের পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। একমাত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ভিন্ন শত ভ্রাতার কেহই বাঁচে নাই। তাহার মধ্যে আবার কর্ণের সেনাপতিত্বে ভীষণ যুদ্ধের সময়ে তাহার প্রিয় ভ্রাতা দুঃশাসনও ভীমের হস্তে প্রাণ দিয়াছে। বৃহৎ কুরুবংশের মধ্যে একমাত্র দুর্য্যোধন ভিন্ন তখন আর কেহই অবশিষ্ট ছিলনা।

এইরূপে দিন দিন চক্ষের উপরে বংশনাশ দেখিয়াও, দুর্য্যোধনের চক্ষু ফুটিল না। বরং সে যতই হারিতে লাগিল, প্রতিদিন তাহার যতই সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল, তাহার পক্ষীয় পরম যুদ্ধ পণ্ডিত বীরগণ যতই একে একে বিনষ্ট হইতে লাগিল—ততই পাণ্ডবদের উপরে দুর্য্যোধনের হিংসা অধিকতর বাড়িতে লাগিল, এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধন সকলের অপেক্ষা প্রাণসখা কর্ণের অধিক ভরসা রাখিত। এমন কি ভীষ্ম দ্রোণের উপরেও সে তত নির্ভর করিতনা। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র কর্ণের সহায়তাতেই সে অনায়াসে পাণ্ডব-গণকে জয় করিতে পারিবে। কর্ণও তাহাকে সেইরূপ বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়াছিল। সেই প্রাণাধিক প্রিয় মহাবীর কর্ণও যখন অর্জ্জুনের শরে

প্রাণ দিল, তখন আর তাহার দুঃখ, ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যের সীমা রহিল না।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মরিল—আর কে কুরুসেনার সেনাপতি হইবে? তখন সকলের সঙ্গে বিস্তর পরামর্শ করিয়া দুর্য্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি পদে বরণ করিল।

মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবগণের মাতুল। শল্যরাজ যুদ্ধে নামিলে, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণও পাণ্ডবগণের সহিত বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেদিন যুদ্ধের আরম্ভ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মাতুল শল্যরাজের বিপক্ষে যুদ্ধে নামিয়া তাঁহার পদে প্রণাম করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন যে—তিনি আপন ভাগিনাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন কেন? তাঁহার অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পাণ্ডবগণের হস্ত যে আপনা আপনি নামিয়া পড়ে।” শল্যরাজ উত্তর করিলেন—তিনি পাণ্ডবগণের পক্ষ গ্রহণ করিবার জন্যই আসিতেছিলেন। পথিমধ্য হইতে দুর্য্যোধন তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়—যখন ভাগ্যক্রমে আত্মীয়গণের বিপক্ষে যুদ্ধে নামিতে হইয়াছে, তখন অন্য সকল সম্বন্ধ ভুলিয়া যুদ্ধে ক্ষত্রধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সুতরাং পাণ্ডবগণও সেই ধর্ম্ম রক্ষার্থে—কুটুম্বিতা ভুলিয়া—পরম শত্রুভাবে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে।

ক্রমে উভয় পক্ষে আবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। পরস্পর পরস্পরের বিস্তর সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিল। জয় পরাজয় বহুক্ষণ নির্ণিত হইলনা। অবশেষে শল্যের নিকটে ভীমসেন হটিয়া গেলেন। তখন যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া মাতুলের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের :বাণে শল্যরাজ অত্যন্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার অঙ্গে অস্ত্র প্রহারে বিরত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ

তখন তাঁহাকে উত্তেজিত করতঃ শল্যরাজকে বিনাশ করিতে বলিলে, দয়ার্দ্র হৃদয় ধর্ম্মরাজ কহিলেন—অস্ত্র প্রহারে মাতুল অত্যন্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় আর অস্ত্রাঘাত সঙ্গত নহে। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন,—

"বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে কুটুম্বিতা নহে ধর্ম্মরাজ॥
যেরূপ দশায় রিপু পাবে যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করিবে বিনাশ॥
যাহার মরণে ভদ্র—শুন মহারাজ।
তারে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধ মাঝ॥"

শ্রীকৃষ্ণের কথাই—যুধিষ্ঠিরের পরম ধর্ম্ম। তাঁহার আজ্ঞা ধর্ম্মরাজের সর্ব্বদা প্রতিপালনীয়। তাঁহার কথায় যুধিষ্ঠিরের পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইলেও ক্ষত্রীয়বীর শল্যরাজ সে অবস্থাতেও হটিলেন না। তিনি ও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি আর অধিকক্ষণ সেরূপভাবে যুঝিতে পারিলেননা—ক্রমে অধিকতর নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন—শল্যরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

শল্যের মৃত্যু সংবাদে আবার কুরুপক্ষে হাহাকার এবং পাণ্ডবপক্ষে জয়োল্লাস উঠিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শল্যরাজের পতনে কৌরবপক্ষীয়গণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে

সংহার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন আর নিশ্চিন্তে অন্যত্র যুদ্ধ করিতে পারিলনা। সে দ্রুতগতি আসিয়া নানাপ্রকারে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করতঃ—তাহাদিগকে আবার ফিরাইয়া—ভীমের সম্মুখীন হইল। ভীম তাহাকে নানারূপে শ্লেষ করিল, দুর্য্যোধনও ছাড়িলনা। সে পরাজিত—মৃতকল্প হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিল।

চারিদিকে আবার মহাযুদ্ধের ধুম পড়িয়া গেল। ক্রমে শকুনি আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধের পরে শকুনি যুধিষ্ঠিরের সারথি ও রথ নষ্ট করিয়া ফেলিল—যুধিষ্ঠির নীচে নামিলেন।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সহদেব আসিয়া তাঁহাকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। ক্ষণপরেই আবার অন্য সারথি দ্বিতীয় রথ লইয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে আসিলে, তিনি তাহাতে চড়িয়া সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন—"শীঘ্র শকুনিকে সংহার কর।"

সহদেবের প্রতিজ্ঞা ছিল যে তিনি শকুনিকে বধ করিবেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পাইয়া তিনি মহানন্দে শকুনির সঙ্গে মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে কৌরবপক্ষের অবশিষ্ট বীর ও সৈন্যগণ পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতেছিল।

সেদিনকার যুদ্ধে এক বিচিত্র ব্যাপার। সেদিন পাণ্ডবগণের হস্তে কৌরবগণের প্রায় সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইল। দুর্য্যোধন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আর তাহার পক্ষীয় সৈন্যগণকে কিছুতেই একত্রিত করিয়া যথা-নিয়মে পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিলনা। সকলেই শৃঙ্খলাবিহীন হইয়া—স্বেচ্ছাচারে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, এবং অনিয়মিত-রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কাজেই পাণ্ডবগণের হস্তে শীঘ্রই সকলে বিনষ্ট

হইতে লাগিল। এইরূপ কুরুপক্ষীয় একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে ছারখার হইয়া গেল।

এদিকে কিছুক্ষণ সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শকুনি নিরস্ত্র ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পুত্র উলুক সেদিন পূর্ব্বেই তাহার চক্ষের উপরে ভীমের অস্ত্রে প্রাণ দিয়াছিল। শকুনি দেখিল এবং বুঝিল যে কৌরবকুল নির্ম্মূল হইতে চলিল। স্বয়ং বিধাতা-পুরুষ আসিলেও আর রক্ষা হইবার নহে। তখন যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া শকুনি প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পলাইয়া যাইবে কোথায়? সে যতই প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিল—পাণ্ডবসৈন্যগণও ততই তাহাকে নানাপ্রকার গালি পাড়িতে পাড়িতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—তাহার আর অপমান এবং লাঞ্ছনার সীমা রহিলনা। অবশেষে সহদেব গিয়া তাহার চুলে ধরিয়া আনিল, এবং এক এক করিয়া হস্ত পদ কাটিয়া অবশেষে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল!

তৃতীয় অধ্যায়

কৌরবগণের বিপুল সৈন্য সমস্তই ধ্বংশ হইল, দুর্য্যোধনের প্রাণে যে কি হইল তাহা বলিবার নহে। সে কিছুক্ষণ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার পক্ষের সকলেই মৃত, সামান্য দূত বা সারথিটি পর্য্যন্ত নাই। তখন দুর্য্যোধন একটি বুকফাটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, আপনার গদা হস্তে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাগলের মত—উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যেদিকে চক্ষু গেল চলিল। ক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রের শেষ প্রান্ত ছাড়াইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদের অভিমুখে চলিল।

পথে হঠাৎ সঞ্জয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। দুর্য্যোধনের মুখের পানে চাহিয়া সঞ্জয় চমকিয়া উঠিল—প্রথমে দুর্য্যোধন বলিয়া তাহাকে তিনি চিনিতেই পারিলেন না—কুরুরাজের আকৃতিতে ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। হঠাৎ দেখিলে তাহাকে একটা পাগল ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হইত না।

সঞ্জয়কে দেখিয়া দুর্য্যোধন নিকটে আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিল—যুদ্ধের সংবাদ তিনি কত দূর জানেন? তাহার পক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং অসংখ্য মহামহা রথীবৃন্দের মধ্যে কেহ জীবিত আছেন কিনা? সঞ্জয় উত্তর করিলেন—তিনি তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক দেখিয়াছেন—দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে কেবল তিনজন মাত্র জীবিত আছেন। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং অশ্বত্থামা ভিন্ন তাহার পক্ষের আর চতুর্থ ব্যক্তি বাঁচিয়া নাই।

সঞ্জয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইল, এবং বিস্তর আক্ষেপ করিয়া কহিল যে—জন্মিলেই যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন এত সৈন্যের ধ্বংশের জন্য তিনি কাতর হন নাই, কিন্তু তিনি যে প্রাণপনে চেষ্টা এবং আয়োজন করিয়াও অবশেষে হারিয়া গেলেন কেবল মাত্র সেই অপমানেই তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

সঞ্জয় যথা সম্ভব প্রবোধদানে দুর্য্যোধনকে বিস্তর বুঝাইয়া গৃহে ফিরাই-বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অপমান পীড়িত দুর্য্যোধনের নিকটে সঞ্জয়ের কোন যুক্তিই স্থান পাইল না।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদানে শান্ত করিবার জন্য সঞ্জয়কে বিস্তর অনুরোধ করিয়া দুর্য্যোধন জানাইল যে সে আর গৃহে ফিরিবেনা, এবং এ অপমানে জর্জ্জরিত মুখ লইয়া আর লোক সমাজে যাইবেনা। সে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিবে।

তৎপরে সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুর্য্যোধন দারুণ নৈরাশ্যে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিতে চলিল। সঞ্জয়ও কিছুতেই দুর্য্যোধনকে ফিরাইতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে ফিরিলেন। পথে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং অশ্বথামার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি যতদুর জানিতেন, দুর্য্যোধনের সংবাদ তাঁহাদিগকে জানাইলেন।

সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের সংবাদ পাইয়া কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বথামা আর বিলম্ব করিলেন না। শীঘ্র গিয়া তিনজনে দুর্য্যোধনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে যুদ্ধ শেষে জয়লাভ করিয়াও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইতে পারিলেন না। এত জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া তাঁহার অন্তর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাহার উপর তিনি কোথাও দুর্য্যোধনের সংবাদ পাইলেন না। চতুর্দ্দিকে দূত পাঠাইলেন, এবং আপনারাও তন্ন তন্ন করিয়া সকল দিক, সকল স্থান খুঁজিতে লাগিলেন—কিন্তু কোথাও দুর্য্যোধনের নাম মাত্রও শুনিতে পাইলেন না। ইহাতে ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত বিষাদিত হইয়া পরিলেন।

সঞ্জয় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া অন্ধরাজ মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হায় তাঁহার শত পুত্র এবং অসংখ্য পৌত্রগণের মধ্যে বংশে বাতি দিবার জন্য কেহ রহিল না এ শোক বৃদ্ধ বয়সে তিনি কিরূপে সহ্য করিয়া থাকিবেন? অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনে আকুল বাসনা জাগিল।

ওদিকে যুদ্ধের বার্ত্তা শুনিয়া রাজ-অন্তপুরে যেরূপ মহা শোকের হাহাকার রব উঠিল—তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

শল্য পর্ব্ব সম্পূর্ণ

গদাপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে মন্ত্র বলে জল সরাইয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেলাগিলেন। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য অশেষ প্রকারে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন—আমার একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য যাহাদের নিকটে পরাজিত হইয়া প্রাণ দিল, তাহাদের বিপক্ষে তোমরা তিন জন মাত্র কি করিবে? কিন্তু তাঁহারা তিনজনে দুর্য্যোধনকে নানারূপে ভরসা দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের সম্মুখে সেই খানে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন-তিনি পঞ্চালকে বধ করিবেন এবং প্রাণপণে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পাইবেন। সে অবস্থায় মৃত্যু হইলেও মঙ্গলকর তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবেন। নহিলে এই ভয়ঙ্কর পরাজয়ের পরে, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া লুকাইয়া থাকিলে কেবলমাত্র অপমান ভিন্ন আর কিছুই ফল হইবে না। তখন চারিজনেই বিস্তর পরামর্শ পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন-অস্ত্রাঘাতে আমার:সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত এবং বিকলাঙ্গ, অতএব, আজ রাত্রি এই খানে বিশ্রাম করি, কাল পুনরায় যুদ্ধাদি করা হইবে।

তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একদল ব্যাধ মৃগয়ার শেষে পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই হ্রদে জল পান করিতে আসিল। তাহারা দুর্য্যোধন প্রভৃতির কথা শুনিয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিল। পাণ্ডবেরা

যে কুরুরাজকে চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছেন-তাহা তাহারা জানিত। তাহারা ভাবিল মহারাজ যুধিষ্টিরকে এ সংবাদ দিতে পারিলে পাণ্ডবদের কিছু না কিছু উপকার হইবে, তাহারা জলপান করিয়াই অতি দ্রুত পথ চলিয়া গিয়া ভীমসেনকে এই সংবাদ জানাইল। স্বভাব-গুণে পাণ্ডবেরা এরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে কুরুরাজ অর্থ এবং পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক যে কার্য্য করাইতে অক্ষম হইত—তাঁহারা কেবল মাত্র মুখের কথাতেই তদপেক্ষায়ও অধিক কার্য্য করাইয়া লইতে পারিতেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে পাণ্ডবেরা চতুর্দ্দিকে দুর্য্যোধনের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং আপনারাও যথাশক্তি ইতস্ততঃ তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। দুর্য্যোধনকে না পাইলে তাঁহাদের জয় পূর্ণ হইতেছিলনা। দুর্য্যোধনকে জয় করিয়া অধীন করিতে না পারিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না—কে জানে কবে কোথা দিয়া হঠাৎ দুর্য্যোধন আবার যুদ্ধ সাজে আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইবে? অথবা কূট-বুদ্ধি চক্রী আবার কি দুষ্ট বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে কি বিপদে ফেলিবে। এমন সময়ে ভীমসেন ব্যাধের মুখে দুর্য্যোধনের সংবাদ প.ইলেন এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল সংবাদ জানাইলেন।

ব্যাধের মুখে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সঙ্গে দুর্য্যোধনের পুনরায় যুদ্ধ মন্ত্রণা শুনিয়া—পাণ্ডবেরা ভাবিলেন যে রোগ এবং শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। এরূপভাবে আপন বংশ নাশ পূর্ব্বক পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিয়াও যখন দুর্য্যোধনের মন উঠিল না, চক্ষু ফুটিলনা—আবার সে যুদ্ধের মন্ত্রণা করিতে লাগিয়াছে, তখন দুর্য্যোধনকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা ভিন্ন তাঁহারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেননা।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া পাণ্ডবগণ তখনই সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক, আপনারা সকলে দ্বৈপায়ন হ্রদে চলিলেন।

সৈন্য কোলাহল শুনিয়া দুর্য্যোধনের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিলনা। সে পরামর্শ করিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে অরণ্য মধ্যে পাঠাইয়া দিল এবং আপনি মন্ত্রের মায়া-দ্বারা সেই হ্রদের জলমধ্যে লুক্কায়িত রহিল।

পাণ্ডবেরা হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কাহাকে ও দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—.য, 'দুর্য্যোধন মায়াবলে জলের মধ্যে লুকাইয়া আছে, কৌশলে তাহাকে বাহির করিতে হইবে। তাহার যথোচিত নিন্দা আরম্ভ করিলে সে যেরূপ অভিমানী, কিছুতেই আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেনা—বাহির হইয়া আসিবে।' সকলে তখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অনুসারে দুর্য্যোধনের বিস্তর নিন্দা আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এদিকে পাণ্ডবদের বনগমনাবধি বলরাম সেই যে তীর্থযাত্রা করিয়া ছিলেন, তখন পর্য্যন্ত ফিরেন নাই। তিনি নানা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সেইকালে শাণ্ডিল্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ হইল। নারদ কুরু-পাণ্ডবদের সকল কথা এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তাবৎ বিবরণ জানাইয়া অবশেষে বলরামকে কহিলেন—এইবারে ভীম ও দুর্য্যোধনে ভয়ানক গদাযুদ্ধ হইবে, ইচ্ছা হইলে গিয়া দর্শন করুন।

দুর্য্যোধন বলরামের প্রিয় শিষ্য—তাহার অবস্থা শ্রবণে বলরাম মনে বড় ব্যাথা পাইলেন এবং অবিলম্বে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মত পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের অশেষ প্রকার নিন্দা আরম্ভ করিলে অভিমানী দুর্য্যোধন আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলনা, জল হইতে মহাদম্ভ সহকারে বাহির হইয়া ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেইসময়ে বলরাম আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপরাপর সকলেই তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইলেন। বলরামেক দেখিয়া দুর্য্যোধন প্রবলবেগে কাঁদিতে লাগিল। বলরাম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে করিতে —কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরের জন্য—শ্রীকৃষ্ণকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনের ক্রূর ব্যবহারের কথা একে একে সকল জানাইয়া শেষে কহিলেন—যে তিনি স্বয়ং দূতরূপে সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পঞ্চ-পাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি মাত্র গ্রাম চাহিতে গিয়াছিলেন। পাপ দুর্য্যোধনের তাহাতে স্বীকৃত হওয়া দূরের কথা—সে তাঁহাকেই ছলে বন্দী করিতে গিয়াছিল এবং ক্রূর বুদ্ধি দুষ্ট মন্ত্রীগণের পরামর্শে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে,—

'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'

তাহাতেই এই যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বা পাণ্ডবগণের অপরাধ কি? এখনও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয় হওয়া সত্ত্বেও, দুর্য্যোধনের নিকট হইতে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম বাসের জন্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যাইতে সম্মত আছেন। শিষ্যকে বুঝাইয়া হলধর তাহাই করত সন্ধি স্থাপনা করিয়া দিন।

সকল কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলরাম দুর্য্যোধনকে তাহার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্য্যোধন সকলই স্বীকার করিল। তাহাতে দুঃখিত হইয়া হলধর দুর্য্যোধনকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে দুর্য্যোধনকে

অনুরোধ করিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—অচল, অটল, গুরুর কথাতেও টলিল না। সে বলরামকে আপন প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া কহিল,—

'সবার ঈশ্বর হয়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া হইব তেমতি॥
রাজত্ব আমাকে আর শোভা নাহি পায়।
যুদ্ধে মোর প্রাণ পণ প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥
সূচী অগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'দাদা দেখুন কাহার কতদূর অপরাধ। এক্ষণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা হয়—চিরদাস পাণ্ডবেরা এবং আমি তাহাই করিব।

দুর্য্যোধনের কথায় বলরাম বিরক্ত হইলেন। তিনি কহিলেন যে, এত পাপের ফল হাতে হাতে পাইয়াও যখন তোমার চক্ষু ফুটিল না—তখন যাহা ইচ্ছা হয় কর—আমি দ্বারকায় চলিয়া যাই। কিন্তু এ হ্রদ তীর যুদ্ধের স্থান নহে। তোমরা কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে গিয়াই যুদ্ধ কর।'

শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ বলরামের হস্ত-পদ ধরিয়া মিনতি পূর্ব্বক কহিলেন—তিনি উপস্থিত থাকিয়া ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ দর্শন করুন। বলরাম তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন। তখন সকলের সহিত দুর্য্যোধন আবার কুরুক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল এবং সেখানে গিয়া ভীমের সহিত গদাযুদ্ধের আয়োজন করিল।

তৃতীয় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশাখেলায় হারাইয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় যখন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে টানিয়া আনাইয়াছিল, সেই সময়ে সে সর্ব্বসমক্ষে অপানার উরুদেশ দেখাইয়া দ্রৌপদীকে শ্লেষ করিয়াছিল এবং তাহার পদসেবা করিবার জন্য কৃষ্ণাকে আদেশ করিয়াছিল। ভীম সেই কালেই সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেস যে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিবেন। সে কথা সকলেই জানিত।

বলরামের কথায় সকলে কুরুক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেশময় সে সংবাদ রাষ্ট হইয়া গেল। ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের ভয়ঙ্কর গদাযুদ্ধ দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে উৎসুক হইয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের গদা-যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দুইজনেই মহা বলবান, দুইজনেই পরাক্রান্ত বীর, দুইজনেই সুশিক্ষিত। দুই মত্তহস্তীর যুদ্ধ, দুই ক্রুদ্ধ কেশরীর সংগ্রাম, দুই প্রতিহিংসা পিপাসু মহিষের পরস্পরের আক্রমন ও বর্ণনা করা যায় কিন্তু ভীম ও দুর্য্যোধনের সেই ভয়ঙ্কর গদাযুদ্ধ বর্ণনার অতীত। বীরদ্বয়ের আরক্তলোচন, তাহাদের মহা আস্ফালন, তাহাদের পরস্পরের ক্রুদ্ধ সিংহনাদ, যে দেখিল সেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দুইজনের গদা সংঘর্ষণে যখন ভীষণ শব্দে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল তখন সকলেই মনে মনে প্রলয় গণিল। গদা ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, :উঠিতেছে, পড়িতেছে—বিরাম নাই। তাহাদের দ্রুত সঞ্চালনে কেহই গদা দেখিতে পাইতেছিল না। কেবল পরস্পরের

আঘাতে যখন অগ্নি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, তখন সকলের চক্ষুই মুহূর্ত্তে বাঁধিয়া যাইতেছিল।

এই দুর্য্যোধন হারে—এই ভীমসেন হারেন—এই দুর্য্যোধন ভীমের বক্ষ চাপিয়া পড়িল, আবার পরক্ষণেই ভীমসেন সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষে গুরুতর আঘাত করিল। এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের সেই মহাযুদ্ধ চলিল—কেহই কাহারও নিকটে পরাস্ত হইলনা।

ভীমের আঘাতে দুর্য্যোধন কতবার হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই দ্বিগুণ বিক্রমে উঠিয়া ভীমকে গদাঘাতে ঘুরাইয়া ফেলিল। এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ একবার দুর্য্যোধন ভীমের অঙ্গে বিষম প্রহার করিল। ভীমসেন সে প্রহার সহ্য করিতে পারিলেননা—অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ভীমকে অচেতন হইয়া মাটিতে পড়িতে দেখিয়া ভয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখ শুকাইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'বুঝি দুর্য্যোধনের যুদ্ধে আজ আর ভীমের রক্ষা নাই। কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য আগণন লোক ক্ষয় সকলই বৃথা হইল, ঐ দেখুন ভীম অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।'

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'চিন্তা নাই। ভীমসেন, দুর্য্যোধন অপেক্ষা দেহের বলে বলবান হইলেও দুর্য্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের অপেক্ষা বলশালী—তাহার কারণ এখনি কহিব। কিন্তু চিন্তা নাই—দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে নিশ্চয় প্রাণ দিবে—এখনিই তাহার উপায় জানাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন।

এদিকে চেতনা পাইয়া ভীমসেন আবার সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং আস্ফালন করিতে করিতে উভয়কে বেড়িয়া উভয়ে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভীমেন নজর পড়িল। চক্ষে চক্ষু পড়িতেই শ্রীকৃষ্ণ ইসারা করিয়া আপনার উরুদেশে চপেটাঘাত করিলেন।

তাহা দেখিয়া ভীমসেনের মনে পড়িয়া গেল যে—তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন- দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিবেন। তখন তিনি সেই চেষ্টাতেই রহিলেন।

পূর্ব্বে গান্ধারীর এক বর ছিল যে তিনি পূজা শেষ করিয়া যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন—তাহার অঙ্গ লৌহবৎ কঠিন হইয়া যাইবে। বন্ধু বান্ধবগণের পরামর্শে দুর্য্যোধন উলঙ্গ হইয়া মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইবার বাসনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দারুণ লজ্জা দিয়া কহিয়াছিলেন, অতবড় সাবালক পুত্র হইয়া কিরূপে গর্ভধারিণীর সম্মুখে উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হইবে? তোমার লজ্জা সম্ভ্রম না থাকিলেও গান্ধারী যে লজ্জায় মরিয়া যাইবেন। ছিঃ—ছিঃ—এমন কার্য্য কদাচ করিও না। বরং জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অন্য সকল দেহ অনাবৃত রাখিয়া যাও।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধন জানুপর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া গেলেন।

মাতার সম্মুখে দুর্য্যোধন উপস্থিত হইলে গান্ধারী যখন চক্ষের আচ্ছাদন খসাইয়া দেখিলেন যে পুত্র জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত হইয়া আসিয়াছে—তখন তিনি তজ্জন্য দুঃখ করিয়া তিরস্কার করিলেন। দুর্য্যোধন যে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তদ্রূপ করিয়াছেন তাহা জানাইলে গান্ধারী বুঝিলেন যে শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ছলে এরূপ করিয়াছেন। কিন্তু তখন আর উপায় ছিলনা। গান্ধারীর দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোধনের সর্ব্বাঙ্গ লৌহবৎ কঠিন হইয়া গেল, শত বজ্রাঘাতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিল না। কেবল কটিতট হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত কোমল রহিল। তাই ভীম অমিত বলশালী হইলেও দুর্য্যোধনের কিছুই করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমসেনের সকল কথাই মনে পড়িয়া গেল। তিনি তদ্রূপ দুর্য্যোধনের উরুদেশে আঘাতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু

বলরামের সম্মুখে গদাযুদ্ধ হইতেছিল, সেখানে কোনরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিবার উপায় ছিলনা। কারণ যে প্রথম অন্যায় করিবে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বধ করিবেন। গদা যুদ্ধের নিয়মে যে, নাভির নিম্নে কেহ কাহাকেও আঘাত করিতে পারেনা—সে মহা অন্যায় কার্য্য। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে দুর্য্যোধনের উরুদেশে আঘাত করিবার জন্য ভীমের প্রবল ইচ্ছা হইলেও, তিনি বলরামের ভয়ে সহসা তাহা করিতে পারিলেন না। এদিকে উরুদেশে আঘাত না করিলেও—দেহের অন্য কোন স্থানে আঘাতে দুর্য্যোধন পড়িবে না। এক্ষণে উপায় কি? ভীমসেন মহা ভাবনায় পড়িলেন।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা ভীমসেন একবার গদা ঘুরাইয়া উচ্চে উঠাইলেন। দৈবক্রমে দুর্য্যোধন ভাবিল যে ভীম বুঝি তাহার মস্তকে আঘাত করিবে। সে অমনি চকিতে লম্ফদিয়া শূন্যে উঠিল, তাহাতে আপনা হইতেই ভীমের কার্য্যসিদ্ধি হইল। তাঁহার বজ্রতুল্য গদা বিষম বেগে গিয়া দুর্য্যোধনের উরুদেশে পড়িল। আর কি রক্ষা থাকে? উভয় উরু ভাঙ্গিয়া সেই মুহূর্ত্তেই দুর্য্যোধন মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ভীমের অন্যায় হইল না, আপন বুদ্ধির দোষে দুর্য্যোধন আপনি প্রাণ হারাইল সুতরাং বলদেব ভীমসেনকে দোষী করিতে পারিলেন না। স্বয়ং ধর্ম্মই তাঁহার আশ্রিত সেবকগণকে রক্ষা করিলেন।

দুর্য্যোধন পতিত হইলে ভীম গিয়া তাহার মস্তকে বাম পদের লাথি মারিয়া দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। ইহা দেখিয়া ধর্ম্মরাজ অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ভীমসেনকে যথেষ্ট কটু কহিয়া তীব্র র্ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহার পরে তিনি দুর্য্যোধনকে কোলে লইয়া ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই ধর্ম্মরাজের উদারতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দুর্য্যোধনের নানা অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করতঃ শান্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দুই হাতের উপর দেহের ভার রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া তাঁহাকে বিস্তর কটুকথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল।

দুর্য্যোধন মরিলে বলরাম রাগিয়া ভীমকে বধ করিবার জন্য লাঙ্গল উঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—যে উরু-ভঙ্গ করায় ভীমের অপরাধ নাই। সর্ব্ব সমক্ষে দ্রৌপদীর অপমান কালে ভীম ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে প্রতিজ্ঞা পালন পরম ধর্ম্ম কার্য্য—অন্যায় নহে। আরও এক কথা যে—দুর্য্যোধনের প্রতি 'মৈত্রেয় ঋষির শাপ ছিল, যে, ভীমের হস্তে উরুভঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন প্রাণ দিবে। সুতরাং ইহাতে ভীমের অপরাধ নাই।'

এইরূপে বিস্তর প্রবোধ দানের পরে বলরাম শান্ত হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরের অন্তর হইতে কিন্তু শোকের আগুন নিবিল না—সকলের সহিত মিলিয়া অবসন্ন মনে নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তিনি শিবিরে ফিরিলেন।

গদাপর্ব্ব সম্পূর্ণ

সৌপ্তিক পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করার পরে দুঃখিত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাণ্ডবগণ এবং অপরাপর পাণ্ডব পক্ষীয়গণ সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেন। সমবেত দর্শক মণ্ডলী ও আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। সেই ভীষণ যুদ্ধের প্রান্তরে উরুভঙ্গ হইয়া দুর্য্যধন পড়িয়া রহিল। কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা এবং অশ্বথমা তিনজনে দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না তাঁহারা তিনজনে রাজার নিকটে রহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল।

সন্ধ্যার পরে অন্ধকার গভীর হইয়া আসিলে এবং সেই মহাপ্রান্তর জন-শূন্য হইলে অশ্বত্থামা কহিলেন-বড়ই দুঃখের বিষয় যে মহারাজ একদিন আমার হস্তে সৈন্য চালনার ভার দিলেন না। আশান্বিত হইয়া যে সকল মহারথীগণকে সেনাপতি পদে বরন করিয়াছিলেন, তাঁহারা-পাণ্ডবদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত-কেহই মন দিয়া যুদ্ধ করেন নাই। তাই সকলেই প্রাণ দিয়াছেন এবং পাণ্ডবদের কোন অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু আমাকে সেনাপতি করিলে এতদিন ধ্বংস করিতাম। এখনও যদি সে ভার পাই তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে পাণ্ডবগণকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে পাণ্ডবদের সহিত-বিরাট, পাঞ্চাল প্রভৃতি তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

অশ্বত্থামার মুখে প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সেই শেষ দশাতেও দুর্য্যোধনের হিংসা বৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল যে তাহার

মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি অশ্বথামা তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে পাণ্ডব-বৈরী নাশ দেখিয়া—সে সুখে মরিতে পারিবে !

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া দুর্য্যোধন অশ্বথামাকে সেই অবস্থায় সেনাপতি করিতে চাহিল এবং তাঁহাকে সেই পদে বরণ করিবার জন্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে জল আনিতে কহিল। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়াও কোথাও জল পাইলেন না। শেষে মৃত সৈন্য গণের দেহ অন্বেষণ করিয়া জল লইয়া আসিলেন।

দুর্য্যোধন অতিকষ্টে দুই হস্তের উপর দেহের ভার রাখিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন এবং কোনও মতে একটু জল লইয়া অশ্বথামার হস্তে দিয়াই-তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার পর অশ্বথামার মস্তকে জল দিয়া অভিষেক করিবার ক্ষমতা হইলনা। অশ্বথামা আপনিই সেই জল লইয়া আপনার মস্তকে দিলেন।

তাহার পরে আবার পাণ্ডব বিনাশ প্রতিজ্ঞা করিয়া; অশ্বথামা' কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবেদের শিবিরের দিকে চলিলেন। তখন দারুন অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছিল কোলের মানুষও দেখিবার উপায় ছিলনা। বিশ্ববাসী মানব ও জীবজন্তু সকলেই নিশ্চিন্তে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। কেবল প্রতিহিংসা প্রয়াসী অশ্বথমা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া সেই অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া পিশাচের মত—পিশাচের কার্য্য সম্পন্ন করিতে চলিলেন। তিনি নিদ্রিত অবস্থায় পাণ্ডবগণেকে সবংশে বিনাশ করিবেন বলিয়া আশায় এবং আনন্দে উত্তোজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যাইতে যাইতে পথের মধ্যে কৃপাচার্য্য অশ্বথামাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া এরূপ অন্যায় হত্যা কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

কহিলেন কৃপ—'ইহা না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনের হত্যা অতীব গর্হিত॥
ভয়ার্ত্ত, শরণাগত, নিদ্রিত যে জন।
কভু না করিবে তিনে অস্ত্র প্রহরণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণ্য করি তারে॥

কিন্তু অশ্বথমা কৃপাচার্য্যের ধর্ম্ম ও ন্যায় যুক্তি শুনিলেন না। তিনি কৃপাচার্য্যের কথায় ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া প্রথমে তাঁহাকে নানা কটু কহিলেন, তৎপরে বলিলেন ;—

'শত্রুকে করিবে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
ছলে, বলে, কৌশলে নাশিবে অকাতরে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥

অশ্বথামাকে সেরূপ অন্যায় অধর্ম্মের কার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কৃপাচার্য্য পুনরায় বুঝাইয়া কহিলেন—ভাল, চল অগ্রে অন্ধরাজের নিকটে এবিষয়ে যুক্তি লইয়া আসি। তিনি যদি বলেন' তখন একার্য্য করিতে আমরা নিষেধ করিবনা। অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনের অধর্ম্মাচরণের ফল চাক্ষুস দেখিয়াও তোমার চক্ষু ফুটিল না ?

কিন্তু অশ্বথামা কোন কথা কাণে তুলিলেন না। তিনি সে দিন সেনা-পতি—দৃঢ় হুকুম দিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবদের শিবির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেখানে এক বিভ্রাট ঘটিল। অশ্বত্থামা যেরূপ সহজে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা পারিলেন না। এক বিশালকায় বীর্য্যবান পুরুষ সজাগ থাকিয়া সেই শিবিরের দ্বার রক্ষা করিতে ছিল।

অশ্বত্থামা তাহাকে শিবির দ্বার ছাড়িয়া দিতে কহিলেন, সে সেকথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। অশ্বত্থামা তাহাকে বিস্তর ভয় দেখাইলেন—সে কোন কথা কাণে তুলিলনা, বা দ্বার ছাড়িল না। তখন অশ্বত্থামা তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু হরি—হরি! অশ্বত্থামা প্রাণপাত যুদ্ধ করিয়াও সে পুরুষকে এক চুলমাত্রও হটাইতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা যত অমোঘ অব্যর্থ অস্ত্র সকল মারিতে লাগিলেন—সে সকল হাঁ করিয়া খাইয়া ফেলিতে লাগিল। ক্রমে অশ্বত্থামার তুণ, শূন্য হইল অস্ত্র ফুরাইল। তথাপি সে দ্বার-রক্ষকের কিছুই হইল না।

তখন অশ্বত্থামা তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া করযোড়ে তাহার বিস্তর স্তুতি করিয়া তাহার নাম জানিতে চাহিলেন। দ্বার-রক্ষক তখন ছদ্মবেশ দূর করিয়া দিল। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা সভয়ে দেখিলেন—স্বয়ং মহাদেব ত্রিলোচন দ্বারবান বেশে পাণ্ডবের শিবির রক্ষা করিতেছেন।

মহাদেবকে সাক্ষাতে দেখিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে বিস্তর স্তুতি পূর্ব্বক দ্বার ছাড়িতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন অশ্বত্থামা সেইখানেই মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ গড়িয়া বিল্বপত্রে তাঁহার অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নান প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন।

'আকাশ পাতাল তুমি স্থাবর জঙ্গম তুমি
দশদিক অষ্ট কুলাচল।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ব্যোম, পবন, ভাস্কর, সোম,
তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল ॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার।
কুমতি সুমতি দাতা তুমি সবাকার ধাতা
লজ্জা রক্ষা কর মো সবার ॥'

অশ্বত্থামার পূজায় শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। অশ্বত্থামা কহিল—এই বর দিন যে আপনি দ্বার ত্যাগ করুন এবং আমরা পাণ্ডব-গণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া আসি। কিন্তু মহাদেব কহিলেন—'ওরূপ বর দিতে পারিবনা, অন্য বর লও।'

অশ্বত্থামা কহিলেন তবে আমাদিগকে বলি গ্রহণ করুণ। এই বলিয়া অশ্বত্থামা বাণের দ্বারা ভীষণ অগ্নি জ্বালিলেন এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার হস্ত ধরিয়া সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মবলিদানে উদ্যত হইলেন।

ব্রহ্ম বধ হয় দেখিয়া মহাদেব আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া তাঁহাদের মনোমত বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই সময়ে অশ্বত্থামা তাঁহার হস্তের মহা খড়্গ ভিক্ষা করিয়া লইলেন।

শিব অন্তর্দ্ধান হইলে শিবিরদ্বার শূন্য পড়িয়া রহিল। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সেই দ্বারে রাখিয়া অশ্বত্থামা দৃঢ় হুকুম দিলেন—'যে কেহ এইপথে পালাইতে চেষ্টা করিবে তখনই তাহার প্রাণবধ করিবে। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামার আদেশ মত উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই শিবির দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাউৎসাহে অশ্বত্থামা শিব-দত্ত খড়্গ হস্তে লইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাণ্ডব শিবিরে সকলই নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। তাঁহাদের

দ্বারে স্বয়ং রুদ্রদেব প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহাদের ভয়ের কারণ কিছুই ছিলনা। বিশেষতঃ—যুদ্ধ তো শেষ হইয়াই গিয়াছিল, তখন আর শত্রু পক্ষের আক্রমণের সম্ভবনাও ছিলনা। স্বয়ং কুরুরাজ উরুভঙ্গে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ যে এরূপ ব্যাপার ঘটিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ধারনা করিতে পারেন নাই।

শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা একে একে পাণ্ডব পক্ষীয় বিস্তর নিদ্রিত বীরগণকে বধ করিলেন। শিবিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার সেই—অন্ধকারের আবরণ পাইয়া অশ্বত্থামার বড়ই সুবিধা হইল। তিনি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বিস্তর সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক শেষে যে ঘরে গেলেন, সেখানে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল।

অশ্বত্থামা হাত বুলাইয়া দেখিলেন বে পাঁচজন মাত্র সে ঘরের মধ্যে পাশাপাশি শুইয়া আছে। তিনি মনে ভাবিলেন—ইহারাই পঞ্চপাণ্ডব নচেৎ পৃথক ঘরে একত্রে পাঁচজনে শুইয়া রহিয়াছে কেন? অমনি খড়্গ দ্বারা সেই পাঁচজনের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অশ্বত্থামা মনে মনে মহা আনন্দিত হইয়া ভাবিলেন—'আর কেন, যখন পঞ্চ পাণ্ডবকে একত্রে পাইয়া বধ করিয়াছি, তখন তো আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃথা আর নিদ্রিত বীরগণকে বিনাশ করিয়া পাপ সঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই।' এই ভাবিয়া অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড আপন উত্তরীতে বাঁধিয়া লইয়া শিবির হইতে বাহির হইলেন, এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সেই সু-সংবাদ প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করিলেন।

কিন্তু কৃপাচার্য্যের মনে কেমন কেমন বোধ হইল। তিনি জানিতেন যে ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্রগণ সর্ব্বদাই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত। স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহাদের রথের সারথ্য করিতেছেন। বিশেষ পাণ্ডবগণের বিপুল পরাক্রম তাঁহার অবিদিত ছিল না। যে পাণ্ডবগণ কুরুরাজের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বিনাশ করিলেন, ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথীগণকে অবাধে সংহার করিলেন,—নিদ্রিত হইলেও—তাঁহারা কি এত সহজেই অশ্বত্থামার খড়্গে প্রাণ দিবেন? নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা ভ্রান্ত হইয়াছেন। পাণ্ডব জ্ঞানে অন্য কোন পঞ্চ যোদ্ধাকে ভ্রম বশতঃ হত্যা করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কৃপাচার্য্য তাঁহার মনের কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। অশ্বত্থামার আনন্দে যোগদান করিয়া তাঁহার সহিত দুর্য্যোধনের নিকটে চলিলেন।

দুর্য্যোধেনের নিকটে উপস্থিত হইয়াই অশ্বত্থামা মহানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—'মহারাজ আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি বিরাট পাঞ্চাল প্রভৃতি বীরগণের সহিত পঞ্চপাণ্ডবকেও সংহার করিয়াছি। এতদিনে আপনি হারিয়াও জিতিলেন। প্রথমেই যদি আমাকে সেনাপতি করিতেন, তাহা হইলে আজ আর আপনার একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বিনষ্ট হইত না এবং মহামহারথিগণও প্রাণ দিতেন না। এই দেখুন পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্ন মুণ্ড বস্ত্রে বাঁধিয়া আনিয়াছি।'

অশ্বত্থামার কথায় মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনের শরীরে যেন সহসা প্রবল বেগে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। এঁ্যা—এ কি সত্য? তাঁহার এতদিনের আশা কি পরিশেষে সত্যই পূর্ণ হইল? দুর্য্যোধন আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, এবং সেই প্রবল আনন্দের আতিশয্যে তিনি আপনার অবস্থা, আপনার বেদনা, আপনার আশু মৃত্যু সকলই ভুলিলেন এবং সহসা যেন নবজীবনে নববল পাইয়া সবেগে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার

চক্ষুদ্বয় হইতে তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দের তীব্র জ্যোতি বাহির হইতেছিল।

তিনি আনন্দে অধীর হইয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন—'শীঘ্র ভীমের মুণ্ড আমাকে দাও তাহার ছিন্নমুণ্ডে লাথি মারিয়া আমি মনোক্ষোভ মিটাই অশ্বত্থামাও অতি ব্যস্ততার সহিত তাঁহার গাটরী খুলিলেন।

দ্রৌপদীর দ্বিতীয় পুত্রের অবয়ব অবিকল ভীমসেনের মত হইয়াছিল। সুতরাং তাহাকেই ভীম জ্ঞানে অশ্বত্থামা সেই ছিন্ন মুণ্ড লইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের হস্তে দিলেন।

কিন্তু সে মুণ্ড হস্তে লইয়াই দুর্য্যোধনের কেমন কেমন ঠেকিল। যেন বড় কোমল—বড় কচি। দুর্য্যোধন সন্দেহের ভরে একটু অধিক চাপ দিল অমনি দুর্য্যোধনের হস্তের মধ্যে সে মুণ্ড শত চূর্ণ হইয়া গেল।

যে ভীমের মুণ্ডকে বজ্রের মত গদা প্রহার করিয়াও দুর্য্যোধন কিছুই করিতে পারে নাই—সে মুণ্ড যে তাহার হস্তের সামান্য চাপেই চূর্ণ হইয়া যাইবে তাহা দুর্য্যোধনের বিশ্বাস হইল না। সে তখন অন্য মুণ্ডগুলিও চাহিয়া লইল এবং বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। তখন উষার প্রথমচ্ছটায় দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেই উষার আলোকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দুর্য্যোধন বুঝিল যে ঐ মুণ্ডগুলি পঞ্চ পাণ্ডবের নহে—দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের। তখন পূর্ব্বে তাহার যেরূপ আনন্দের উদয় হইয়াছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণে বিষাদ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্বত্থামাকে বিস্তর নিন্দা পূর্ব্বক কহিলেন—

অজ্ঞান হয়েছ তুমি দ্রোণের নন্দন।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চজন॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলে?

কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলে ?
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি—কমলার পতি॥
নির্ব্বংশ করিলে ছিছি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুলে বংশ হীন হৈল এত দিনে॥

দুর্য্যোধনের বর ছিল যে হরিষে বিষাদ না ঘটিলে তাহার মৃত্যু হইবে না। এক্ষণে পাণ্ডব-নাশ সংবাদে মহানন্দে উত্তেজিত হইবার পরেই স্বরূপ ঘটনা জানিয়া আপনাদের বংশ লোপের আশঙ্কায় দারুণ বিষাদ আসিয়া তাহাকে ঘিরিল। দুর্যোধন অত আকস্মিক আনন্দের উপরে এই দারুণ বিষাদের আক্রমণ সহ্য কবিতে পারিল না। সেই মুহূর্ত্তেই সেই সকল ছিন্ন মুণ্ড ক্রোড়ে ধরিয়া, সেইখানে লুটাইয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

অশ্বত্থামা আপন মূঢ়তার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা কুরুপতির মৃত্যু দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু হইতে অজস্রধারায় নির্ঝরিণী ছুটিয়া চলিল।

পরে তাঁহারা শুনিলেন যে, সেদিন দুর্য্যোধনের উরূভঙ্গের পর পাণ্ডবগণ শিবিরে গমন করেন নাই। তাহারা—কে জানে কি উদ্দেশে—হস্তিনায় গিয়াছিলেন! তখন মহারাগত হইয়া কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে নানা প্রকার কটূ কহিতে কহিতে বলিলেন—'এইবারে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হও।' মহা অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাদের শিশুগণকে হত্যা করিয়া যে মহাপাতক করিয়াছ তাহার ফল ভুগিতেই হইবে। ক্রুদ্ধ সিংহের হস্তে রক্ষা পাইতে পার, হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর আক্রমণেও পরিত্রাণ পাইতে পার কিন্তু ক্রোধদীপ্ত পাণ্ডবগণের হস্তে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবেনা।'

সৌপ্তিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

ঐষিকপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং পঞ্চপাণ্ডব ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষীয় যতজন সে রাত্রে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবিরে ছিল—সকলেই অশ্বত্থামার হস্তে নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণ দিল। এইরূপে অষ্টাদশ দিবস কুরুক্ষেত্রের সমরে কৌরব এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের সহিত সকল ক্ষত্রিয় বীরগণই বিনষ্ট হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে একজন সারথী কেবল সে রাত্রে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে কোনরূপে পলাইয়া বাঁচিয়াছিল। প্রভাতে গিয়া সেই যুধিষ্ঠিরের নিকটে রাত্রের সমস্ত ঘটনার বিষয় বিবৃত করিল।

সেই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ শোকে মৃতপ্রায় হইলেন। সকলেই বক্ষে করাঘাত করিয়া রমণীর মত রোদন করিতে লাগিলেন। হায়—এতকষ্টে, এত পরিশ্রমে যুদ্ধ জয় করিয়া শেষে আনন্দের দিনে তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশ ঘটিল! তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি ভিন্ন—তাঁহাদের আপনার বলিবার এ সংসারে আর কেহ আত্মীয় কুটুম্ব রহিলনা। কাহাদিগকে লইয়া তাঁহারা রাজ্য-সম্পদ ভোগ করিবেন? এত ক্ষত্রিয়-নাশ সকলই যে তাঁহাদের বিফল হইল। তাঁহারা কিসের জন্য—কি ফললাভের আশায় মহাসমরে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবের শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিলেন? ইহার অপেক্ষা চিরকাল বনে বনে সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমণ করাও যে তাঁহাদের পক্ষে ভাল ছিল। পাণ্ডবেরা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অশেষপ্রকারে বুঝাইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন।

"কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনঃ।
কোথা ছিল, কোথা যাবে নাহিক গণন॥
কর্ম্মবশে আসি মিলে, কেহ নহে কার।
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার॥"

কিন্তু দ্রৌপদীর শোকের সীমা ছিলনা। তিনি রাজকন্যা, রাজবধূ হইয়া অনবরত কি কষ্ট, কি দুঃখই না সহ্য করিয়া আসিতেছেন? মনুষ্যের প্রাণে আর কত সহ্য হয়? তাঁহার সকলকথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। সেই লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিন পর্য্যন্ত কৌরব-সভায়, বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে তিনি যত দুঃখ, যত ক্লেশ, যত জ্বালা সহ্য করিয়া আসিতেছেন—সেরূপ আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে? তাহার উপর পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক ও পুত্রশোক! তিনি পাগলিনীর মত হইয়া উঠিলেন। চুল ছিঁড়িয়া, বক্ষে করাঘাত করিয়া, ভূমিতলে লুটাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পাণ্ডবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্রৌপদী ভীমকে বলিলেন যে তিনি যদি তাঁহার পুত্রহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা মহাপাপী অধার্ম্মিক অশ্বত্থামার মস্তকের মণি কাটিয়া আনিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহার এ প্রাণের জ্বালা কিয়ৎপরিমাণে নিবিবে। ধর্ম্মরাজও অশ্বত্থামার পাপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; তিনি ভীমকে, অনুমতি দিলেন। ভীম অশ্বত্থামার শিরোমণি কাটিয়া আনিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যে অশ্বত্থামাকে বধ করিয়া তাহার শিরোমণি আনয়ন করা ভীমের কার্য্য নহে। অশ্বত্থামার 'ব্রহ্মশির' নামক যে

মহা অস্ত্র আছে, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইতে পারে। বিশেষতঃ অশ্বত্থামা—অমর, তাঁহাকে কে মারিবে? অতএব জানিয়া শুনিয়া একার্য্যে ভীমকে পাঠাইলে আর তাহাকে জীবিত ফিরিবার আশা থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির ভীমকে ফিকাইতে চাহিলেন। কিন্তু তখন ক্রোধান্ধ ভীম বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং নিরুপায় যুধিষ্ঠির ভীমের জীবনের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া অতি সত্বর ভীমের সাহায্যে চলিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর, পাণ্ডব ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা সে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাসাশ্রমে গিয়া লুকাইয়াছিলেন। সন্ধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভীমার্জ্জুন সেখান পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া অসিয়াছে জানিতে পারিয়া ক্রোধে অশ্বত্থামা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং এক ঈর্ষার মূল লইয়া তাহা মন্ত্রঃপূত করত তদ্বারা বিশ্ব প্রলয়কারী মহাঅস্ত্র ব্রহ্মতেজে তাহাকে মন্ত্রদ্বারা সজীব করতঃ পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন-'পৃথিবী নিষ্পাণ্ডবা হউক।

প্রলয় গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে সে বাণ উপরে উঠিল। অর্জ্জুন ও সে বাণ ব্যর্থ করিবার জন্য মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন। যখন উভয়েই সেই দুই প্রলয়কারী মহাঅস্ত্রের মুখে যে বিশ্বনাশী মহা অনল ছুটিতে গাগিল তাহাতে বিশ্ব সংসার ধ্বংশ হইবার উপক্রম হইল।

তখন ব্যাসদেব এবং নারদ উভয় বাণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উভয়কেই অস্ত্র সংহার করিতে কহিলেন। অর্জ্জুন আপন অস্ত্র সংহার করিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা কহিলেন—'আমার ও অস্ত্র অব্যর্থ, যখন

পাণ্ডববিনাশ সংকল্প করিয়া উহাকে ছাড়িয়াছি—তখন সে বংশের কাহাকেও ধ্বংশ না করিয়া ফিরিবেনা।'

তখন ব্যাসদেব অশ্বত্থামার মহা অন্যায় অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিস্তৎ তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন—,পাণ্ডব ধ্বংশ হইবার নহে, ঐরূপ কোটী অস্ত্রেও হইবেনা। তোমার অস্ত্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডব বংশধরকে বিনষ্ট করিয়া আসুক, আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব। এবং অবিলম্বে তুমি আপন মস্তকের মনি কাটিয়া অর্জ্জুনকে প্রদান পূর্ব্বক তোমার অন্যায়ের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নতুবা তোমার মঙ্গল হইবেনা।'

ব্যাসদেবের কথায় সম্মত হইয়া অশ্বত্থামা সেই অস্ত্রে গর্ভবতী উত্তরার গর্ভ ভেদ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরায় সেই গর্ভস্থ শিশুকে সঞ্জীবিত করিয়া দিলেন।

তাহার পরে ব্যাসদেবের আদেশমত অশ্বত্থামা আপন শিরোমণি কাটিয়া অর্জ্জুনকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভীমার্জ্জুনও হৃষ্টমনে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্রৌপদীর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন।

শিরোমণি কাটিয়া দিয়া অশ্বত্থামা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। ব্যাসদেব কহিলেন তুমি নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরের ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়া যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফলেই তোমার এই সাস্তি হইল। কিন্তু আমার বরে সহস্র বৎসর তৈল দানে তোমার মস্তকের ঐ ক্ষত এবং ঐ জ্বালা নিবারিত হইবে। প্রত্যেক মানব তৈল মাখিবার সময়ে প্রথমেই তোমার নাম করিয়া তিনবার তৈল লইয়া মৃত্তিকার উপরে ছিটাইয়া দিবে। সেই তৈল তোমার মস্তকে আসিয়া ক্ষতের জ্বালা নিবারণ করিবে। যে মানব ইহা না করিবে, আমার শাপে সে ব্রহ্মবধের পাতকী হইবে।'

ব্যাসের বরে অশ্বত্থামা আশ্বস্ত হইয়া, আপন পাপের ফলে, মস্তকের ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভীম আসিয়া দ্রৌপদীর হস্তে যখন অশ্বত্থামার মণি দিলেন, তখন যেন তাঁহার প্রচণ্ড শোকের আগুনে জলধারা পড়িল। তিনি তাহা হস্তে লইয়া উত্তমরূপে দেখিলেন, তৎপরে সেই মণি যুধিষ্ঠিরকে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—'আপনি বিজয়ী বীর, সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্রা রাজ-চক্রবর্ত্তী। এ মণি আপনি মস্তকে ধারণ করুন তাহা হইলেই আমার পরম সন্তোষ জন্মিবে।'

দ্রৌপদীর অনুরোধে—শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লইয়া যুধিষ্ঠির সেই মণি আপনার মুকুটে ধারণ করিলেন।

পাণ্ডবেরা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে পরম দয়াল দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে অশ্বত্থামার হস্তে রক্ষা করিয়া পুনর্জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অশেষবিধ স্তুতি করিতে করিতে পরম ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি হেতু সে সকল।
গোবিন্দ চরণ মাত্র ধার্ম্মিকের বল॥

ঐষিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ

নারীপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

সঞ্জয়ের মুখে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সকল কথাই শুনিতেছিলেন। অবশেষে যখন দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ এবং হরিষে বিষাদে তাহার মৃত্যুর সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। বালকের মত উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে, বক্ষে আঘাত পূর্ব্বক মাটীতে লুটাইতে লাগিলেন। তাঁহার একশত পুত্র, এবং অমাত্য বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সহায় এত অধিক—যে পৃথিবীতে অন্য কোন রাজার সেপ্রকার লোকবল ছিলনা। কিন্তু আজ সে সকলই কাল কুরুক্ষেত্রের রণে প্রাণ দিল। যমরূপী পাণ্ডবেরা কি তাঁহার বংশ নাশ করিবার জন্যই জন্মিয়াছিল? তাঁহার অত পুত্র এবং পৌত্রের মধ্যে একজনকেও জলপিণ্ড দিতে রাখিলনা? এ দুর্জ্জয় শোকে তিনি জীবন ধারণ করিবেন কিরূপে?

ধৃতরাষ্ট্র বারম্বার শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। সঞ্জয়, বিদুর প্রভৃতি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়গণ তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। রাজ্যলোভে, তিনি যদি দুষ্ট পুত্রের মতানুযায়ী আপন অভিমত না দিতেন তিনি যদি দুর্য্যোধনকে হুকুম দিয়া পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধেক রাজ্যের ভাগ দেওয়াইতেন, তিনি যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি হিতাকাঙ্ক্ষীগণের ও বেদব্যাস, নারদ, ও শ্রীকৃষ্ণের কথা রক্ষা করিতেন—তাহা হইলে আজ তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা হইতনা।

এক্ষণে সেই সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সঞ্জয় বিদুর প্রভৃতি তাঁহাকে যতই বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন—পূর্ব্বের কথা সকল মনে পড়িয়া তাঁহার চিত্ত আরও অধিকতর আকুল এবং শোকাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বিদুর তাঁহাকে তখন দুর্য্যোধনের বল বিক্রমের কথা কহিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

ক্ষত্রিয় নিধন করি সম্মুখ সমরে মরি
গেল সবে বৈকুণ্ঠ ভবনে।
উচ্চগতি পেলে তারা মনস্তাপে হয়ে সারা
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ?
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে যেন নব বস্ত্র পরে
মানবের তেমনি মরণ।
কেহ মরে গর্ভবাসে কেহ মরে দশমাসে
ক্ষিতিস্পর্শে কাহারো পতন॥
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে
কেহ কারে মারিতে না পারে।
নিজ নিজ কর্ম্মবশে সকলে ধরায় আসে
নিজ নিজ ফল ভোগ করে॥

তাহার পরে মহর্ষি বেদব্যাস আসিয়া আবার তাঁহাকে নানা প্রকারে জীবের কর্ম্মফলের বৃত্তান্ত বুঝাইয়া মিথ্যা শোক পরিত্যাগ করিতে বলি-লেন। বেদব্যাসের কথায় অন্ধরাজ কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে ব্যাসদেব কহিলেন—'তোমার পক্ষে যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে—সকলেই আসিয়া তো প্রাণ দিয়াছে, এক্ষণে শোক ছাড়িয়া তাঁহাদের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর।' দেবব্যাসের কথায় অন্ধরাজ যুদ্ধের প্রাঙ্গনে সকলের প্রেত-কার্য্য করিতে চলিলেন এবং

বিদুরকে আদেশ করিলেন যে তিনি গিয়া অন্তঃপুরস্থ নারীগণকে এই সংবাদ দিয়া তর্পণাদি করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রে লইয়া চলুন।' অন্ধরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য রথে উঠিলেন এবং বিদুর অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ব্ব হইতেই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

যথা সময়ে তাঁহারা শুনিলেন যে অন্ধরাজ সেখানে আসিতেছেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে পুররমণীগণকে আনিবার জন্য বিদুর গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিচলিত হইলেন—তিনি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? অন্ধরাজ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন যে এমন করিয়াই কি বংশনাশ করিতে হয়, যে জলপিণ্ড দানের জন্য একজনকেও জীবিত রাখিলেনা? তখন তিনি কি উত্তর দিবেন?

তাহার উপরে পুরবাসীগণের ভয়। গান্ধারীদেবী তাঁহার শত পুত্র ও পৌত্রাদির বিনাশ দেখিয়া তাঁহাকে কি বলিবেন? তিনি যে মহা শোকে পাগলিনী হইয়া তাঁহাদিকে অভিশাপ দিবেন, তাহাহইতে কিরূপে তাঁহারা রক্ষা পাইবেন? সতীর মর্ম্মান্তিক অভিশাপে তাঁহারা যে অচিরেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবেন! হায় এত উদ্যোগ, এত পরিশ্রম, এত লোকনাশ, বংশনাশ সকলই তাঁহাদের বৃথা হইল। গান্ধারীর অভিশাপে রক্ষা পাইলে, তবে তো তাঁহারা রাজ্য ভোগ করিবেন? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাভয়ে অস্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার

মুখে সকল কথা শুনিয়া অন্যান্য ভ্রাতাগণ এবং দ্রৌপদীও শাপভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন—তাঁহারা চিন্তা দূর করুন, গান্ধারী অভিশাপ দিবেন না। যিনি হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রাতা জগন্নাথ তিনি রাখিলে কে মারিতে পারে?

'শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে॥
সবাকার আত্মা আমি পরম প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন॥

যাহা হইবার এবং যাহা হইবে তিনিই তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—তবে তাঁহারা ভয় পাইতেছেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির এবং অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণকে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তাহার চরণ বন্দনা করিবার জন্য যাইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মত পাণ্ডবেরা অতি শীঘ্রই লৌহদ্বারা ভীমসেনের একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। তখন কেহই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না। যথা সময়ে পাণ্ডবগণ যখন লৌহ-ভীমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা বসে তাঁহাদের সকলের হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

যথা সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সহ পঞ্চ পাণ্ডব অন্ধরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্ধরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির কহিলেন—'জ্যেঠামশায়, প্রণাম করিতেছি—আমি যুধিষ্ঠির।' তখন অন্ধের— প্রাণ পাণ্ডবের নামে জ্বলিতেছিল, তিনি তাহা সামলাইয়া প্রাণ খুলিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য সকলেই তাহা মনে মনে বুঝিলেন।

অন্ধরাজ কেবল ভীমকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি যেন ভীমের পরাক্রম কাহিনী শুনিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া—ভীমকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হস্ত বাড়াইয়া রহিলেন এবং মুখে বলিতে লাগিলেন—"ভীম, তুমি আমার কুলান্তক হইলেও কুরুবংশের মর্য্যাদা রাখিয়াছ। তোমার বীরত্ব কাহিনীতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে এবং কুরুবংশ উজ্জ্বল হইয়াছে। আইস তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া জ্বালা জুড়াই এবং আশীর্ব্বাদ প্রদান করি।"

আনন্দে ভীমসেন অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অতিদ্রুত তাঁহাকে টানিয়া ইঙ্গিতে পশ্চাতে সরাইয়া দিলেন এবং সেই লৌহ-নির্ম্মিত ভীমকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের হস্তের মধ্যে ধরিয়া দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই লৌহ পুত্তলিকে আপন বক্ষে সজোরে চাপিয়া ধরিলেন। সেই চাপেই সে লোহার ভীম চূর্ণ হইয়া গেল। পুত্রহন্তা ভীমকে মারিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া অন্ধরাজ আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি সে আনন্দের বেগ আর কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। অথচ লোক ভুলাইবার জন্য তিনি বাহিকভাবে ভীমের জন্য :কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ভিতরের হাসি ও বাহিরের কান্না মিশিয়া তাহার মুখে এক অপূর্ব্বভাব ফুটিয়া উঠিল। সকলেই খল অন্ধের মনের ভাব বুঝিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া উপহাসপূর্ব্বক বলিলেন—'আহা আর কাঁদিবেন না, ভীম মরেন নাই, কুশলে আছেন। ভীমের উপরে আপনার ক্রোধ জন্মিবে জানিয়া পাণ্ডবেরা পূর্ব্ব হইতেই লোহার ভীম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন—আপনি তাহাই চূর্ণ করিয়াছেন।'

আর কেন? হিংসা এবং অধর্ম্মের পরিণাম ফলতো হাতে হাতে পাইলেন, তবুও সে বৃত্তি ছাড়িতে পারিলেননা—ছি! ভীমকে মারিলে'ত দুর্য্যোধনকে আর ফিরাইয়া পাইবেননা—অথচ পৃথিবী জুড়িয়া আপনার অযশ গাহিবে। আপনি পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলেন যে পাণ্ডবগণকে আপনি আপন সন্তানের মতই দেখিয়া থাকেন অতএব তাহাদের প্রতি সেইভাব রাখিয়া ক্রোধ ভুলিয়া যাউন। আপনার পুত্রগণ গিয়াছেন ভ্রাতস্পুত্রগণ রহিয়াছেন—তাহাদের লইয়াই সুখী হউন।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় এবং উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র মন বাঁধিয়া শান্ত হইলেন।

তাহার পরে পাণ্ডবগণ গান্ধারীর চরণে প্রণাম করিতে গেলে গান্ধারী যখন ক্রোধ ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—'দেবি, আপনি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? প্রথম যুদ্ধে গমনকালে দুর্য্যোধন আপনাকে প্রণাম করিতে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'মা, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেছি, কে জিতিবে বল?' আপনি অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন—

"যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্যোধন।"

'আপনি সতী জাগ্রত দেবী। আপনার সে কথা মিথ্যা হইলে যে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেনা। আপনার সেই আশীর্ব্বাদের বলেই পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধ জিতিয়া আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, তবে আপনি এক্ষণে মুখ ফিরাইতেছেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণের কথায় গান্ধারী মনের দুঃখ বিদূরিত হইল। শত পুত্রশোকে

আমার বুক ফাটিতেছে, তবুও তোমার কথায় সে শোক ভুলিলাম। তখন পাণ্ডব-ভ্রাতাগণকে লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ওদিকে কুরুরমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আপন আপন স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতির অবস্থা দেখিয়া শোকে একেবারে পাগলিনীর মত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সকলকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারে—সেরূপ ক্ষমতা বুঝি স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও ছিলনা।

চতুর্থ অধ্যায়

তাহার পরে গান্ধারী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বিবরণ সকলই একে একে শুনিলেন। সেই সকল শুনিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে এই বংশনাশী যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবগণকে নানা উপায়ে উত্তেজিত করিয়া এই মহাযুদ্ধ বাধাইয়াছেন, এবং নানাপ্রকার ছলে, বলে, ও কৌশলে অনবরতঃ পাণ্ডবগণকে রক্ষা পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও আত্মীয়-স্বজনগণকে ধ্বংস করিয়াছেন।

এইকথা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই শ্রীকৃষ্ণের উপরে দুর্জ্জয় অভিমান হইল। যদি তিনি—ভক্তের ভগবান—তবে তিনি একের পক্ষ এবং অন্যের বিপক্ষ কেন? তিনি কেবল মুখেই বলিয়া থাকেন যে তাঁহার নিকটে কুরু-পাণ্ডব উভয়েই সমান। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিয়াছেন।

দারুণ মনক্ষোভে এবং অভিমানে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া বিস্তর অনুযোগ করিলেন, এবং কহিলেন—'আমি আগাগোড়া সকল শুনিয়া বুঝিলাম যে তুমিই এই কার্য্য করিয়াছ—পাণ্ডবদের অপরাধ নাই।

"শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবহে তোমারে।
তবে পুত্র শোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
জ্ঞাতিগণ হতে কৃষ্ণ হইবা নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে, দিলাম এ শাপ॥
তুমি যথা ভেদ কৈলে কুরু-পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ ভেদ হবে আমার শাপেতে॥
যেমন কৌরব বংশ হইল সংহার।
সেইমত যদুবংশ হইবে তোমার॥'

গান্ধারী শাপ দিয়া থামিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অবশেষে আপন মায়ার প্রভাবে ভুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

তাহার পর অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে ডাকাইয়া কহিলেন—'এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে আহূত হইয়া যে যেথান হইতে আসিয়াছিলেন, তোমরা সকলে মিলিয়া সে সকলকার দেহ সৎকার এবং তর্পণাদি করিয়া প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর।

অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে পাণ্ডবগণ সকলের সৎকার এবং প্রেতকার্য্য সমাধা করিলেন। তাহার পরে ব্যাসদেব ও নারদ আসিয়া নানা উপায়ে বুঝাইয়া উভয় পক্ষের মনে শান্তি স্থাপন করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের আজ্ঞাক্রমে যুধিষ্ঠির অন্ধরাজ ও পুরবাসীগণকে লইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া গেলেন।

নারীপর্ব্ব সম্পূর্ণ

শান্তিপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে বসিলেন। দেশশুদ্ধ লোক আনন্দে মত্ত হইয়া তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গেল। দুর্য্যোধনের রাজত্ব কালে সকলেই যেমন বিষণ্ণ, মর্ম্মাহত ছিল—ধর্ম্মরাজের রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার উচ্চ, নীচ, ছোট-বড়, রাজা প্রজা সকলেই তেমনিই আনন্দের সাগরে ভাসিল। ইতি পূর্ব্বেই যে কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন এবং ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাহা যেন কাহারও মনেই পড়িলনা। ধর্ম্মরাজের রাজা হওয়াতে সকলেই শোক দুঃখ মনস্তাপ পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কেবল আনন্দ করিতে লাগিল।

হস্তিনানগরী কিছুকাল ধরিয়া নাট্য শালার মত আনন্দ-ভুবন হইয়া রহিল। বহুকালের পরে প্রজামণ্ডলীর আশা পূর্ণ হইয়াছে। বহুকাল বহুকষ্ট অনন্ত দুঃখ সহ্য করিয়া পাণ্ডবগণ সিংহাসন পাইয়াছে। প্রজাগণ এই শুভদিনের জন্য কতই আগ্রহে এতদিন দিন গণিতেছিল—এখন তাহাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা আনন্দ না করিবে কেন?

সকলেই আপনাপন সাধ্যমত উপহার দিয়া রাজার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণও যে যেমন—তাহাকে সেইরূপ ভাবে আদর অভ্যর্থনা করিলেন। দেশময় আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল এবং পাণ্ডদের জয়ধ্বনিতে আকাশ ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত তাঁহার মনে কিছু মাত্র সুখ ছিলনা। প্রজা-পুঞ্জের এত উৎসাহ এত আনন্দের মধ্যেও যুধিষ্ঠির ক্রমাগত বিমর্ষ হইয়া

পড়িতেছিলেন। তিনি যে পৃথিবীর ক্ষত্রিয় কুলকে নির্ম্মূল করিয়া আপনার পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, গুরু, ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন—সেই কথা মনে পড়িয়া তাঁহাকে বড়ই অশান্ত অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তিনি মহাপাপ-ভয়ে ভীত হইয়া অনবরত নির্জ্জনে অশ্রু ফেলিতেছিলেন।

তাঁহার মনে প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল যে ভীমের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক তিনি আজীবন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। মাতা এবং বন্ধু বান্ধবগণ নানা প্রকারে বুঝাইয়াও তাঁহার অন্তরে শান্তি প্রদান করিতে পারেন নাই। তিনি রাজ সিংহাসনে বসিয়াও মহাযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন, কুসুম-শয্যাতে শয়ন করিয়াও তাঁহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইতে লাগিল। এমন কি তিনি আত্মহত্যা করিয়া এই মহাপাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

অবশেষে ব্যাসদেব আসিয়া যুধিষ্ঠিরের অবস্থার বিষয় শুনিলেন, এবং তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার মনে শান্তি দান করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি বলিলেন—'তুমি পরম ধর্ম্মজ্ঞ—ধার্ম্মিক হইয়াও বৃথা পাপভয়ে ভীত হইতেছেন কেন ?—

তুলারাশি সম পাপ—শুনহ রাজন।
ধর্ম্মের প্রতাপে নষ্ট হয় সেই ক্ষণ॥
সংসারের হর্ত্তাকর্ত্তা দেব দামোদর।
যাঁর নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর॥
যাঁর নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ, দরশনে।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে॥

অঙ্গ সঙ্গী তব রাজা সেই হৃষিকেশ।
কোন যুদ্ধে পাপ হেতু চিন্তিছ অশেষ?
কিহেতু আপন আত্মা চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ নাহিক সংসারে॥
ব্রহ্মবধ, নারীবধ, গোবধ কারণ।
যত পাপ হয় তার আছেহে মোচন॥
কিন্তু 'আত্মহত্যা'পাপে নাহিক নিস্কৃতি।
আগম পুরাণে বেদে একই ভারতী॥

এইরূপে বুঝাইয়া পরিশেষে ব্যাসদেব কহিলেন যে তুমি ভীষ্মের নিকট যাও। তাঁহার মুখে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব এবং যোগ কাহিনী শুনিয়া পরম জ্ঞান লাভ করিবে। তোমার আর বৃথা শোক তাপ দুঃখ থাকিবে না, প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

ব্যাসদেবের বচনে উৎসুক হইয়া ধর্ম্মরাজ পরিষদগণের সহিত অবিলম্বে শরশয্যাশায়িত—ভীষ্মদেবের নিকটে গমন করিলেন। এবং আপনার অবসন্ন মনের সকল মনস্তাপের বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া, তাঁহার পদতলে ভূমে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের অবস্থা এবং মনের ভাব অবগত হইয়া ভীষ্মদেব তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—

সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন॥
কে কারে মারিতে পারে কার কি শকতি।
কর্ম্মবশে জীব ভোগ করে কর্ম্মগতি॥

কর্ম্মবশে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হতে ॥
নিত্যবস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহাতে ভকতি কৈলে পাপ বিমোচন ॥

তাহার পরে তিনি সকলের সাক্ষাতে হরিনামের মাহাত্ম্য, যম পুরীর বর্ণনা, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা, নানা প্রকার যোগ যাগের কথা কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইতে লাগিলেন। সে সকল শেষ করিয়া আবার নানারূপ ব্রতের কথা, উপবাসের কথা ধর্ম্মচর্চ্চার কথা শুনাইলেন এবং প্রত্যেক বিষয়েরই এক একটি উদাহরণ দিয়া এক একটি গল্প বলিতে লাগিলেন। ভীষ্মের মুখে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের কথা সকল শুনিয়া সমবেত লোক সকল একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। সকলেরই দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল।

যুধিষ্ঠিরও পিতামহের মুখে অমৃতময় ধর্ম্মের কথা, যোগের কথা, পাপ পুণ্যের কথা সকল শুনিয়া পরম জ্ঞান লাভ করিলেন। বিশ্ববিধানের সকল ব্যাপার যেন তাঁহার চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন যেন সম্পূর্ণ ভরিল না। তখন ভীষ্মদেব কহিলেন—'সকলই শুনিলে এবং বুঝিলে, এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, যাঁহার কার্য্য তিনিই করাইতেছেন। তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র—তাঁহার চরণে ভক্তি, বিশ্বাস ও দৃঢ় মতি রাখিয়া—তাঁহার দাস জ্ঞানে তাঁহার কার্য্য করিয়া যাও; ইহাতে তোমার পাপ বা পুণ্য কিছুই নাই।' তবুও যদি তোমার মন শান্ত না হয় তবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম পরম পুরুষের অর্চ্চনা কর, তাহা হইলে আর পাপের ছায়া মাত্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

এইরূপে সকল কথা কহিয়া ধর্ম্মরাজকে শান্ত করতঃ, অবশেষে ভীষ্ম-

দেব কহিলেন, যে এইবারে তিনি দেহ রক্ষা করিবেন—তাঁহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

'মাঘ মাস সীতাষ্টমী সেই শুভদিনে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে॥'

তৃতীয় অধ্যায়

ভীষ্মদেবের মুখে সেই মর্ম্মান্তিব কথা শুনিয়া সকলে—তাঁহার বিচ্ছেদ আশঙ্কায়—শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। যুধিষ্ঠিরের তো কথাই ছিলনা। যে পরম পণ্ডিত পরম ধার্ম্মিক—বিশ্ব-পূজিত পিতামহের নিকট ধর্ম্মের কথা সান্তনার কথা সকল শুনিয়া তিনি কোনমতে প্রাণ বাঁধিতেছিলেন। যাঁহার চরণ-তলে বসিয়া তিনি কোটী তীর্থস্নানের ফল অনুভব করিতে ছিলেন, সেই পিতামহ তাঁহাদিগকে অকুলে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন। শর-শয্যায় শায়িত থাকিলেও তবুও ধর্ম্মরাজের মনে আশা ছিল যে এখনও পিতামহ আছেন। এই আশা এবং ভরসাতেই যে তাঁহার মনের অর্দ্ধেক বল ফিরিয়া আসিয়াছিল। নচেৎ কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ধ্বংস করিয়া তিনি কি একদণ্ডের জন্যও মনে শান্তি পাইতেন?

যুদ্ধে বংশনাশ করিয়া যখন তাঁহার মনে দারুণ বৈরাগ্য ও অশান্তির উদয় হইয়াছিল তখন তিনি তাঁহার চির-আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধে অথবা ব্যাসদেবের সান্তনায়ও শান্ত হইতে পারেন নাই। অবশেষে পিতামহের নিকটে আসিয়া—তাঁহার শ্রীমুখের মধুমাখা ধর্ম্মকাহিনী ও উপদেশ প্রভৃতি শুনিয়া তাঁহার অস্থির অন্তর আবার সুস্থির হইয়াছিল। সেই পিতামহ চলিয়া যাইতেছেন, তিনি আর কাহার মুখ চাহিয়া সংসারে থাকিবেন?

কিন্তু হায়, সংসারে শোক, দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, মনুষ্যকে যতই পীড়ন করুক, কর্ত্তব্যের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। তাই যুধিষ্ঠির বাধ্য হইয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মদেবের অন্তিম কার্য্য সকল সমাধা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে যথা সময়ে ভীষ্মদেবের মৃত্যুর কাল উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবভ্রাতাগণকে এবং অন্যান্য: যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহাদিগকে একত্রিত করাইয়া অন্তিম-শয্যার শেষ উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে নিকটে ডাকিয়া—তাঁহাকে বিবিধ সান্ত্বনা সূচক উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শেষে কহিলেন ;—

'রাখ বাক্য, শুন ধীর ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা হয়ে রাজ্য কর হস্তিনা ভুবন॥
মহাযজ্ঞ করিয়া ভজহ দয়াময়।
জ্ঞাতি বধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়॥'

তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে ডাকিয়া, তাঁহার হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বব, পাণ্ডব ভ্রাতাগণ এবং দ্রৌপদীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। তাহার পরে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করতঃ স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

'নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ॥
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি মধ্য-রূপ—
সকল জগৎ এই—তব লোমকূপ॥
নমো নমো আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমঃ কূর্ম্ম, বরাহ হিরণ্য বিদারয়॥

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর ॥
আত্মারূপ চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি ॥

এইরূপে নানাপ্রকারে ভগবানের স্তব করতঃ শেষে যোগ চিত্ত সমাহিত করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া গেল।

মর্ত্তে এইরূপ শোকের প্রবাহ বহিলেও, স্বর্গে কিন্তু মহা আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেল। আকাশ হইতে মৃত ভীষ্মের দেহের উপর অবিরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং ব্যোম পথে অপ্সরাদের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রুত হইল। স্বয়ং দেবরাজ সারথী মাতলির দ্বারা ভীষ্মদেবকে লইয়া যাইবার জন্য পবনবেগে আপনার দিব্য রথ পাঠাইয়া দিলেন। এত কালের পরে শাপমুক্ত হইয়া অষ্টম ধনু আবার দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং ইন্দ্র-প্রেরিত রথে উঠিয়া পরমানন্দে স্বর্গে গমন করিলেন।

পঞ্চ-পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী ভূমে লুটাইয়া পাগলের মত রোদন করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিতে পারিলনা ব্যাসদেবও বিধিমত প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। অবশেষে তিনি এক মতলব বাহির করিলেন।

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—কেবল কাঁদিলেই ত চলিবেনা—ভীষ্মদেবের সৎকার করিতে হইবে। কিন্তু যে সে স্থানে এরূপ মহাপুরুষের সৎকার হইবেনা। এই পৃথিবীর মধ্যে যে স্থানে কখনও মৃতের চিতাগ্নির ধূম উঠে নাই—সেই দেশে সেই স্থানে সৎকার করাই কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির তখনই অর্জ্জুনকে—ত্রি-ভুবন খুঁজিয়া সেইরূপ স্থান বাহির করিতে আদেশ দিলেন।

আদেশ পাইয়াই অর্জ্জুন মায়ারথে চড়িয়া ত্রি-ভুবন খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিন্তু, কোন দেশে—কোন রাজ্যে—কোন স্থানেও—সেইরূপ 'অপোড়া' জায়গা খুঁজিয়া পাইলেন না।

পাণ্ডবেরা তখন চিতাসজ্জা করিলেন, এবং মহা সমারোহে ভীষ্মদেবের শবকে চতুর্দ্দোলে চড়াইয়া তথায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তৎপরে শবদাহ শেষ করিয়া পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাজলে তর্পণাদি সম্পন্ন করিলেন।

যথাকালে মহাধুমধামে শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু ভীষ্মের কথা মনে দিবানিশি জাগিয়া থাকাতে তিনি কিছুতেই শান্তি পাইলেন না এবং রীতিমত ভাবে রাজকার্য্যে মন দিতেও সক্ষম হইলেন না।

শান্তিপর্ব্ব সম্পূর্ণ

অশ্বমেধ পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

একদিন ঘটনাচক্রে ব্যাসদেব আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের বিরস বদন দর্শনের, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—

'আমাহইতে এবং আমার কারণেই পুত্রগণ, ভ্রাতাকর্ণ, দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিগণ এবং ভীষ্মের মত পিতামহ, দ্রোণের ন্যায় গুরু এবং ব্রাহ্মণ যে ভীষণ সমরে প্রাণ দান করিয়াছেন সে ক্ষোভ আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছিনা। বিশেষ পিতামহ ভীষ্মদেবের মৃত্যুর পর হইতে, আমার মন অত্যন্ত আকুল এবং উচাটন হইয়া পড়িয়াছে, অমি কিছুতেই মন বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিতেছিনা। পাপের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, সর্ব্বদাই মনে মনে কাঁপিতেছি।

ব্যাসদেব কহিলেন—'তোমার মুখে বারম্বার অই কথাই শুনিতেছি; কিন্তু শুন, তুমি যে সব গুরু-বধ জ্ঞাতি-বধ প্রভৃতি পাপকার্য্য ভাবিতেছ সে সকল প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সংগ্রাম এবং সত্য পালন—ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিজাতি।
এসব ব্রহ্মার দেহে হইল উৎপত্তি॥
যথাযোগ্য ধর্ম্মে নিয়োজিত চারিজনে।
সংগ্রাম-ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে॥
তুমি বল নিন্দা কর্ম্ম-আমি পুন্য গণি।
স্মরণ মাত্রেতে সদ্য মুক্ত হয় প্রাণী॥

কিন্তু সেরূপ প্রবোধে ধর্ম্মরাজের মন মানিলনা।

তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিলেন।

ব্যাসদেবের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে ঐকান্তিক বাসনা হইতে লাগিল যে তিনি তখনিই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু এক বিষয় ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। অশ্বমেধ করিবার মত অত ধন তিনি কোথায় পাইবেন। দুর্য্যোধন রাজভাণ্ডার একেবারে শূন্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তিনি শূন্য সিংহাসনমাত্র অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং রাজা হইলেও যুধিষ্ঠির—বড় দরিদ্র—নিতান্ত নিস্বঃ, তিনি কোন সাহসে, কিরূপে সে যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী হইবেন? তিনি ব্যাসদেবকে তাঁহার অর্থের কথা জানাইয়া কহিলেন,—

ফলহীন বৃক্ষ যথা ত্যজে পক্ষীগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
ধন হীন পুরুষের কর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হতে ধর্ম্ম-লাভ মুনিগণে কয়॥

ব্যাসদেব তাঁহাকে সান্তনা করিয়া বলিলেন 'তুমি চিন্তা ত্যাগ কর, আমি ধনের সন্ধান বলিয়া দিতেছি। পূর্ব্বকালে মরুত্ত নামক এক মহারাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বিশ হাজার ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ ধরিয়া অনবরত সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। রাজা প্রতিদিন সেই কুড়ি হাজার ব্রাহ্মণকে যথা নিয়মে স্বর্ণ নির্ম্মিত ঘটি, বাটী, থালা, গাড়ু, ও আসন প্রভৃতি দিয়াছিলেন এবং তাহার উপযুক্ত দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে এমন হইল যে সেই অসংখ্য ব্রাহ্মণ আর ধনের ভার বহিতে পারিলনা, বা তাহাতে তাঁহাদের স্পৃহা রহিলনা। তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাদের সেই বিপুল ধন রাশি হিমালয় পার্শ্বে পুতিয়া রাখিলেন এবং চিরদিনের জন্য তাহা

পরিত্যাগ করতঃ চলিয়া গেলেন। সেই ধন আনিয়া তুমি যজ্ঞ কার্য্য সমাধা কর।”

ব্যাসের কথায় সে বিষয়ে যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু আর এক ভাবনা—তিনি যজ্ঞ করিবার জন্য অশ্ব কোথায় পাইবেন?

ব্যাসদেব বলিলেন যে, ‘রাজা যুবনাশ্ব অশ্বমেধ করিবেন বলিয়া বহুকাল হইতে ঘোড়া পুষিতেছেন—তিনি যজ্ঞ করেন নাই। তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ভীম সেই ঘোড়া লইয়া আসুক এবং অর্জ্জুনকে ধন আনিবার জন্য প্রেরণ করুণ।’

ব্যাসদেবের উপদেশমত, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে ভীমসেন, বৃষকেতু এবং ঘটোৎকচের পুত্র—মেঘবর্ণ, বহু সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোড়া আনিতে গমন করিলেন এবং অর্জ্জুনও সেই গুপ্তধন সংগ্রহের জন্য হিমালয়প্রান্তে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণ এবং রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজনে ব্রতী হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথাকালে ভীমসেন, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণ ভদ্রাবতী পুরী হইতে রাজা যুবনাশ্বের সেই ঘোড়া আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন ব্যাসদেবের আদেশ এবং উপদেশমত যুধিষ্ঠির—দ্রৌপদীর সহিত—অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। যথাবিহিতবিধানে সেই অশ্বের অর্চ্চনা শেষ করতঃ যুধিষ্ঠির তাহার ললাটদেশে এক জয়-পত্রিকা বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর অশ্বকে আপনার ইচ্ছামত যাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে বরাবর দক্ষিণদিকে চলিল। অর্জ্জুন, ভীম, বৃষকেতু, মদন প্রভৃতি

মহারথীগণ বিস্তর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ—তাহাকে রক্ষা করিতে চলিলেন।

ক্রমে নানা স্থান ঘুরিয়া সে ঘোড়া গিয়া রাজা হংসকেতুর রাজ্যে প্রবেশ করিল।

রাজা হংসকেতু পরম বিষ্ণুভক্ত। তাঁহার পুত্র-কলত্র এবং রাজ্যের সকল প্রজাগণই—তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে—বিষ্ণুভক্ত—বৈষ্ণব হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে চিরশান্তি বিরাজিত থাকিত এবং সর্ব্বদাই বিষ্ণুপূজা নাম-সংকীর্ত্তন, দান ধ্যান প্রভৃতি হইত। রাজার পুণ্যে রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার অশান্তি বা অভাবের লেশমাত্র ছিলনা। হংসধ্বজের সুধন্বা নামে এক বীরপুত্র ছিল তিনিও পরম বিষ্ণু পরায়ণ।

তাঁহারা মনে ভাবিলেন ঘোড়া না ধরিলে যুদ্ধ বাধিবে না, এবং যুদ্ধ না বাধিলে অর্জ্জুন সে দিকে আসিবেন না শ্রীকৃষ্ণ দর্শন আর ভাগ্যে মিলিবেনা। অতএব যে কোন উপায়েই হৌক অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে হইবে।

রাজা পাণ্ডবদের ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া দৃঢ় হুকুম প্রচার করিলেন যে, রাজ্য শুদ্ধ যে যেখানে আছ—সকলেই—সকল কার্য্য ফেলিয়া শীঘ্র যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া অইস। এখনিই অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তেই রাজার হুকুম পালন না করিবে' তিনি তাহাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ বধ করিবেন। এই হুকুম প্রচার করিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড কড়ায় তৈল পূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপে তৈল ফুটাইয়া প্রস্তুত রাখিতে দিলেন।

এদিকে রাজার হুকুমে এবং সেই ভয়ানক রাজদণ্ডের ভয়ে রাজ্যের ছেলে যুবা বুড়া কেহ আর বাকি রহিলনা। কিন্তু তখন রাজা আপনপুত্র সুধন্বাকে উপস্থিত হইতে না দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাজপুত্র সুধন্বাও—পিতৃআজ্ঞায়—অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জায় সাজিয়া বাহির হইতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী প্রভাবতী আসিয়া তাঁহার নিকটে কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। সে অর্জ্জুনের বিক্রমের কথা অবগত ছিল। সে মনে মনে জানিত যে অর্জ্জুন ত্রিভুবন বিজয়ী, কেহই তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারেনা, যে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়—সেই প্রাণ হারায়। সুতরাং স্বামীর অমঙ্গল ভয়ে ভীত হইয়া সে আসিয়া স্বামীকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যুদ্ধে যাইতে সুধন্বার বিলম্ব হইয়া গেল।

সুধন্বা রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া রাজা হংস-কেতু ক্রোধে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তখনই রাজপুত্রকে সেই তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিলেন। মহা ভীত হইয়া পাত্রমিত্র সকলেই সজল নয়নে রাজাকে বিস্তর বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। ঘাতকগণ সুধন্বাকে বাঁধিয়া সেই তপ্তৈতলে ফেলিয়া দিল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল।

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্তু সুধন্বা মরিলেননা। তিনি একমনে একপ্রাণে নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে কেবল কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন—অগ্নি বা জল—তখন তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিলনা। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে সুধন্বা দিব্য কলেবরে সেই তপ্তৈতলের মধ্যে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। তখন রাজা তাঁহকে সেখান হইতে তুলিয়া আনিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন।

এদিকে ঘোড়া বাঁধা পড়িয়াছে শুনিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে আসিয়া রাজসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সুধন্বা রাজার পক্ষে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বৃষকেতু হইতে আরম্ভ করিয়া সাত্যকি পর্য্যন্ত পাণ্ডবপক্ষীয় সকল বীরগণই একে একে সুধন্বার নিকটে হারিয়া গেল। তখন স্বয়ং অর্জ্জুন যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন এবং বহুক্ষণব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পরে অর্জ্জুন সুধন্বার মস্তকছেদন করিলেন। সেই কাটামুণ্ড কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়ের উপরে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তুলিয়া লইয়া গরুড়কে স্মরণপূর্ব্বক আনাইয়া বলিয়া দিলেন—'এই ভক্তের মুণ্ড প্রয়াগের জলে নিক্ষেপ করিয়া আইস।' ভক্তের লীলা দেখিয়া অর্জ্জুন অবাক্ হইয়া গেলেন।

তাহার পরে সুধন্বার ছোট ভাই সুরথ আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয়গণ সকলেই একে একে আবার তাহার কাছেও হারিয়া গেল। শেষে আবার অর্জ্জুন আসিয়া বহু ভয়ানক যুদ্ধের পরে তাহাকে বধ করিলেন। হরিভক্ত বৈষ্ণবের মুণ্ড বলিয়া শিবদূত আসিয়া সে মুণ্ড লইয়া গেল।

অবশেষে দুই পুত্রের শোকে উন্মাদ হইয়া রাজা হংসকেতু আপনি যুদ্ধে আগমন করিলেন, পারিষদগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক তিনি যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণের জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজার মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তর্য্যামী ভগবানও অর্জ্জুনকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং ভক্ত মনোহারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত রথারোহনে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজার মনসাধ পূর্ণ হইল তিনি পরমানন্দে ঘোড়া সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

রাজার ভক্তি ও স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন বড় প্রীত হইলেন। উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হইল। তারপর একদিন সেখানে বিশ্রাম পূর্ব্বক আবার অর্জ্জুন ও পাণ্ডব সৈন্যগণ ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রমে সেই যজ্ঞের ঘোড়া মহাবনে গিয়া প্রমীলার পুরীতে উপস্থিত হইল। সে স্ত্রীলোকের দেশ—স্ত্রীলোকের রাজ্য, সেখানে পুরুষের নাম-গন্ধও নাই। অশ্বের কপালের জয়পত্র পড়িয়া—প্রমীলার হুকুমমত বীর সঙ্গিনীগণ ঘোড়া ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ প্রমাদ গণিলেন। স্ত্রীলোকের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবেন? প্রদ্যুম্ন বলিলেন 'যুদ্ধে আবশ্যক নাই, চল প্রমীলার নিকটে যাইয়া তাহার সহিত সন্ধি করতঃ ঘোড়া চাহিয়া লই।' সেই কথায় সম্মত হইয়া ধনঞ্জয় কামদেবের সহিত প্রমীলার পুরীর ভিতরে চলিলেন,—কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল।

প্রহরিণী গিয়া প্রমীলার নিকটে সংবাদ দিল যে অর্জ্জুন সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। প্রমীলা অর্জ্জুনকে ডাকাইয়া সমাদরে পাদ্যঅর্ঘ দানে পূজা করিয়া তাঁহার আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিল। অর্জ্জুন অশ্বমেধের ঘোড়ার কথা বলিলেন।

প্রমীলা কহিল—'বহুদিন হইতে তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল আজ মা শঙ্করী তাহা পূর্ণ করিলেন। এ রাজ্যে পুরুষ নাই, এবং শঙ্করীর বরে ত্রিভুবন মধ্যে কেহই আমাদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না। কোন পুরুষ হঠাৎ আসিলেও—তদ্দণ্ডেই সে প্রাণ হারায়। আমি মহারাজ দিলীপের পুত্র এবং এরা সকলে তাঁহার সৈন্যসামন্ত। সসৈন্যে মৃগয়ায়

আসিয়া আমরা হর-পার্ব্বতীর কোপানলে পড়িয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছি এবং তদ বধি এইখানেই রহিয়াছি। তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া ঘোটক লইয়া যাও।'

অর্জ্জুন কহিলেন—এক্ষণে যজ্ঞের জন্য ঘোড়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে ত্রিভুবন ঘুরিতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা সকলে মিলিয়া হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক অপেক্ষা করুণ—যজ্ঞশেষে অর্জ্জুন বিবাহ করিবেন।

অর্জ্জুনের কথায় সম্মত হইয়া প্রমীলা ঘোড়া ফিরাইয়া দিল।

তথা হইতে বাহির হইয়া আবার তাঁহারা ঘোড়া ছাড়িয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

এইরূপে নানাদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে পাণ্ডবদের যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে উপস্থিত হইল। তখন বভ্রুবাহন মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তীর্থ-ভ্রমণের কালে অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীকে এবং মণিপুরে আসিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উলূপীর গর্ভে ইলাবন্ত, এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পূর্ব্বেই ইলাবন্ত প্রাণ দিয়াছিলেন। বভ্রুবাহন মনিপুরের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার আপন মাতা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিমাতা উলূপীও সেইখানে থাকিতেন।

অশ্বের কপালের জয় পত্রিকা পড়িয়া বভ্রুবাহনের সৈন্যেরা ঘোড়া ধরিল। বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বভ্রুবাহনের মুখে সকল কথা শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা বলিলেন—'বাছা কি কার্য্য করিলে? অর্জ্জুন তোমার পিতা। এতকাল পরে যদি পিতৃ-সন্দর্শন ঘটিল তবে যুদ্ধ করিয়া কি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে? শীঘ্র

ঘোড়া লইয়া গিয়া পিতৃচরণে অর্পণ পূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা কর, এবং আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া আইস।'

বভ্রুবাহন বলিলেন—'আমার পিতা ধনঞ্জয় ত্রিভুবন-বিজয়ী ক্ষত্রিয় বীর। আমি বীরধর্ম্ম নষ্ট করিয়া যদি ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে যাই তিনি কি আমাকে পুত্র-স্নেহ প্রদান করিবেন? হীনবীর্য্য ভাবিয়া বরঞ্চ পরিত্যাগ করিবেন। আমি বীরধর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক পিতার সহিত যুদ্ধকরিয়া গৌরবের সহিত আত্ম-পরিচয় দিব। তাহা হইলে তিনিও আমাকেকোলে লইবেন।

বভ্রুবাহনের কথায় চিত্রাঙ্গদা অসন্তুষ্ট হইলেন তিনি বলিলেন,—

সুতরাং মাতার বাক্য বভ্রুবাহন ঠেলিতে পারিলেন না। সকল সৈন্যসামন্ত ও পারিষদবর্গের সহিত ঘোড়া লইয়া অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু অর্জ্জুন ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার বা গ্রহণ করিলেন না, বরঞ্চ পদাঘাত করিয়া কহিলেন,—'যে আমার পুত্র হইবে সে প্রাণভয়ে ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে আসিবেনা। তদপেক্ষা সে যুদ্ধে মরিলে তাহাকে বুকে ধরিয়া আনন্দ পাইব।'

বভ্রুবাহনের আর সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন যে 'আমি জানিতাম আপনি ঐ উত্তর করিবেন। কিন্তু জননী চিত্রাঙ্গদাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিনাই। তাই তাঁহার বাক্যে ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিলাম। যাহা হোক এবিষয়ে পরিচয় দিব। ধর্ম্ম সাক্ষী রহিলেন—আমার অপরাধ নাই। এক্ষণে জগৎ দেখুক—আমি আপনার পুত্র কি না?'

পরমুহূর্ত্তেই পদাহত সর্পের মত বভ্রুবাহন গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এবং ঘোড়াটিকে রাজ-বটীতে পাঠাইয়া দিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। রাজ আজ্ঞা মাত্রেই সৈন্যগণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

কিন্তু সে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না, একে

একে সকলেই আসিয়া প্রাণ দিলেন। অবশেষে স্বয়ং অর্জ্জুন আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশম্পাৎ ছিল যে আপন পুত্রের হস্তে প্রাণ দিবেন। এইবারে সেই অভিশাপ ফলিল। পুত্রের শরে ছিন্ন মস্তক হইয়া অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ করিলেন।

চিত্রাঙ্গদা যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি পুত্রকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া, পাগলিনীর মত রণক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুনের শবদেহের উপর পতিত হইলেন। উলুপীও পতির মৃত্যু সংবাদে ছুটিয়া আসিয়া সেইখানে পড়িলেন। তখন দুই সপত্নীর হাহাকার রবে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সহসা উলুপীর মনে পড়িল যে তাঁহার পিতা অনন্তের নিকটে এক স্পর্শমণি আছে তাহার স্পর্শে মৃত সঞ্জীবিত হয়। তিনি বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদাকে তাহা আনাইতে বলিলেন। শোক সন্তপ্ত বভ্রুবাহন সেই মণি আনিবার জন্য অবিলম্বে পাতালে দূত পাঠাইলেন।

কিন্তু খল নাগেরা সে মণি দিতে সম্মত হইল না। তখন বভ্রুবাহন মহাক্রোধে গিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া সেই মণি লইয়া আসিলেন।

মণিস্পর্শে সকল মৃত সৈন্যগণই পুণর্জ্জীবিত হইল। অর্জ্জুন আপন অন্যায়ের জন্য মর্ম্মাহত হইয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করতঃ পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন। মণিপুরে আবার মহা আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেল।

তাহার পর সেখান হইতে বহির্গত হইয়া আবার নানাদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে বহুস্থানে বহুযুদ্ধের পরে পাণ্ডবসৈন্যগণ পরিশেষে অশ্ব লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শুভক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা হইল।

অশ্বমেধপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

আশ্রমিক পর্ব্ব

ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে বসিয়া প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুণে সকল লোকে তাবৎ শোক দুঃখ ভুলিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

পাছে ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী কাহারও মনে কোন কারণে দুঃখ উপস্থিত হয়,—সেই ভয়ে—যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার সহিত,—দুর্য্যোধনেরও অধিক হইয়া—তাঁহাদের সেবা সুশ্রূষায় রত হইলেন। অন্ধরাজ এবং গান্ধারী পাণ্ডুপুত্রগণের আচরণে বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন; কিন্তু তথাপি পুত্রশোক ভুলিতে পারিলেন না। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিষম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক—বনবাসে গিয়া যোগাচরণের অভিপ্রায় করিলেন। বিদুর তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন কিন্তু তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। তখন তিনিও তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সকল শুনিয়া সঞ্জয়, গান্ধারী এবং কুন্তী আসিয়াও বন গমনে চলিলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদী ছুটিয়া সকলের পদতলে ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কেহই তাহাতে সক্ষম হইলেন না। সকলে বনবাসে যাত্রা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন।

জাহ্নবীতটে দ্বৈপায়ন বনে গিয়া দুইখানি কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকলেই পরমাত্মার চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। সেইখানেই যোগাবলম্বনে ধর্ম্মাত্মা বিদুর প্রাণত্যাগ করিলেন।

কুরুপরিবারবর্গের সাহত পাণ্ডবভ্রাতাগণ সে সময়ে সেইখানে উপস্থিত

ছিলেন বিদুরের দেহ-ত্যাগে সকলেরই দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হইল—সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সেই সময়ে মহর্ষি ব্যাস আসিয়া, তাঁহাদিগের পৃথিবীতে জন্মের হেতু ও বিবরণ কহিয়া সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। দিব্য-জ্ঞান লাভে সকলেই শান্ত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী ব্যাসদেবকে বিস্তর বিনয় পূর্ব্বক—মৃত কুরুগণকে একবার দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। যোগবলে মহর্ষি ব্যাস কুরু-পাণ্ডবগণের সকলকেই আনয়ন করিয়া দেখাইলেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে কুরু-বধুগণ সকলেই স্ব স্ব স্বামীর অনুগমন করিলেন। কেবল অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের মুখ চাহিয়া ধর্ম্মরাজ উত্তরাকে অভিমন্যুর অনুগমন করিতে বাধা দিলেন।

কিছুকাল পরে বনবাসী ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী ও কুন্তী সমাধিস্থ অবস্থায় যজ্ঞীয় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। যথা সময়ে পাণ্ডবগণ সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই। পরে নারদের মুখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলেন। অবশেষে দেবর্ষির আদেশমত পাণ্ডবগণ তাঁহাদের শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন।

আশ্রমিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মুষল পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

এদিকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সুখ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার যদুবংশ দিনে দিনে এরূপ বাড়িয়াছে যে দ্বারাবতীতে আর তিল ধারণের স্থান নাই। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ভারাক্রান্ত বসুমতীর রোদনে কাতর হইয়া—তাহার ভার হরণ করিবার জন্য—তিনি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে ক্ষত্রিয়-কুল ধ্বংশ করিয়াও ধরার ভার লাঘব হইল কই? তাঁহার আপনার যদুবংশের বিস্তারেই যে পৃথিবী আবার টলমল করিতেছে। তখন সেই ভার লাঘব করিবার জন্য তিনি মনে মনে উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি, পিতা বসুদেবকে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিলেন। পুত্রের কথামত বসুদেবও এক যজ্ঞ করতঃ পৃথিবীর সকল দেশের রাজা মহারাজা, ব্রাহ্মণ সজ্জন, মুনিঋষিগণকে নিমন্ত্রিত করিলেন। বসুদেবের যজ্ঞে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

যজ্ঞশেষে সকলে আবার স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। মুনিঋষিগণ গমনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় কালে, শ্রীকৃষ্ণ অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—'আপনারা দয়া করিয়া যেস্থানে যদু-বালকগণ খেলা করিতেছে, সেই পথ দিয়া যাইবেন—এই আমার অনুরোধ!" হায়! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কে বুঝিবে?

নগরী প্রান্তে এক প্রান্তরে তাবৎ যদু বালকগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন। মুনি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের কথামত সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। দূর হইতে

তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ক্রীড়ারত যদুবালকগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন 'ভাই মুনি ঋষিগণ 'ত্রিকালজ্ঞ' বলিয়া বিখ্যাত, আজ এ কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে।' এই ভাবিয়া তাঁহারা সকলে এক রহস্যময় মতলব স্থির করিলেন।

যদু বালকগণের মধ্যে জাম্বুবতীর পুত্র শাম্ব পরম সুন্দর পুরুষ। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের নিকটে রূপবতী স্ত্রীলোক ও লজ্জা পায়। সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক তাঁহাকে ডাকাইয়া স্ত্রীবেশ পরাইলেন এবং তাঁহার উদরে এক লোহার গোলা কৌশলে বাঁধিয়া তাহার উপর কাপড় ঢাকিয়া—তাঁহাকে গর্ভবতীর অনুরূপ সাজাইলেন। তাহার পরে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক—যেন বিষম চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন।

ক্রমে মুনিঋষিগণ নিকটবর্ত্তী হইলে, যদু বালকগণ তাঁহাদের পদে প্রণাম করিয়া—যেন অত্যন্ত দুঃখের সহিত—কহিলেন "প্রভু আপনারা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ, আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি—আমাদিগকে রক্ষা করুণ।

মুনিঋষি বিবরন জানিতে চাহিলে তাঁহারা শাম্বকে দেখাইয়া কহিলেন —'এই স্ত্রীলোকটি বহু বর্ষ ধরিয়া প্রসব বেদনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছে—কিছুতেই প্রসব হইতেছেনা। এ কতদিনে প্রসব হইবে এবং ইহার গর্ভে কিরূপ সন্তান জন্মিবে কহিয়া আমাদের চিন্তা দূর করুণ।

যাদবগণের কথায় মুনিগণ ধ্যানস্থ হইয়া সর্ব্ব বিবরণই জানিতে পারিলেন। তখনই তাঁহারা ক্রোধে অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়া শাপ দিলেন—ইহার গর্ভে যাহা হইবে, তাহা হইতেই যদুকুল নির্ম্মূল হইবে।

শাপদিয়া ব্রাহ্মণগণ চলিয়াগেলে দেখিতে দেখিতে শাম্ব এক লৌহের মুষল প্রসব করিল। যদু বালকগণ মহা ভাবনায় পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তখন পরামর্শ করিয়া সকলে সেই মুষল লইয়া প্রভাসের তীরে গমন করিলেন এবং প্রস্তরের উপরে সেই লৌহ নির্ম্মিত মুষল ঘসিতে আরম্ভ করিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া বহু পরিশ্রমে মুষল ঘর্ষণ করিতে করিতে ক্ষয় হইতে লাগিল, অবশেষে সমস্ত গিয়া অতি ক্ষুদ্র একটুকু রহিল। সেটুকু আর কেহই ঘষিয়া শেষ করিতে পারিলেন না ? তাঁহারা সেই অবশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র মুষলের অংশটিকে প্রভাসে ফেলিয়া দিলেন এবং তৎপরে সকলে সেইখানে স্নানাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। অন্য কেহ কিছুই জানিতে পারিলনা।

দৈবক্রমে, ঘষা মুষলের ফেনা যতদূর পড়িল সেখানে ঘন খাগড়াবন হইল, এবং যে টুকরাটি জলমধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল—তাহা তখনই একটি মৎস্য গিলিয়া ফেলিল।

এক ধীবরের জালে সেই মৎস্য ধরা পড়িল এবং জরা নামে এক ব্যাধ সেই মৎস্য কিনিয়া লইয়া গেল। মাছ কাটিবার কালে তাহার উদর মধ্যে হইতে খাঁটি লৌহখণ্ড পইয়া, ব্যাধ তাহাদ্বারা একটি সুতীক্ষ্ন বাণের ফলক গড়াইয়া লইল।

অন্তর্য্যামী নারায়ণ সকলই জানিয়াছিলেন। তিনি বলরামকে—পৃথিবী ত্যাগ ও আপন বংশ ধ্বংস করিবার প্রয়োজন বুঝাইয়া সম্মত করিলেন এবং সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে দ্বারাবতীতে—আপনা হইতেই—নানা অমঙ্গলের চিহ্ন সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ আপন যদুবংশীয় সকলকে ডাকাইয়া কহিলেন যে তাঁহারা বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলে মিলিয়া

প্রভাসতীরে গিয়া স্নান দান প্রভৃতি করিলে সেই প্রাকৃতিক অমঙ্গল সমূহ দূর হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যদু বংশ শুদ্ধ সকলেই প্রভাসে স্নানার্থে চলিলেন তাঁহার মায়ায় প্রত্যেকেই আপনাপন অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণের হুকুম মত পুরনারী বৃন্দ, বসুদেব দেবকী ও রোহিনীর সহিত দ্বারকাতেই রহিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বসুদেব দেবকীকে প্রয়োজন বুঝাইয়া সান্ত্বনা-করতঃ—আপনারাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রথারোহনে চলিলেন।

এইরূপে ভগবান স্বয়ং আপন বংশ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

যথা কালে সকলেই সশস্ত্রে প্রভাসে পৌঁছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাদবগণ সেই নিবিড় খাগড়া বনের পার্শ্বে বিশ্রামের জন্য বসিলেন।

তখন দৈবক্রমে কথায় কথায় আপনাদের মধ্যে ঝগড়ার সূচনা হইল। ক্রমে সেই কলহ এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে যাদবগণ জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়া উন্মাদবৎ হইলেন, এবং পরস্পরের বচসা কটূক্তি, মারামারি প্রভৃতি হইতে হইতে শেষে আপনাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, শ্রীকৃষ্ণ, ঈষৎ হাস্যের সহিত এই সকল ব্যাপার দেখিতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দারুককে ডাকিয়া কহিলেন—'আর দেখিতেছ কি, অদ্য এইখানেই যদুবংশ ধ্বংশ হইল। ব্রহ্মশাপ আছে—তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি অবিলম্বে অনিরুদ্ধের পুত্র 'বজ্রকে লইয়া গিয়া মথুরায় রাখিয়া অইস—সেই বিশাল যদুবংশের মধ্যে একমাত্র চিহ্ন থাকিবে। তাহার পরে তুমি তথা হইতে হস্তিনায় গিয়া পাণ্ডবগণকে

এই সংবাদ দিয়া অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। সে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু—অভিন্ন হৃদয়।

গোবিন্দের প্রবোধ দানের গুণে দারুক কাতর হইলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য গমন করিলেন।

অত্যন্ত ক্রোধে উন্মাদ যাদবগণ তৎপরে সেই খাগড়া তুলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। অব্যর্থ তীক্ষ্ণ বাণাঘাতেও যাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই—ব্রহ্মশাপের ফলে—তাঁহারা সকলেই সেই খাগড়া স্পর্শমাত্রেই মূলচ্যুত বৃক্ষের মত পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে প্রভাসতীরে সেই খাগড়ার সাহায্যে যুদ্ধ করিতে করিতে সমস্ত যাদবগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম জীবিত রহিলেন।

বলরাম আপনার বংশ ধ্বংশ চক্ষের উপরে দেখিয়া সেইখানেই মহাযোগে বসিলেন এবং তাহাতেই সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া বসুদেব, দেবকী ও রোহিনী চিতা সজ্জা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। যদু-ললনাগণ অরক্ষিতা অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

এইরূপে চক্রধারী নারায়ণ আপনিই আপনার বংশ নাশ করিয়া—পৃথিবী পরিত্যাগের কল্পনায়—আপনি একটি নাতিবৃহৎ নিম্ববৃক্ষে উঠিয়া বসিলেন। তথায় সেই ডালের উপরে এক পা তুলিয়া রাখিয়া অপর চরণখানি নাড়িতে নাড়িতে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সেই জরা ব্যাধ সেই প্রান্তরে—শিকার তাড়া করিতে করিতে উপস্থিত হইল। তাহার তাড়া খাইয়া মৃগ পলাইয়াছিল—

সে তাহাকে পায় নাই। দূর হইতে বৃক্ষপত্রের মধ্যে দোদুল্যমান—শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চরণখানি দেখিয়া সে ভাবিল—অই বুঝি সেই হরিণ।

অমনি তুণ হইতে একটি তীক্ষ্ণ বাণ তুলিয়া লইল। দৈবাৎ—সেই লৌহ-নির্ম্মিত ফলকযুক্ত বাণটিই তাহার হাতে উঠিল। সে আর কাল হরণ না করিয়া উত্তম নিশানা পূর্ব্বক সেই বাণে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভেদ করিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ হইতে তদ্দণ্ডেই নীচে পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তখন ব্যাধ নিকটে আসিয়া দেখিল যে, শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিয়াছে। সে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ভূমে লুটাইয়া স্ত্রীলোকের মত রোদন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে পূর্ব্ব জন্ম কথা স্মরণ করাইয়া সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন। 'পূর্ব্বজন্মে তুমি অঙ্গদ ছিলে, আমি সুগ্রীবের মিত্রতার জন্য তোমার পিতা বালিকে বধ করিয়াছিলাম। পরে সীতার উদ্ধার হইলে, আমি যখন সকলকে বর লইতে কহিয়াছিলাম— তুমি বর চাহিয়াছিলে যে—'তোমার পিতৃ শত্রুকে বধ করিতে পারিবে।' চিন্তা নাই আমার সহিত তুমি অচিরেই বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; সকল ফুরাইল।

পঞ্চম অধ্যায়

দারুকের মুখে যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ শুনিয়া পাণ্ডবগণ আকুল হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশ লইয়া অর্জ্জুন অস্থির চিত্তে অনতি বিলম্বেই দারুকের রথে চড়িলেন। রথ দ্বারকার দিকে ছুটিল। পথে আসিতে আসিতে অর্জ্জুন সহসা হীনবল অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন।—তখন শ্রীমধুসূদন দেহত্যাগ করিতে ছিলেন।

প্রভাসে পৌছিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের শব দর্শনে অর্জ্জুনের প্রাণে যে মহাশোকের সপ্ত-সমুদ্র উছলিয়া উঠিল—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নারীগণ-সহ হস্তিনায় চলিলেন। পথে একদল দৈত্য আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের রমণী গণকে হরণ করিয়া লইতে উদ্যত হইল। অর্জ্জুনের সঙ্গে তখন তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু দিগ্বিজয়ী বিজয় সেদিন তাহাদের সঙ্গে সকল যুদ্ধেই হারিলেন। যে গাণ্ডীব ধারণে তিনি ত্রিভুবন বিজয় করিয়াছিলেন আর তিনি সে গাণ্ডীব তুলিতে সমর্থ হইলেন না।

অর্জ্জুনকে হারাইয়া দৈত্যগণ বলপূর্ব্বক আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে দৈত্যগণ তাঁহা-দের হস্ত ধারণ মাত্রেই—প্রত্যেক রমণী নির্জ্জীব প্রস্তর পুত্তলিকায় পরিণত হইয়া সেই স্থানেই আবদ্ধ রহিলেন।

অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডব ভ্রাতাগণ আকুল উদভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ হারা হইয়া তিনি আর একদণ্ডও সংসারে থাকিবেন না—বনগমনে 'মহাপ্রস্থান' করিবেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণ এবং দ্রৌপদী তাঁহার সম্মতি অনুসারে তাঁহার অনুগামী হইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র 'বজ্র'কে আনাইয়া তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থ এবং অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। তাহারপর পাঁচ ভাই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বনে বনে পূর্ব্বমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মুষলপর্ব্ব সম্পূর্ণ

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

পাণ্ডবেরা বরাবর উত্তর মুখে যাইতে যাইতে বহু পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন, ক্রমে পার্ব্বত্যপথ অত্যন্ত জটীল ও বরফাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর—কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। আর সকলের একসঙ্গে পাশাপাশি যাইবার উপায় রহিল না। তখন সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠির এবং তৎপশ্চাতে ভীম, পরে অর্জ্জুন, তৎপরে নকুল, তৎপরে সহদেব এবং সর্ব্বশেষে দ্রৌপদী চলিলেন। এই ভাবে সেই অতি ভীষণ পর্ব্বতারোহন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা 'হরি পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অবসন্ন দ্রৌপদী সর্ব্বপ্রথম পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

ক্রমে আবার পথ চলিতে চলিতে 'রৈবত' পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তিধারী বেরানাথ 'বিষ্ণু' দর্শনে স্নান পূজা সমাপন পূর্ব্বক, আবার গমনে বহির্গত হইলেন। কিন্তু সহদেব আর পারিলেন না—তিনি সেই পর্ব্বতেই পতিত হইলেন।

তৎপরে তাঁহারা চন্দ্রকালী নামক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দুর্জ্জয় হিম ও বরফে পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। সেই পর্ব্বতে নৃশিংহ দেবের মূর্ত্তি ছিল। চারিজনে মূর্ত্তি দর্শন, পূজা ও প্রণাম করতঃ আবার উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিন্তু সে দুর্জ্জয় হিমরাশি নকুল আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ফাটীয়া রক্ত পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেইখানে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

বহুবিলাপান্তে আবার তাঁহারা তিনজনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই পথ জটীল, এবং পর্ব্বত দুরারোহ হইয়া আসিতে লাগিল। পরে তাঁহারা যখন নন্দীঘোষ' পর্ব্বতের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইতে, দেখিলেন যে সেখানে আর সৃষ্টির চিহ্ন মাত্র নাই—সমস্তই বরফে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকেই কেবল বরফ—বরফেরই রাজত্ব। সেখানে দাঁড়াইয়া মনে হয়না যে, বিশ্ব-সংসার বরফ ভিন্ন' আর কোন সৃষ্ট বস্তু আছে। সেইখানে অর্জ্জুনের পতন হইল। দুই ভ্রাতা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। কিন্তু উপায় কি। বহুক্ষণ বিলাপের পরে আবার দুইজনে নিতান্ত বিষণ্ণ মনে পর্ব্বতারোহন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে দুইভাই ক্রমাগত পর্ব্বত অতিক্রম করিতে করিতে 'সোমেশ্বর' পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে 'সোমেশ্বর' মহাদেবের পূজা করিয়া পুনরায় যাত্রাকালে ভীমসেন দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পতনের ভারে সেই বরফময় পর্ব্বত রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল।

তখন উপায়ান্তরহীন ধর্ম্মরাজ নিতান্ত অবসন্ন মনে এবং ধীরপদে একাকী পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি 'গন্ধমাদন' পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে আরও বহুদূর পর্য্যন্ত উত্তরমুখে গিয়া অবশেষে তিনি এক শিবলিঙ্গময় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন।

সেই পর্ব্বতে নিরন্তর বহু দেবতাগণ আগমন করেন, এবং সর্ব্বদা বহু পুণ্যবন্ত মুনিঋষিগণ তপস্যাদি করিতে আসিয়া থাকেন। তাহার উত্তরে এক ভীষণ নদী খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

ধর্ম্মরাজ সশরীরে স্বর্গপুরে যাইতেছেন শুনিয়া বহু মুনিঋষিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনিও সবাকার পদবন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশির্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলেন—সেই